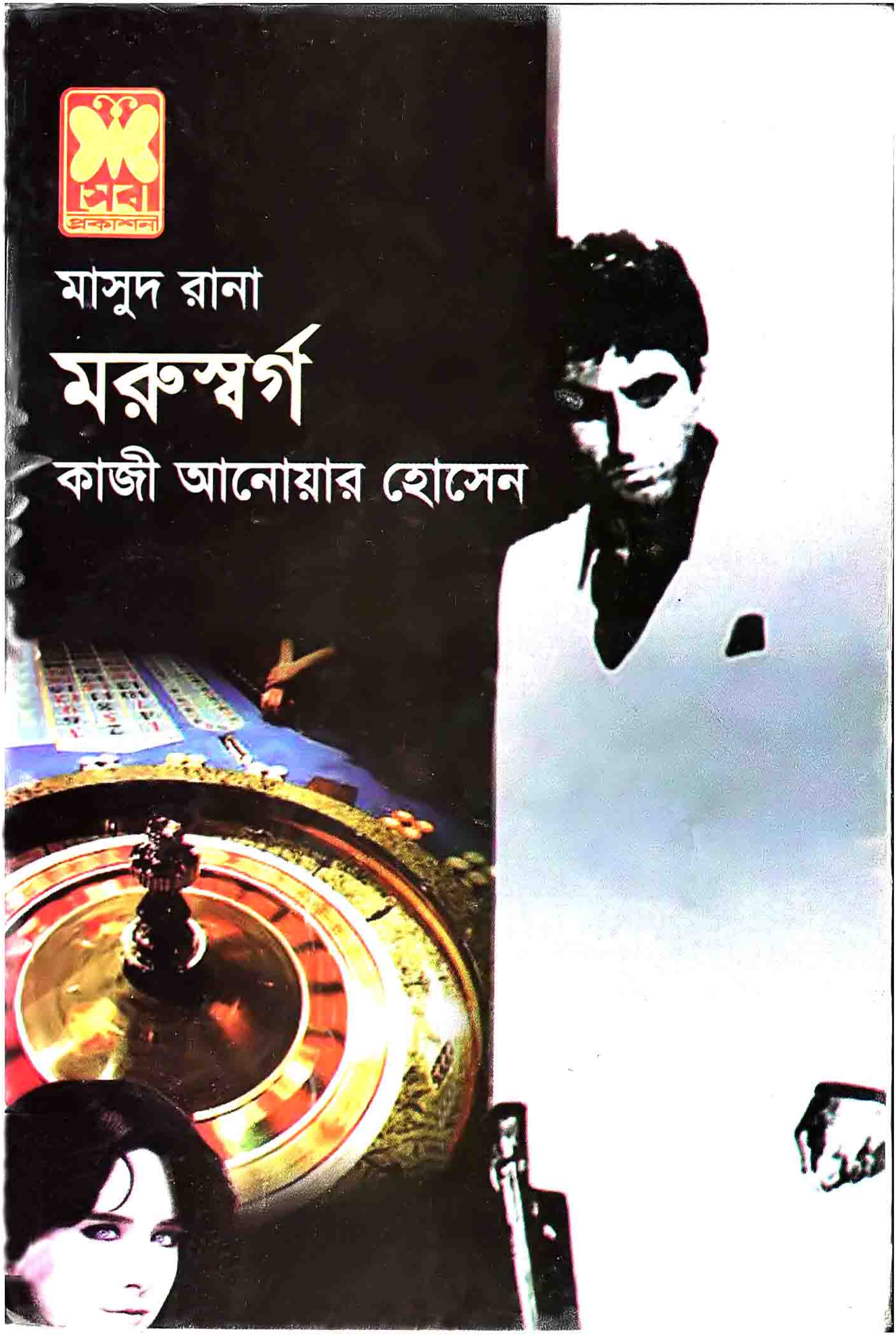

সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
মরুস্বর্গ
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

মরুস্বর্গ

কাজী আনোয়ার হোসেন

কোথায় ওই ক্যাসিনো?
সব দেশের সিক্রেট সার্ভিস খুঁজছে ওটাকে। কেন?
গোটা দুনিয়ার লেজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এক ভয়ানক দুর্বৃত্ত।
ওই ক্যাসিনো থেকেই নাকি আসছে সেই ড্রাগ। একবিংশ শতাব্দীর অভিশাপ। পাগল হয়ে উঠেছে গোটা বিশ্বের তরুণ-যুবা।
এমন নেশা যে, একবার নিলে কী মরলে!
আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে ওরা ড্রাগ না পেলে।
শুধু ঢাকা শহরেই গত ছয় মাসে দেড় হাজার অ্যাডিক্ট খুন করেছে সতেরো হাজার নিরীহ মানুষকে।
মাত্র এক শ' টাকার বিনিময়ে মিলছে মরণ-নেশা।
সাপ্লাই বন্ধ হলে তিন থেকে সাত দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছে অ্যাডিক্ট।
কিছুতেই বের করা যাচ্ছে না কার কাছ থেকে কীভাবে আসছে এ ড্রাগের চালান।
প্রথম সুযোগেই ঢুকে পড়ল রানা ওই ক্যাসিনোয়।
জানে না, ও শিকার না শিকারী!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

Pathfinder

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৪১১

মরুস্বর্গ

<u>লেখকঃ</u> কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যানঃ কামরুল আহসান
এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

আটান্ন টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১১
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Masud Rana-411
MORUSWARGA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু
ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর
*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর
ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক
*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা
*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা
*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো,
সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট
নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট* সন্ন্যাসিনী
*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্ণরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত
*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার *মরুযাত্রা
*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ
কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস
*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন
কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো
টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ
'৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ
*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক
*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী
*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩
*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা
*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ
*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*বৃদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ
*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা*মারান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস
*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ
*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে
*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু
*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা
*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট
*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ
*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী
*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ
সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট
X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব
*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইনকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান
*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো
আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু
*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা
*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান*জলরাক্ষস
*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট
*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা
*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইমার
*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ।

Pathfinder

এক

খুট্ করে খুলল তালা, আস্তে করে দরজা ঠেলে ফ্ল্যাটে ঢুকল রানা। পাশের দেয়ালে চলে গেল অভ্যস্ত হাত, সুইচবোর্ডে নির্দিষ্ট সুইচ টিপতেই জ্বলে উঠল ম্লান আলো। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল ও—আটটা। লণ্ডনে সবে সন্ধ্যা। ভাবছে, ডিনারটা আজ ক্লাবেই সারবে। ওভারকোট খুলতে খুলতে ড্রেসিংরুমে ঢুকল, ওটা রেখে একটা স্পোর্টস জ্যাকেট বের করল ওয়ারড্রোব থেকে।

গলাটা শুকিয়ে আছে? হালকা পায়ে চলে গেল রানা আঁধার লিভিংরুমেঃ ড্রিঙ্ক ক্যাবিনেটের সামনে। উপর তাকে সাজানো রয়েছে হরেক পদের হার্ড ও সফ্ট্ লিকার, নীচেরটায় হরেক আকৃতির গ্লাস। তিন সেকেণ্ড সময় ব্যয় করল ও সিদ্ধান্ত নিতে। তারপর ডানহাতে তুলে নিল গ্লেনক্যাডার্ন-এর রঙিন বোতল, বামহাতে গ্লাস। ঠিক তখনই কেমন একটা অনুভূতি হলো। ফ্ল্যাটে অস্পষ্ট, মৃদু সুবাস কীসের! মাথার ভিতর বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল। কী যেন বলতে চায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। খস খস করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। চোখের কোণে কী যেন... চরকির মত ঘুরল রানা। পরক্ষণে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক

ছায়ামূর্তি, আপাদমস্তক কালো পোশাকে মোড়া।

'ক্লিক' আওয়াজটা রানার কানে যেন বিকট বোমা ফাটাল। অস্ত্র কক্ করা হয়েছে! পাথরের মূর্তি হয়ে গেল ও।

চাপা, রাগী স্বরে বলল ছায়ামূর্তি, 'গ্লাস আর বোতল টেবিলে নামিয়ে রাখো। তারপর ধীরে ধীরে হাত তোলো মাথার উপর। কোনও চালাকি না... গুলি করব।' ভাষাটা ইংরেজি, উচ্চারণ নিখুঁত।

পর্দার এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে সড়কের বৈদ্যুতিক আলো। পিছনের আলোয় আততায়ীকে দেখাচ্ছে কালো ভূতের মত। কফি-টেবিলে বোতল ও গ্লাস নামিয়ে রাখল রানা, অলস ভঙ্গিতে মাথার উপর তুলল দু'হাত। প্রায় চোখেই পড়ে না খুনিকে। তবে আন্দাজ করল, লোকটা দৈর্ঘ্যে মাঝারি, হালকা-পাতলা, মুখে সম্ভবত মুখোশ।

যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল খুনির কণ্ঠ, তবে আগের চেয়ে স্পষ্ট, 'আমি তোমার কাছে জানতে চাই, কাজটা করলে কেন?' মেয়েলি কণ্ঠ, কিন্তু তাতে ভীষণ কঠোরতা।

বিকেল থেকে তিক্ত হয়ে আছে রানার মন, এই মেয়েলি কণ্ঠ যেন সেই আগুনে অকটেন ঢেলেছে। মনে মনে বলল রানা: শালীর সাহস তো কম না! সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তোমার কী ক্ষতি করেছি, ডার্লিং?'

'সাতদিন আগে ভারতে একজনকে মেরে রেখে এসেছ। আমি জানতে চাই, খুনটা কেন করলে। শুনেছি এটাই তোমার কাজ, এ কাজে তুমি সিদ্ধহস্ত। আমি জানতে এসেছি, কার বা কাদের নির্দেশে করেছ কাজটা। সবার নাম-ঠিকানা চাই, কখন কীভাবে

কী ঘটল তারিখসহ লিখবে।' শিরদাঁড়ায় বলপেন গোঁজা ছোট্ট কালো একটা নোটবুক বামহাতে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে।

নোটবুক-বলপেন পড়ল কার্পেটে, ক্যাচ ধরল না রানা। আবারও পেল মিষ্টি সুবাস। জুঁই ফুলের পারফিউম। আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'ভুল বলছ ডার্লিং, কাউকে খুন করিনি আমি।'

'বাজে কথা বলবে না!' হিসহিসিয়ে বলল মেয়েটা। 'ওটা দুর্ঘটনা বলতে চাও? পাশের ঘরে যা ঘটেছে? ...তুমি কে, কী, ভাল করেই জানা আছে আমার! তুমি গুপ্তচর, খুনি! বাংলাদেশের জন্য খুন করে বেড়াও দুনিয়াময়। যে মরল সে-ও ছিল একজন গুপ্তচর... ব্রিটিশ গুপ্তচর। মানে, আগে ছিল আরকী। ভুল বলছি? ভেবো না আমি নির্বোধ। তাকে খুন করেছ তুমি!' ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর, 'নীচ পশু তুমি, ঠাণ্ডা মাথার খুনি! তোমার গা থেকে আসছে তাজা রক্তের গন্ধ!'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। ভাবছে, কে এ মেয়ে? মুম্বাইয়ে হায়দার সিদ্দিকির সঙ্গে দেখা করেছে ও। কিন্তু এ সেটা জানল কী করে! এখানে ঢুকলই বা কীভাবে? কিংস রোডে পাঁচতলার উপর ওর অ্যাপার্টমেন্ট। দরজা পরীক্ষা করে সব ঠিক আছে দেখেই ভিতরে ঢুকেছে। তা হলে? এ মেয়ে ঢুকল কেমন করে?

চোখ সরু করে চেয়ে রইল রানা, আগের চেয়ে ঢের বেশি দেখছে। ওই তো মেয়েটা, আঁধারে আরও কালো অবয়ব! মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে! অস্ত্রটা থামল রানার গলা থেকে এক ফুট দূরে। নিঃশব্দে ঢোক গিলল রানা। ল্যারিংক্সে গুলি মানেই ছিন্নভিন্ন আর্টারি, চট্ করে মরবে না, মেঝের উপর ধড়ফড় করবে অনেকক্ষণ। ফলাফল: বিশ্রী রক্তাক্ত লাশ! ওটা পিস্তল নয়, লম্বা

ব্যারেলওয়ালা রিভলভার।

খানিক তথ্য দেবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। কোনও সুযোগ বেরিয়ে আসতে পারে। নিচু স্বরে বলল, 'একটু ভেবে দেখো, মেয়ে। আমিই যদি খুন করব, কেন হায়দার সিদ্দিকিকে তুললাম আমার হোটেলে? পাশাপাশি ওই দুই রুম আমিই বুক করি। একজন বয়স্ক লোক সে, সকালে স্নান করেছে সাগরে। যদি খুনই করতে চাইতাম, তাকে গভীর পানিতে টেনে নিতে পারতাম অনায়াসে। তিন মিনিট পেরুনোর আগেই মারা পড়ত। সবাই ভাবত, ওটা দুর্ঘটনা।'

'বোঝা গেল, ওই ভাবেই খুন করতে চেয়েছিলে, কিন্তু পারোনি। নিজেকে ভদ্রলোক ভাবো, তা-ই না, মাসুদ রানা? এক দুই করে পাঁচ গুনব, এরই মধ্যে সত্যি বলবে, নইলে...'

বাড়তি মুখ খরচ করা অনুচিত। মহাবিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। কিন্তু মুখ চালালে যে লাভ হয়, তা নিজ চোখে দেখছে। বড় করে শ্বাস নিল রানা। আরও কয়েক ইঞ্চি সামনে বেড়েছে মেয়েটা। অতি উত্তেজিত। ঝট্ করে বামে সরছে এমন ভঙ্গি নিয়েই ডানদিকে সরল রানা। বামহাতে খপ্ করে ধরেছে মেয়েটার কব্জি, মোচড় দিয়ে ঠেলে দিল দূরে। বুম্ করে আওয়াজ তুলল রিভলভার। বামকানটা উড়ে গেল বুঝি, ভাবল রানা। নিচু হয়ে ডানহাতে খামচে ধরল মেয়েটার বামপায়ের কাফ মাস্‌ল্—জোর এক হ্যাঁচকা টান দিতেই ভারসাম্য হারাল মেয়েটা, ধুপ করে পড়ল কার্পেটে, ঠাস্ করে নামল মাথা। পরক্ষণে দু'হাঁটু দিয়ে মেয়েটার দুই বাহু গেঁথে ফেলল রানা। সামলে নেবার আগেই থাবা দিয়ে কেড়ে নিল অস্ত্র, ছুঁড়ে ফেলল দূরে। দেয়ালে লেগে

ঠং-ঠনাৎ শব্দ তুলল রিভলভার।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুতির কালো পোশাক মেয়েটার, কোনও পকেট নেই। দু'হাতে সর্বাঙ্গ সার্চ করল রানা। আর কোনও অস্ত্র নেই। মেয়েটার নিতম্বে মাঝারি একটা থাবড়া লাগিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

গায়ের উপর থেকে ওজন সরে যেতেই গুটিয়ে উঠল মেয়েটা, মুখোশের ভিতর ফোঁস-ফোঁস করে ফেলছে শ্বাস।

খানিক দূরে আর্মচেয়ারের পাশে পড়েছে রিভলভারটা, ডান দিকে ড্রিঙ্ক ক্যাবিনেট। ওটার পাশে চলে গেল রানা, ঝুঁকে তুলে নিল রিভলভার। ওটা ওয়েবলি মার্ক সিক্স, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মডেল। কোমরে ঝোলাত অফিসাররা। চেম্বার খুলে পরীক্ষা করল। পুরো লোডেড। নিয়মিত যত্ন নেয়া হয়েছে। রিভলভার হাতে আর্মচেয়ারে বসল রানা, বাম কানের ভিতর শুধু ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ! তিক্ত মনে ভাবল, মুখের ক'সেণ্টিমিটার দূর দিয়ে গেল বুলেট? বড় জোর তিন ইঞ্চি? চারফুট দূরে মেয়েটা, মুখ ঢাকা মুখোশে। নড়ছে না।

'চুপচাপ শুয়ে থাকলে চলবে?' কড়া স্বরে ধমক দিল রানা। 'এবার আমার পালা, প্রতিটা প্রশ্নের জবাব চাই। যদি মিথ্যা শুনি, এই রিভলভারের বাঁট দিয়ে মেরে ফাটিয়ে দেব তোমার পাছা।' উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেয়েটি, যেন পাথর। 'অ্যাই মেয়ে, উঠে এসো। পাশেই সোফা পাবে। ওখানে বসে খোলো মুখোশ। আমার প্রথম প্রশ্ন—কে তুমি? দ্বিতীয় কথা—সঙ্গে কাকে নিয়ে এসেছ?'

আস্তে করে মাথা তুলল মেয়েটা, উঠে বসল দু'হাতে ভর

দিয়ে। রানার দিকে চাইছে। উঠে দাঁড়িয়ে ধপ্ করে বসল সোফার উপর। ভয় পেয়েছে, বোধ হয় চালাকি করবে না। ধীরে ধীরে খুলল সুতির কালো মুখোশ, ধরে রাখল বামহাতে।

বাতি জ্বেলে দিল রানা, লক্ষ্য থেকে সরল না ওয়েবলির নল।

মেয়েটা দেখতে সত্যিই ভাল, কিন্তু ইউরোপিয়ান রূপসীদের মত নয়। বরং অপরূপা কোনও বাঙালি গৃহিণী যেন! কমলার কোয়ার মত টসটসে ঠোঁটদুটো। তবে কুচকুচে কালো চুলগুলো বেমানান, বব-কাট করা। দুধ ফর্সা ত্বক ও টিকালো নাক বলছে, সে শ্বেতাঙ্গিনী। কালো পোশাকে অস্বাভাবিক লাগছে। চাপা স্বরে বলল, 'আমার নাম মেরি সিদ্দিকি, কেউ আসেনি আমার সঙ্গে।'

মনোযোগ দিয়ে মেয়েটিকে দেখল রানা। হ্যাঁ, মিস্টার সিদ্দিকির মুখের সঙ্গে মেলে আদল। তবে নীল চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। ব্রিটিশ মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। 'এটা তোমার বাবার রিভলভার?' জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল মেরি। দু'চোখে টলটল করছে অশ্রু। কয়েক মুহূর্ত চেষ্টা করে সামলে নিল।

ওর ভুল ভাঙিয়ে দিতে চাইল রানা, 'আমি তোমার বাবাকে খুন করিনি, মেরি।'

'এ আমি কী করে বিশ্বাস করব?' একটু ভেঙে গেল কণ্ঠস্বর।

মেরি আর যাই হোক, খুনি নয়। দীর্ঘ তিনটি বছর ব্রিটিশ সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার সয়েছে, এখন চাইছে কারও উপর প্রতিশোধ নিতে।

এক পলকে রানার মনে পড়ল আজ বিকেলে কী ঘটেছে।

ধূসর প্রকাণ্ড হেডকোয়ার্টারের টপ ফ্লোরে নিজ অফিসে বসে

মার্ভিন লংফেলো, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ। আড়ষ্ট স্বরে বললেন, 'এ লোকের কাছ থেকে গত তিন বছরে কী ধরনের তথ্য পেয়েছে এফএসবি*, আমরা জানি না।'

তাঁর টেবিলের একটু দূর দিয়ে পায়চারি করছেন বিসিআই-এর চিফ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। থমথম করছে মুখ। 'এত সোজা কাজ, রানা, কী করে এত বড় ভুল করলে?'

টেবিলের সামনে খুঁটির মত দাঁড়িয়ে রানা। লাল হয়ে উঠেছে মুখ। সাতদিন আগে প্রায় যেচে পড়ে মার্ভিন লংফেলোর কাছ থেকে দায়িত্ব নেয় ও। ওঁর হাতে কোনও ডাবল যিরো এজেন্ট না থাকায় খুশিই হন ভদ্রলোক।

'তাকে দেখা গেল মুম্বাইয়ের জুহু বিচে,' খেই ধরিয়ে দিলেন রাহাত খান।

'জী, স্যর। যেমন বলেছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের জুনিয়র এজেন্ট, স্টুয়ার্ট।'

'রানা এজেন্সির ছেলেরা তোমাকে বলে ওখানে সন্ন্যাসীদের দলে লুকিয়ে আছে,' প্রায় অভিযোগ করলেন লংফেলো।

'ধ্যানে মগ্ন। তারপর?' খুকখুক করে কাশলেন মেজর জেনারেল।

'ভক্তদের মাঝে বসে ছিল। আমার চোখে চোখ পড়তেই চিনল।' হায়দার সিদ্দিকির নাভি পর্যন্ত কাঁচা-পাকা দাড়ি। গলা

---

* সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে রাশা সরকার কেজিবি নাম বদলে রাখে ফেডারাল সিকিউরিটি সার্ভিস অভ দ্য রাশান ফেডারেশান। সংক্ষেপে এফএসবি।

থেকে বুকে নেমেছে রুদ্রাক্ষের অসংখ্য মালা। বসের দিকে চাইল রানা। কটমট করে ওর দিকে চেয়ে রয়েছেন রাহাত খান। নতুন করে শুরু করল রানা, 'হাতের ইশারা করতেই উঠে এল। কোনও ধরনের আপত্তি ছিল না। তেমন কোনও আলাপও হয়নি আমার সঙ্গে।'

'পরনে সন্ন্যাসীর ল্যাঙোট, সোজা তোমার হোটেলে নিয়ে তুললে?' কড়া স্বরে জানতে চাইলেন মার্ভিন লংফেলো।

'জী।'

'আরও অনেক সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, তুমি জানতে এ লোক কত বড় বিশ্বাসঘাতক,' বললেন লংফেলো। 'এফএসবির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের কত কী ক্ষতি করেছে, মা মেরিই জানেন!'

চুপ করে রইল রানা।

নিষ্পলক ওকে দেখছেন রাহাত খান। চোখ দিয়ে যেন আগুনের দ্যুতি বেরিয়ে আসছে। 'তারপর কী হলো? সংক্ষেপে বলো, রানা।'

'আমার পাশের ঘরে তুললাম তাকে। কোট-প্যান্ট কিনে দিলাম। তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বললাম, যাতে হাত-মুখ ধুয়ে লবিতে চলে আসে। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। আগেই লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু সিদ্দিকি এল না। একা খেতে বসে হঠাৎ কেমন সন্দেহ হলো। একটু আগে দুই শ্বেতাঙ্গ হোটেলে ঢুকে লিফটে উঠেছে, চলে গেছে তিনতলায়। রিসেপশনে কিছুই জানতে চায়নি, চাবিও নেয়নি কোনও ঘরের। দশ মিনিট পর হোটেল থেকে বেরিয়েও গেছে। সন্দেহ হতেই উঠে গেলাম

তিনতলায়। সিদ্দিকির দরজায় টোকা দিয়ে সাড়া পেলাম না। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। ঘরে কেউ নেই। বাথরুমে উঁকি দিলাম। বাথটাবে শুয়ে আছে সিদ্দিকি, কেউ দু'ফাঁক করে দিয়েছে গলা। আধঘণ্টা পর অন্য এক হোটেলে উঠলাম। যোগাযোগ করলাম বিসিআই-এর সঙ্গে। এটা ছ'দিন আগের কথা। গতকাল রাতে লণ্ডনে পৌঁচেছি।'

'তোমার ব্যর্থতা সত্যিই দুঃখজনক,' গম্ভীর স্বরে বললেন রাহাত খান। হাত তুললেন দরজার দিকে। 'কাজের গুরুত্বটাই মাথায় ঢোকেনি তোমার। আর কী, তুমি এবার এসো।'

কথাগুলো যেন তপ্ত সীসা ঢেলেছে রানার কানে। বিএসএস-এর হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে। সোজা গেছে রয়্যাল ফেন্সিং ক্লাবে। সেইবার নিয়ে খেলতে নয়, অন্যের খেলা দেখে মন শান্ত করতে। কোনও লাভ হয়নি। বেরিয়ে এসে সরাসরি চলে এসেছে নিজের ফ্ল্যাটে। পৌঁছেই পড়ল মেরি সিদ্দিকির হুমকির মুখে।

মেয়েটির চোখে চাইল রানা। 'তোমার কথা থেকে বুঝছি আমার সম্পর্কে বহু কিছুই জানো। এ-ও নিশ্চয়ই জানো আমি শীতল রক্তের খুনি নই? নিশ্চয়ই এ-ও বোঝো, তোমার বাবাকে হত্যা করলে, আজ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতাম না। না, মেরি, ভুল জায়গায় এসেছ প্রতিশোধ নিতে। আমি না, আর কেউ তোমার বাবাকে খুন করেছে।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'একটু স্কচ?'

'ইয়েস, প্লিয।'

'সঙ্গে সোডা?'

'না, নির্জলা। প্লিয, ডাবল পেগ।'

ড্রিঙ্ক ক্যাবিনেট খুলে একটা গ্লাস নিল রানা, গ্লেনক্যাডার্নের বোতল খুলল। গ্লাসের ভিতর তিন ইঞ্চি পরিমাণ সোনালী গরল ঢেলে বাড়িয়ে দিল। নিজের গ্লাসে নিল এক আউন্স। বিড়বিড় করে বলল, 'চিয়ার্স!'

প্রত্যুত্তর দিল না মেয়েটা। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'তুমি কে এবং কী করো, আমি জানি।' কণ্ঠে আবারও ফিরেছে অভিযোগের সুর। রানা যে ওর বাবার হত্যাকারী নয়, মেনে নেয়নি সেটা।

মেরির দিকে চেয়ে রইল রানা। মেয়েটা ভাবছে, ওর বাবাকে খুন করেছে ও। ভয়ঙ্কর অপরাধী, পাপী!

'ধরে নিলাম, যা ভাবছ, সবই ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার কথা কে বলেছে তোমাকে? কী করে ঢুকলে এ অ্যাপার্টমেন্টে?'

'তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব, অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকা ছিল সোজা। গত দু'বছর এই কাজই করছি।'

'নিশ্চয়ই শখে?'

'না। পেশা।'

'পেশাদার চোর? বিশ্রী পেশা।'

'মানুষ হত্যা করা তার চেয়ে বহুগুণ খারাপ।'

'ঠিক। আর তোমাকে কে বলেছে আমি খুনি?'

'আমার এক বান্ধবী।'

'কে সে? পরিচয় কী?'

'জাহান্নামে যাও।'

অপলক চোখে চেয়ে রইল রানা। প্রচণ্ড জেদি মেয়ে মেরি সিদ্দিকি। খানিকটা যেন শিশুসুলভ। ওর বয়স কত? তেইশ?

চব্বিশ? কিন্তু আচরণ পনেরো বছরের কিশোরীর মত।

'দেখো মেয়ে, এটা কিন্তু চেলসি এলাকা, কোনও প্রত্যন্ত এলাকার ম্যানসন না। কেউ না কেউ গুলির আওয়াজ শুনেছে। আমার প্রতিবেশীরা অতি ভদ্র, আমার অনেক অত্যাচারই সহ্য করে। তবে ধরে নিতে পার, একটু পর আমার দরজায় টোকা দেবে পুলিশ। যদি অপেক্ষা করতে চাও, বেশ! পুলিশকে বলব: তুমি আসলে ডাকাত, আমার বুকে রিভলভার ধরে ডাকাতি করতে চেয়েছিলে। কিন্তু তারচেয়ে পরস্পরকে খুশি রেখে চলতে পারি আমরা, কী বলো?'

'তুমি চাও একটা খুনিকে মেনে নেব! ...কেন?'

বিদঘুটে চিন্তা এল রানার মনে, এ মেয়েকে ওর বুঝতে হবে। 'এসো, কোথাও গিয়ে দু'জন ডিনার সারি? তুমি তোমার বাবার কথা জানবে, আমি জানব তোমার পেশা সম্পর্কে।'

'জাহান্নামে যাও!'

'তা হলে বরং পুলিশে খবর দিয়ে তাদের জন্যই অপেক্ষা করি। সেই ফাঁকে সিগারেট চলবে?' বেনসনের প্যাকেট তুলে অফার করল রানা। পাত্তা দিল না মেরি, সন্দেহ নিয়ে চাইছে। কয়েক সেকেণ্ড পর শিথিল হলো চোয়াল, মনে মনে হার মেনেছে।

'ঠিক আছে, ডিনারে চলো। ওখানে কথা হবে। কিন্তু নামকরা এমন কোথাও, যেখানে অনেক মানুষ আছে।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। আগেই জানি কোথায় চলেছি।'

ব্রিটিশদের ভদ্রতা গুলিয়ে খায়নি মেরি, রানাকে দিল বেনিফিট অভ ডাউট। ঠোঁটে আবছা হাসির রেখা মিলিয়ে গেল। 'মনে রেখো, আমি যদ্দূর জানি, তুমিই খুন করেছ আমার বাবাকে।'

'মন থেকে ভুল তথ্য দূর করে দাও। তোমার এখন দরকার ভাল পোশাক, নইলে রেস্তোরাঁ থেকে বের করে দেবে দু'জনকে।'

দরজার উপর ঠকঠক আওয়াজ। আবারও নক হলো। এবার জোরে। 'বলেছিলাম না? যাই হোক, নিশ্চিন্তে বসো তুমি,' দরজার দিকে চলল রানা। কবাট খুলে দেখল নীচতলার প্রতিবেশী। স্ট্যালন। ব্যাচেলার, বয়স ত্রিশ। ক্রমশ বড় ব্যবসাদার হয়ে উঠছে। শত খানেক মেয়ে ঘুরছে তার পিছনে।

'কোনও সমস্যা, মিস্টার রানা? মনে হলো গুলির আওয়াজ শুনলাম? তারপর ঘরের ছাতের উপর ধুপ করে পড়ল কেউ।'

'ঠিকই শুনেছেন। আমার পুরানো ওয়েবলিটা পরিষ্কার করছিলাম, এমন সময় বেরিয়ে গেল গুলি। খেয়াল ছিল না ওটা পুরো লোডেড। মস্ত ভুল করেছি। আরেকটু হলে মারাও পড়তে পারতাম।'

'আপনি ঠিক আছেন তো... নাকি হাসপাতালে ফোন...

'না-না, ঠিক আছি। সরি, বিরক্ত করলাম। একটা ডিনারে চলেছি, নইলে একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করা যেত।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাল থাকুন। আমি অবশ্য আগেই পুলিশে যোগাযোগ করেছি। এই এল বলে।'

ব্যাটা বলে কী!

'ওটা ছিল ভুল, পুলিশ বুঝবে। কষ্ট করে এসেছেন বলে ধন্যবাদ, স্ট্যালন। গুডনাইট।' লোকটার প্রায় নাকের উপর দরজা বন্ধ করল রানা। দ্রুত পায়ে ফিরল, এক ইঞ্চি নড়েনি মেরি। দূর থেকে ভেসে আসছে পুলিশের সাইরেন। 'জলদি, মেরি, ওরা আসার আগেই চলো ভাগি।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মেরি, দীর্ঘ পায়ে চলে গেল দরজার সামনে। ওর পর বেরুল রানা। হাতে এখনও ওয়েবলি। 'সোজা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে, মেরি।'

নীচে নেমে বামহাতে গ্যারাজ দেখাল রানা। ওখানে বসে আছে উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালের গ্রাহাম মডেল এক শ' বিশ কাস্টম সুপারচার্জার স্পোর্টস্ কুপে। অবিশ্বাস্য দামি গাড়িটা দেখে চট্ করে একবার রানার দিকে চাইল মেরি, পরক্ষণে সরিয়ে নিল দৃষ্টি।

কেনসিংটন রোড ধরে এগোল রানা, ওখান থেকে প্রায় গোলাকার হাইড পার্ক সড়কে। ওটা পেরিয়ে পড়ল কুইন্সওয়ে, তারপর বে'সওয়াটার-এ। মাঝে মাঝে সঙ্গিনীকে দেখছে রানা। পাশ থেকে আরও সুন্দরী লাগছে তাকে। ভাল হতো বব-কাট চুলের বদলে এলো চুল হলে। দারুণ মিষ্টি পারফিউম মেখেছে। বারবার ওর প্রতি মনোযোগ ফিরছে রানার। দেহসৌষ্ঠব দেখবার মত মেরির। পা দুটো সরু বা মোটা নয়, যেমন হওয়া উচিত অপরূপা মেয়েদের। নিখুঁত ছন্দে পা ফেলে, ও-দুটো যেন কাঁচির ফলা। মেয়েটা এত কাছে, জুঁই ফুলের সৌরভ, বুকের ভিতর কেমন যেন একটা অনুভূতি হলো রানার।

'তোমার পারফিউমটা ভাল।'

'পটানোর চেষ্টা হচ্ছে? লাভ নেই।'

'তা নয়। সত্যি দারুণ। কী ওটা?'

'মেসনেল নাম্বার এইট।'

'তা-ই হবে,' একটু চমকে গেছে রানা। এত দামি পারফিউম?

'আমার ধারণা তুমি নৃশংস একজন খুনি, ভাল পারফিউমও

চেনো দেখছি?'

'ওটার দামও জানি। প্রেমিক গিফট করেছে?'

'নিজেই নিজেকে দিয়েছি।'

উইণ্ডস্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল মেরি, শুধু বাধ্য হলে পথ দেখিয়ে দিল। একটা সাদা চারতলা বাড়ির সামনে থামল ওরা। গাড়ি থেকে নামল মেরি। ওর পিছু নিল রানা। সিঁড়ির ধাপগুলো লোহা দিয়ে তৈরি। দোতলায় উঠে এল ওরা। রানা জানে, ওকে বিশ্বাস করে না মেরি। তবে আপাতত মেনে নিয়েছে, এ লোক আঠার মত লেগে থাকবে।

অতি আধুনিক ফ্ল্যাট। এগুলো কেনে বা ভাড়া নেয় মস্ত বড়লোকের রক্ষিতা, সেক্রেটারি, বা উঁচুদরের পতিতারা। দেয়াল ও আসবাবপত্র সব সাদা রঙের। ম্যাণ্টলপিসগুলো ছাড়া-ছাড়া ভাবে সাজানো। পরিচ্ছন্ন রুচি। কমবয়সী হায়দার সিদ্দিকির ছবি। কফি-টেবিলে ওর মায়ের ছবি। এক দেয়ালে জন্তু-জানোয়ারের অ্যাব্‌সট্রাক্ট আর্ট, অন্য তিন দেয়ালে নানান দেবতা ও মিথিকাল জানোয়ারের ছবি। সবই বহু দূরের দৃশ্য, প্রাচীন আমলের। নৈঃশব্দ্য ভাঙল শুধু মৃদু মিঁউ শব্দ। এসেছে কিচেন থেকে।

'শ্‌-শ্‌, হুলিয়ান,' বলল মেরি। হঠাৎ কেমন মাতৃত্বের ছাপ পড়েছে কণ্ঠে। কোমল হয়ে উঠেছে স্বর। ঘরে ঢুকল পারস্যের নীলচে-ধূসর মোটাসোটা এক বিড়াল। দু'হাতে ওকে তুলে নিল মেরি। 'আমি নেই, তা-ই মনে কষ্ট?' বিড়ালটা জোর সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে চাইল। আজ সন্ধ্যায় ঠিক ওই একই দৃষ্টি ফেলেছে ওর মনিব। 'এই বাজে লোককে নিয়ে ভয় নেই রে। মেরি তোকে

ব্যথা পেতে দেবে না।' আস্তে করে বিড়ালটাকে মেঝের উপর নামিয়ে দিল মেরি। সতর্ক চোখে ওকে দেখছে রানা। ফ্রিজ খুলে টিনের কৌটা বের করল মেরি, টিউনা মাছের টুকরো রাখল বিড়ালের পাত্রে। ঘড়ঘড় শব্দে সন্তুষ্টি জানিয়ে দিল ওটা। রানার দিকে চাইল মেরি। 'আমি পোশাক পাল্টে আসি, ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই, তবে বোধ হয় ভাবছ না তোমাকে চোখের আড়াল করব?'

রানার চোখে যে হিম-দৃষ্টি ফেলল মেরি, তাতে জঙ্গলের দাবানল মুহূর্তে জমাট বরফ হতো। 'আমি পালাব কী করে? তুমি তো জানো এটা আমার ফ্ল্যাট।'

'আপাতত তুমি আমার বন্দি। ঘরে একা থাকবে তা দেব না। নিশ্চয়ই পোশাক পাল্টাও কোনও স্ক্রিনের আড়ালে?'

থমথমে মুখে আস্তে করে মাথা দোলাল মেরি। 'ওদিকে।'

বেডরুমে বাড়তি কোনও আসবাবপত্র নেই। দেয়াল, খাট, ওয়ারড্রোব, চেস্ট অভ ড্রয়ার্স দুধের মত সাদা। কিন্তু ল্যাকার ড্রেসিং স্ক্রিনটা কালো, ঘরের এক কোণে। ওটার পিছনে গিয়ে চারপাশ দেখল রানা। দেয়ালের ভাঁজে কোনও ছুরি নেই, কোনও চালাকি করবে না মেরি। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল।

'যদি একাই এ ফ্ল্যাটে থাকবে, তো স্ক্রিনের দরকার কী?' জানতে চাইল রানা। 'তোমার সঙ্গে আর কে থাকে?'

'ফ্ল্যাট পেয়েছি আমার মা'র কাছ থেকে। আমি একা নই। হুলিয়ানও রয়েছে।'

'এত কম বয়সে একাকী, সঙ্গে এক বিড়াল, ভাবলে কেমন যেন বিশ্রী লাগে।'

লাগুক। আমার জীবন এমন হোক, তা চাইনি।' চট্ করে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল মেরি, 'হুলিয়ানকে পেয়েছি এক ব্রিজ খেলায়। খুবই দামি জাতের ব্রিড। চাইলে বহু টাকায় বিক্রি করতে পারি। কিন্তু মন চায়নি।'

ডাবল বেডের কোণে বসল রানা, একটা সিগারেট জ্বালল। ওয়ারড্রোব থেকে গাঢ় লাল রঙের পোশাক বেছে নিল মেরি, চলে গেল স্ক্রিনের আড়ালে। প্রথমে উধাও হলো কালো পোলো নেক শার্ট। স্ক্রিনের কাঁধের উপর ঠাঁই পেল। এবার খুলছে সুতির ট্রাউজার্স। ছায়া দেখছে রানা, ট্রাউজার্স ঝুলিয়ে দিল শার্টের পাশে। সুউন্নত বুক ও পেলব ঊরুর ছায়া পরিষ্কার। সুগঠিত পা দুটো ভুলে যেতে চাইল রানা। কঠিন। কঠোর চোখে চাইল সিগারেটের দিকে। ভঙ্গিটা এমন, সব তোর দোষ, ব্যাটা! পেরিয়ে গেল দু' মিনিট, তারপর স্ক্রিনের পিছন থেকে বেরিয়ে এল মেরি। বাহু ও কব্জি এখন উন্মুক্ত, ব্রোঞ্জের মত জ্বলজ্বলে ত্বক। মেরির পাদুটো যেন ব্যালে নাচের ভঙ্গি নিয়ে পড়ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ তুলে নিল, গুছিয়ে নিল খাটো চুল।

হঠাৎ রানার মনে হলো, মেরি যেন অপূর্ব কোনও পতিত দেবী!

'আমাকে কেমন লাগছে?' একটু সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল মেরি।

'দারুণ!' ভ্রূ তুলে ঘাড় কাত করল রানা।

মায়াবী নীল চোখ বলছে, মেরি প্রায় সন্তুষ্ট।

দুই

পিকাডেলির স্কট্‌স্ বেছে নিল রানা। ওখানে পাওয়া যায় দারুণ ব্রিটিশ কুইযিন। তৈরি হয় সেরা সি ফুড। ওদের বারম্যান রানার পরিচিত। সে-লোক শতখানেক ড্রিঙ্ক তৈরিতে দক্ষ। রানার কাছ থেকে শিখে নিয়েছে আরও এক ডজন। লণ্ডনে এলে কাজের অবসরে সন্ধ্যায় এখানে এসে বসে রানা। মাঝে মাঝে আসে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা, জমে ওঠে আড্ডা।

হোয়াইট-হলের হর্স গার্ডদের হেডকোয়ার্টারে রেখেছে রানা গ্রাহাম মডেল এক শ' বিশ কাস্টম সুপারচার্জার স্পোর্টস্ কুপে। ওখানে রয়েছে ওর ঘনিষ্ঠ ক'জন বন্ধু অফিসার। তারাই সারারাতের জন্য দায়িত্ব নিল দুর্লভ গাড়িটির।

কম্পাউণ্ডের লোহার বেড়া পিছনে রেখে আঁধার পথে রওনা হলো রানা-মেরি। গ্লাভ্‌স্ কম্পার্টমেণ্টে রেখে এসেছে ওয়েবলি, রানা টের পেয়েছে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে মেয়েটা। একটা ট্যাক্সি ডেকে নিল রানা, বাকি আধ মাইল এল ওটায় চড়ে।

গমগম করছে রেস্তোরাঁ, বাতাসে ভাসছে দামি তামাকের সুবাস, সঙ্গে মিশেছে সাগরের নোনা হাওয়া। বারম্যান হাওয়ার্ডের

দিকে মৃদু নড করল রানা। জবাবে ষড়যন্ত্র-মূলক চোখ টিপে মাথা দোলাল সে, যেন বলতে চাইল, অদ্ভুত সুন্দর আপনার সঙ্গিনী!

রানা ও মেরির দিকে এগিয়ে এল রেস্তোরাঁর মেইত্রো দ্য, কার্নথ্রপ। হালকা-পাতলা লোক সে, একটু কুঁজো। বয়স ষাট। ঠোঁটের উপর পেন্সিল গোঁফ। নিজের কাজকে মনে করে পবিত্র কোনও দায়িত্ব। এইমাত্র চার ফরাসিকে হাঁকিয়ে দিয়েছে তাদের ঝগড়াটে বউ সহ। চেহারা এখনও কঠোর, কিন্তু রানাকে দেখেই ঠোঁটে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। খুদে দুই চোখে বন্ধুত্ব। চট্ করে চাইল রানার সঙ্গিনীর দিকে। চোখ আটকে গেল তার তন্বী দুই দীর্ঘ ঊরুর উপর। আরও চওড়া হলো হাসি।

অনেকদিন আগের ঘটনা: চার মারকুটে গুণ্ডা এখানে খেতে এসে শোরগোল শুরু করলে আপত্তি তোলে কার্নথ্রপ, ফলে তাকে পিটাতে শুরু করে তারা। ডিনার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রানা, পনেরো মিনিট পর তাদেরকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

'মিস্টার, রানা, বহুদিন পর! আর তেমন আসেন না ইংল্যাণ্ডে।'

'কাজ।'

'একটা টেবিল, স্যর? ওঁকে নিয়ে...

'প্লিয।'

প্রকাণ্ড ডাইনিং রুমে কোনও টেবিল খালি নেই। 'ভেরি গুড, স্যর।' চরকির মত ঘুরল কার্নথ্রপ, নির্দেশ ঝাড়ল দুই ওয়েটারের উপর। মুহূর্তে উধাও হলো তারা, মিনিট পেরুনোর আগেই ফিরল। দুই অতিথির জন্য এনেছে ছোট্ট গোল টেবিল ও দুটো চেয়ার। পরের আধ মিনিটে ওটা সাজানো শেষ হলো। 'স্যর,

আপনি চাইলে লবস্টার ট্যাঙ্কের পাশে নিয়ে রাখি টেবিল? আজ আমরা বড় ব্যস্ত, রাজপুত্র উইলিয়াম এসেছেন। কিন্তু আপনার জন্য এ রেস্তোরাঁর দরজা সব সময় খোলা।' দুই ওয়েটার টেবিল নিয়ে চলেছে, পিছু নিল রানা, মেরি ও কার্নথ্রপ। কাস্টোমাররা হিংসার দৃষ্টি নিয়ে চাইল রানার দিকে। এত সম্মান ও বিশেষ টেবিল পাওয়ায় নয়, ওর সঙ্গের অপরূপা ওই মেয়েটিকে দেখে। রাগে লাল হয়ে উঠল তাদের সঙ্গিনীদের গাল।

মেরি যখন স্ক্যালোপের সালাদ অর্ডার দিল, প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ওয়েটার। মৃদু হাসল রানা। 'তুমি অদ্ভুত মেয়ে, মেরি। খাবার বাছতে সময় নাওনি।' রেস্তোরাঁর একমাত্র ম্যানিয়ের হাওয়ার্ডের দিকে চাইল রানা, ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল—ভোদকা ও জিনের চমৎকার এক মিশ্রণ। আপত্তি তুলল মেরি, ও নিজের জন্য চাইল ব্র্যাণ্ডি ও জিঞ্জার এল।

মেরির চোখে চাইল রানা। সামান্য খুঁত ডান চোখে। মণির আইরিসের একটু উপরে ছোট্ট এক ফোঁটা জলের মত, যেন জ্বলজ্বলে হীরা। প্রথমবার চাইলে মনে হয় মেরি সম্পূর্ণ শান্ত, কিন্তু টের পেল রানা, মনে মনে ফুঁসছে ও। চোখদুটো বিষাদময়, এখনও মানতে পারেনি, ওর বাবা আর নেই। কে ওকে তথ্য দিয়েছে, জানতে হবে রানার। জানতে হবে, কেন এই বিপজ্জনক জীবন বেছে নিয়েছে মেয়েটা।

টেবিলে সার্ভ করা হলো ড্রিঙ্ক। সিগারেট অফার করল রানা। এবার আপত্তি করল না মেরি, নিল। টেবিলে ঝুঁকে সিগারেটে আগুন জ্বেলে দিল রানা। সহজ স্বরে জেরা শুরু করল, 'তোমার এ পবিত্র নাম কে রাখেন, মেরি?'

শ্রাগ করল মেরি। 'ধর্মে গোঁড়া ছিলেন আমার নানা। উনি চেয়েছিলেন যেন খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী হই।'

'কিন্তু?'

'আসলে কোনও ধর্মেই বিশ্বাস নেই আমার।'

'তুমি যেমন হতে চেয়েছ, তা-ই হয়েছ?'

'মাঝে মাঝে মনে হয় আমি জানিই না কী চেয়েছি। এক সময় খুব শান্ত মেয়ে ছিলাম। বিশ্বাস করো বা না করো। প্রচুর আদর পেয়েছি বাবা-মার কাছ থেকে। আমি শুধু জানতাম আমার বাবা সিভিল সার্ভিসে কাজ করেন উঁচু পদে। কিন্তু তিন বছর আগে মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ল। বেমালুম গায়েব হয়ে গেলেন বাবা। কী করব, কী করা উচিত, কিছুই বুঝলাম না। মাত্র একদিন আগে বাবা ছিলেন শ্রদ্ধা করবার মত একজন মানুষ। ছিল আমাদের সহজ-সরল-সুন্দর জীবন। কিন্তু হঠাৎ পরদিন আমরা যেন আছাড় খেয়ে পড়লাম ভয়ঙ্কর নরকে। হয়তো বুঝবে না কেমন লাগে স্বর্গ থেকে নরকে পড়লে। বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন! কেন, কে জানে!

'কেন, জানি না। নিজেকে বার বার জিজ্ঞেস করেছি, আমি কি কোনও পাপ করেছি? কেন ছিন্নভিন্ন হলো আমাদের সুন্দর, ছোট্ট সংসার? এর জবাব আমি জানি না, তুমি জানো?'

চুপ করে রইল রানা। কী বলবে, এমনই হয় মানুষের জীবন? ছারখার হয়ে যাওয়া ছোট্ট, সুখী সংসারের প্রত্যেকের জন্য দুঃখ হলো। হায়রে এসপিওনাজ!

'তিক্ত হয়ে গেল তোমার মন,' একটু পর প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল রানা। অনেক প্রশ্নের উত্তর ওর জানা আছে, যা হয়তো

কোনদিনই বলা যাবে না মেয়েটিকে। যা জানা ছিল না, সেই গভীর মর্মবেদনার কথা মেয়েটির মুখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল ও।

'মন তিক্ত হলো? না, যা হয়েছে তার জন্য আমি অসন্তুষ্ট নই। বাবা-মা থাকলে হয়তো আমি হতাম বড়লোকের মেয়েদের মত, পোশাকের আড়তের মালিক। হয়তো হতাম লম্পট কোনও বিরাট বড়লোকের সেক্রেটারি। কিন্তু আগলে রাখার মত বাবা না থাকায়, ইউনিভার্সিটির বেতন দেয়ার কেউ না থাকায়, আমার মা হতাশা সহ্য করতে না পেরে অতিরিক্ত জিন গিলতে শুরু করায় আমি স্বাবলম্বী হয়ে উঠলাম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ম্যাগডালেন কলেজ থেকে অনার্স ডিগ্রি নিয়েছি মধ্যযুগীয় ইতিহাসে। রেযাল্ট? ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ভাবা যায়? আমার যা পেশা, তাতে খুব কম মানুষই এত পড়াশোনা করেছে।'

লম্বা চুমুক দিল মেরি ব্র্যাণ্ডি ও জিঞ্জার-এ, সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে দিল অ্যাশট্রের ভিতর। কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করে, আরেকটা বেনসন জ্বেলে নিল। শান্ত স্বরে বলতে শুরু করল, 'প্রফেসররা বলতেন আমি ভাল ছাত্রী, উচিত মাস্টার্স কমপ্লিট করা। কিন্তু তা করলাম না। পয়সা কোথায়? বেরোলাম চাকরির খোঁজে। সরকারি চাকরির জন্য যেখানেই গেলাম, ফিরলাম শূন্য হাতে। একটা পরীক্ষাতেও পাশ করলাম না। বেসরকারি চাকরি করতে গিয়ে টের পেলাম, কারা যেন পিছু নিয়েছে। একের পর এক চাকরি থেকে আমাকে বের করে দেয়া হলো। আমি তখনও জানি না আমি কার মেয়ে! কেন সারাজীবন চেষ্টা করলেও মিলবে না কোনও সরকারি বা বেসরকারি চাকরি। একদিন মায়ের ডায়েরির পাতা উল্টাতে উল্টাতে পেয়ে গেলাম

আমার প্রশ্নের উত্তর। বাবা নাকি বিশ্বাসঘাতকা করেছে দেশের সঙ্গে। হার ম্যাজেস্টিজ সিক্রেট সার্ভিসে চাকরি নিয়ে গোপনে তথ্য পাচার করেছে অন্য দেশের কাছে! আমি নাকি বিশ্বাসঘাতক ডাবল-এজেন্টের মেয়ে! সেদিন আমার বাইশতম জন্মদিন! ভেবে পেলাম না কী করব এখন। কমবয়সী মেয়েরা স্বপ্ন দেখে, আমিও দেখতাম: আমার বাবা বাঙালী হলেও ব্রিটেনের একজন গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানিত, সৎ নাগরিক—কিন্তু সব কল্পনা চুরমার হয়ে গেল আমার। কোনও সম্মান নেই আমাদের, টাকাপয়সা নেই; জানি না আগামী মাস কী ভাবে চলবে।' হাসিমুখে রানার দিকে চাইল মেরি। দীর্ঘ আঁখি পল্লবগুলো দ্রুত কয়েকবার উঠল-নামল। দেখতে কেমন যেন নিষ্পাপ লাগছে ওকে। ঠিক তখনই টেবিলে হাজির হলো খাবার।

'দেখে খুব সুস্বাদু মনে হচ্ছে!' এক চামচ মুখে তুলল মেরি। 'হুম্, সত্যিই দারুণ! ...কোথায় যেন ছিলাম? ও, হ্যাঁ, এসবই তিন বছর আগের কথা। এরপর আর মাত্র এক বছর বাঁচলেন মা। সামান্য কিছু টাকা ছিল, কিন্তু তা দিয়ে বেশিদিন চলবে না। চাকরি নেই। মাত্র একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারতাম, প্রতি হপ্তায় চারদিন উলঙ্গ হতে পারতাম আর্ট কলেজের ছাত্রদের সামনে। সোহোর বেঁটে এক বদমাশ আমাকে চাকরি দিতে চাইল। তার ছোট্ট ক্লাবে প্রতিদিন স্টেজে দাঁড়াতে হবে উলঙ্গ হয়ে। ভাবতে শুরু করলাম, শেষে ওই কাজই বুঝি করতে হবে! বাংলাদেশি এক বৃদ্ধ যোগাযোগ করলেন। জানালেন বাবা প্রচুর টাকা রেখে গেছেন তাঁর কাছে। আমি চাইলে ওগুলো পেতে পারি। কিন্তু শুনেই মনটা খিঁচড়ে গেল: অসৎ পথে রোজগার করা

টাকা নেব? না, আমি চাই না সে টাকা, মানা করে দিলাম তাঁকে। সেদিন অক্সফোর্ড স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলেছি, ভাবছি কী করি। এমন ভঙ্গি নিয়েছি, যেন উইণ্ডো শপিং করছি। আসলে ওসব জিনিস আমিও চাই, কিন্তু কোথায় পাব টাকা? ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলেছি, ঠিক তখনই খেয়াল করলাম, উল্টোদিক থেকে আসছে আমার এক ক্লাস-মেট। আমাকে চিনতেই পারেনি। কলেজে থাকতে আমার চুল ছিল গোড়ালি ছোঁয়া, সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছি ততদিনে। ঠিক করলাম অনুসরণ করব ওকে। ক্যাথি থাম্পার গটমট করে হেঁটে চলেছে, ভাব দেখে মনে হলো ও নামকরা কোনও জিমখানার তাজা ঘোটকী।'

হেসে ফেলল মেরি। মৃদু হাসল রানাও। ওর মনে হলো নিজ জীবনের কাহিনি বলতে পেরে মেরি খুশি। হয়তো বুক থেকে নামিয়ে দিতে চাইছে মস্ত কোনও পাথর। লম্বা চুমুক দিল ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে। আবার বলতে শুরু করল, 'কেন পিছু নিয়েছি, আমি জানি না। পিকাডেলি পর্যন্ত অনুসরণ করলাম, এরপর উঠলাম টিউবে। ইয়ুস্টন-এ নেমে ট্রেইনে বার্কশায়ার। পিছু নিয়ে চলেছি, পৌঁছে গেলাম তার বাড়ির সামনে। প্রকাণ্ড গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করি, হঠাৎ মনে পড়ল এ বাড়িতে আগেও একবার এসেছি। প্রতিটি ঘরে রয়েছে দামি সব পেইণ্টিং।

'ক্যাথির ছিল অনেক গহনা। ওগুলো বিক্রি করলে আমার ক' মাসের খরচ উঠবে। গভীর রাতে দেয়াল টপকে ঢুকলাম বাগানে, ড্রেন পাইপ বেয়ে উঠলাম দোতলায়। ঢুকলাম বাথরুমের জানালা দিয়ে। আমার ব্যাগে যা আঁটল, নিলাম। বেরিয়ে এলাম ক্যাথির বাড়ি থেকে। একটু খোঁজ নিতেই জানলাম নটিং হিলে এক লোক

চোরাই মাল বেচা-কেনা করে। আমাকে জানিয়ে দিল, আমি যদি আরও কিছু আনি, বিক্রির ব্যবস্থা করবে। এর পর আর কখনও কোনও চাকরির খোঁজ নিইনি। এটা ছিল আমার স্বাভাবিক পরিণতি। শুরু হলো নিষ্পাপ এক মেয়ের অসাধারণ নোংরা এক ক্যারিয়ার। শুরু করলাম চুরি।'

প্রথম কোর্স শেষ হয়ে এল, চুপচাপ খেয়ে চলেছে ওরা। রানা ভাবছে, সেই বাঙালি বৃদ্ধ যদি টাকাগুলো দিতে পারতেন, একদম বদলে যেত মেরির জীবন। জ্বলজ্বল করছে মেয়েটির দু'চোখ, জ্বলছে যেন দুটো বাতি। কোনও পাপ করেছে, মানতে রাজি নয়। যা করছে, সেজন্য গর্বিত। অপরাধ জগতে ঠাঁই নিয়েছে। ওর কি অধিকার নেই নিজের পথ খুঁজে নেবার? নাইবা হলো সঠিক পথ! ওদের সামনে থেকে খালি বাসন সরিয়ে নিল ওয়েটার। পরবর্তী প্রশ্ন ঘুরছে রানার মনে।

'আমার কথা কে বলেছে তোমাকে?'

'স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রেখেছি। তাদের একজন পপি, পপি বার্টন।' আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। ওই মেয়ে মার্ভিন লংফেলোর সেক্রেটারি! রানার চোখে চেয়ে রইল মেরি। প্রথমবারের মত হেসে ফেলল। মিষ্টি করে হাসছে। 'তুমি নিশ্চয়ই পপির নামে অভিযোগ করবে না? বহুদিন বুঝিনি ও কীসের চাকরি করে। ওর ধারণা আমি সথ্‌বি-তে কাজ করি। জানতাম ফালতু এক ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানিতে কাজ করে পপি। কিন্তু ছ'দিন আগে হঠাৎ চোখ খুলে গেল আমার। প্রথমবারের মত বুঝলাম, ও আছে সিক্রেট সার্ভিসে। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেনি, ফোন করেছে। জানাল আমার বাবা

মারা গেছেন, ভারতে। এসব কীভাবে জানল, তা আর বলল না। নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিল। ততক্ষণে বুঝেছে অতিরিক্ত বলে ফেলেছে। আমিও জেনে গেছি, ও কোন্ অফিসের সেক্রেটারি। আগেই বলেছে, তখন আমার বাবার সঙ্গে ছিল এক দুর্ধর্ষ বাঙালি।

'ওর পেট থেকে আর বেশি কিছু বেরুল না। কিন্তু জানতেই হবে আমার। কাজেই ভারতের সেই হোটেলে ফোন করলাম। তাদের কাছ থেকে জানলাম, মিস্টার সিদ্দিকিকে নিয়ে আসে মাসুদ রানা নামে এক বাংলাদেশি যুবক। সিদ্দিকি সাহেব খুন হওয়ার পর উধাও হয়ে যায় লোকটা। নাম পেলাম আমি, কিন্তু জানলাম না তুমি কে। এবার দেখা করলাম পপির সঙ্গে। অদ্ভুত এক মেয়ে ও। কয়েক পেগ মদ পেটে পড়লে কিছুই গোপন রাখতে পারে না।

'একটু উস্কে দিলাম ওকে, বলতে লাগল ওর নতুন বয়ফ্রেণ্ডের কাহিনি। সঙ্গে চলছে শ্যাম্পেন। আধ ঘণ্টা পর জিজ্ঞেস করলাম মাসুদ রানা নামের কাউকে চেনে কি না। জিজ্ঞেস করল, সেই অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে কি না।' মরাল গ্রীবা পিছনে হেলিয়ে হেসে উঠল মেরি। ঢক্ করে কণ্ঠে ঢেলে দিল ব্র্যাণ্ডি। খালি হয়ে গেল গ্লাস। পাশ দিয়ে চলেছে এক ওয়েটার, তাকে চোখের ইশারা করল রানা। দু'মিনিট পর হাজির হলো আরেক রাউণ্ড ড্রিঙ্ক। নতুন করে গলা ভিজিয়ে নিল মেরি। 'তোমার ব্যাপারে পাগল মনে হলো ওকে। আমরা কেউই নিশ্চয় চাই না চলে যাক ওর চাকরি? আমাকে বলেছে বিএসএস-এর সবাই সম্মান করে তোমাকে। এমনকী পপি এ-ও জানে কিংস

রোডের কোথাও রয়েছে তোমার অ্যাপার্টমেন্ট। চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে, আরেকটু হলে আমি বলে উঠতাম, অত সুন্দর হয় না কোনও পুরুষ। তুমি নাকি এক অদ্ভুত স্বপ্ন-পুরুষ। এরপর তোমার অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজতে বেশি সময় লাগেনি আমার। কিংস রোডে একদিন ঘুরেই জেনেছি, মিস্টার রানা সব সময় থাকেন না ওখানে, মাঝে মধ্যে আসেন। কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন, জেনে নিলাম। তারপর তো জানোই।'

'আমার কাছে একটা জবাব চেয়েছ তুমি।'

'হ্যাঁ।'

'ওটা তোমার প্রাপ্য।'

বিস্তারিত বর্ণনা দিল না রানা, চুপচাপ শুনছে মেরি, যেন পাথর হয়ে গেছে। সংক্ষেপে খুলে বলল রানা কী ঘটেছিল সেদিন। সব বলা শেষ হলেও অনেকক্ষণ নীরবতা ভাঙল না ওরা। হঠাৎ বার-এর এক লোকের উপর চোখ পড়ল রানার। লম্বা লোক, সরু ঠোঁটদুটো নেই বললেই চলে। উজ্জ্বল চোখ, যেন জীবনে ড্রিঙ্ক করেনি, নিয়মিত ঘুমিয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন তার হাতে হুইস্কির গ্লাস, একটু করে সিপ করছে। রানার পরিচিত এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ করছে। এ লোক প্রায়ই আসে এই রেস্তোরাঁয়। গত কিছু দিন রোদে পুড়ে বাদামি হয়েছে। ওজনও কমেছে। কিন্তু রোগাটে বলা যায় না। চেহারা থেকে ফুটে বেরিয়ে আসছে ক্ষমতা ও দাপট। যেন জীবনে যা চেয়েছে, সবই মিলেছে। সুট থেকে শুরু করে সবই তার দামি।

হার্ভি গেইজারকে চিনেছে রানা। এ লোক লণ্ডনের সমস্ত নামকরা তাসের ক্লাবে যাতায়াত করে। ব্লেড্‌স্ ক্লাবে এর সাথে

কয়েকবার ব্রিজ ও বাকারাত খেলেছে ও। দু'বার জানতে চেয়েছে কী করে সে, কিন্তু লোকটা শুধু বলেছে, 'ফার্মাসিউটিক্যালের সঙ্গে আছি।' তারপর মুখ বুজেছে। সন্দেহজনক মনে হয়েছে রানার। বুঝেছে, এ লোককে বিশ্বাস করা অনুচিত। হঠাৎ এই টেবিলের দিকে চাইল হার্ভি গেইজার। রানাকে দেখেছে। অলস পায়ে টেবিলের সামনে এসে থামল।

'মিস্টার রানা, না?'

'হ্যাঁ। ক'মাস আগে দেখা হয় ব্লেড্স-এ।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আবার দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। তবে আপনার সঙ্গে কে? আপনি জানেন ইনি কে বা কী?' চাপা স্বরে বলল সে। রানার মনে হলো চাবুক খেয়েছে মেরি। চোখে ফুটে উঠেছে বিতৃষ্ণা। 'মিস্টার রানা, আপনার বান্ধবীর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে আমার। কী ডার্লিং, মিথ্যা বললাম?'

'পরিচিত হলে নিশ্চয়ই মনে পড়ত আমার,' নিচু স্বরে বলল মেরি। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল কথাগুলো। রানার মনে পড়ল, ওর ফ্ল্যাটে এভাবে কথা বলেছিল মেরি। খেপে উঠছে ও।

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, ডার্লিং?' পাত্তা দিল না গেইজার। 'লজ্জা কী, মিস সিদ্দিকি?' রানার দিকে ফিরল, 'মিস্টার রানা, ওর প্রবল আকর্ষণ মধুর চেয়েও মিষ্টি, তবে... বিপজ্জনক!'

'বিপজ্জনক?'

'তা তো বটেই। ভীষণ বিপজ্জনক। ঠিক বলিনি, ছোট্ট বাবুই পাখি?' তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে, কর্কশ স্বরে হেসে উঠল হার্ভি গেইজার। 'মিস্টার রানা, আর বিরক্ত করব না। মৌজ করুন। তবে আশা করি আবার শীঘ্রি কোনদিন বাকারাত খেলব।'

'নিশ্চয়ই।' বিরক্তি চেপে রাখল রানা।

লোকটার চোখে কী যেন ঝিলমিল করছে। শয়তানি? বোধহয়। মনে গেঁথে নিল রানা, এ লোকের সঙ্গে খেললে সতর্ক থাকতে হবে। দূরে পরিচিত এক লোককে দেখেছে গেইজার, সেদিকে রওনা হলো। ব্যাটা নষ্ট করে দিয়েছে সহজ, স্বাভাবিক পরিবেশটা। রানা বলল, 'এসো ডিনার শেষ করি, ক্যাভিয়ার নেবে তুমি?' মনে হলো রানার কথা শোনেইনি মেরি। কী যেন ভাবছে, ক্যাভিয়ারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু। দশ সেকেণ্ড নীরবে কাটল, তারপর রানার হাতের পাশে বামহাত রাখল মেরি। ধরে রেখেছে একটা ওয়ালেট ও ম্যাচ-বক্স। ওগুলো হার্ভি গেইজারের।

'খুবই পাকা কাজ,' এক সেকেণ্ড পর বলল রানা।

'ও তো তোমাকে বলেইছে, আমি বিপজ্জনক। জানতে চাও প্রচুর ড্রিঙ্ক করা ও বাকারাত খেলার বাইরে আর কী করে সে?'

তিন

ডেযার্ট এল রুপালি ডিশে। ততক্ষণে ব্র্যাণ্ডির নেশা জমে উঠেছে মেরির। বলল, 'বাব্বাহ্! রাজকীয় ট্রিটমেণ্ট!' নিজের জন্য চেয়েছে

ঘন নাসপতি শরবত। রানার খিদে মেটেনি, বাড়তি নিয়েছে গভীর পট ভরা ক্যাভিয়ার ও পুরু টোস্ট। এরইমধ্যে দেখা করে গেছে কার্নথ্রপ, তার পরামর্শে নেয়া হয়েছে সুইটরোজের বোতল। চামচ ভরে থকথকে কালো ক্যাভিয়ার তুলছে রানা, মেখে নিচ্ছে সোনালী পাউরুটির স্লাইসগুলোর উপর। ধীর হাতে ঘন শরবত চামচে তুলছে মেরি, জিভের উপর রেখে নেড়েচেড়ে স্বাদ নিচ্ছে। জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এ স্বাদ পেলে মনে হয়, এরপর মরতে পারি!'

টোস্ট রেখে ওয়ালেটটা নিজের পকেটে চালান দিল রানা, আনমনে বামহাতে নাড়ল সাদা ম্যাচ-বক্স। গেইজারের পকেট থেকে বেরিয়েছে। ওটার উপর জ্বলজ্বল করছে সোনালী এমবস করা ক'টা শব্দ:

ক্যাসিনো ব্ল্যাগান

ওয়েস্টার্ন সাহারা

ঠিক তখনই ওয়াইনের গ্লাস হাতে তুলে নিতে গেল মেরি, কিন্তু পিছলে গেল ওটা। সুইটরোজ ভরা গ্লাস ঠাস্ করে পড়ল টেবিল-ক্লথের উপর। টুকটুকে লাল হয়ে উঠল ম্যাচের সোনালী এমবস।

'ওহ্, সরি, রানা!'

চট্ করে ম্যাচ-বক্স তুলে নিল রানা, উপর থেকে ওয়াইন ঝেড়ে নিয়ে মুছল শুকনো ন্যাপকিন দিয়ে।

'বোধ হয় শুনেছ ওটার নাম, রানা?'

'ক্যাসিনো ব্ল্যাগান? হ্যাঁ, শুনেছি। অদ্ভুত কিছু কাহিনি কানে এসেছে। তবে সত্যিই ওটা আছে কি না, জানি না।'

'আছে, রানা,' চাপা হাসল মেরি। এক ওয়েটার কাজে নেমে পড়েছে, ন্যাপকিন দিয়ে মুছল টেবিল-ক্লথ। নতুন করে গ্লাস ভরে ওয়াইন রেখে চলে গেল। 'আমি ওখানে গেছি,' বলল মেরি। একটু জড়িয়ে গেল কথাগুলো। উইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, ভোদকা ও সুইট্‌রোজ মিলে টিপসি করে তুলেছে ওকে।

মোটেই গুরুত্ব দেয়নি, এমন ভঙ্গি নিল রানা। আজকাল প্রতিটি তাসের টেবিলেই আলাপ চলছে এই ক্যাসিনো ব্ল্যাগানের বিষয়ে। কেউ কেউ কথার তোড়ে উড়িয়ে দিতে চাইছে, ওটার কোনও অস্তিত্ব নেই। অনেকে বলছে একজনকে চেনে সে, সে-লোক গেছে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে। তাকে ধরলে সে বলছে, একজন বলেছে সে চেনে এক লোককে, সে গেছে। এ-ই চলছে বেশ কিছু দিন ধরে। খোঁজ-খবর করছে প্রতিটি সিক্রেট সার্ভিস। বাতাসে ভাসছে কিছু আপত্তিকর খবর। ক্যাসিনো ব্ল্যাগান থেকে আসছে এক ধরনের ভয়ঙ্কর ড্রাগ। উন্মাদ করে তুলছে তরুণ সমাজকে। ওটা কী ধরনের নেশা, এখনও নিশ্চিত নন বিশেষজ্ঞরা। আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে নেশাখোর, অথচ বাইরে থেকে দেখলে বোঝার সাধ্য নেই কারও। এরা বিনা দ্বিধায় খুন করছে মানুষ। পশ্চিমা-বিশ্বের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সংস্থাগুলো ওই ড্রাগকে বলছে, একবিংশ শতকের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। তৃতীয় বিশ্বে ওই ড্রাগের সংক্রমণ অনেক বেশি। মাত্র এক শ' টাকায় মিলছে মরণ-নেশা। শুধু ছ'মাসে বাংলাদেশে দেড় হাজার অ্যাডিক্ট খুন করেছে সতেরো হাজার মানুষকে। ড্রাগ না পেলে তিন থেকে সাত দিন টিকছে অ্যাডিক্ট, তারপর ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে।

বিভিন্ন দেশের সিক্রেট সার্ভিস এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে

চাইছে। তার মানে, কম বেশি সব দেশই ভুক্তভোগী। এখন পর্যন্ত শুধু উড়ো খবরে জানা গেছে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ধু-ধু সাহারা মরুভূমির ভিতর গজিয়ে উঠেছে ক্যাসিনো ব্ল্যাগান। সেখানে কোনও দেশের শাসন নেই। তৈরি করা হয়েছে বিশাল ক্যাসিনো, সেই সঙ্গে হোটেল। নিজ আইনে চলে সেটা। কেউ চাইলেই যেতে পারে না, পেতে হয় আমন্ত্রণ-পত্র। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, বিশ্বের সেরা ক্রিমিনাল, মস্ত ব্যবসায়ী, সব দেশের মাফিয়া ও ইউনিয়ন কর্স-এর সর্বোচ্চ নেতারা নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে ওখানে। ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে রয়েছে নিষিদ্ধ সবকিছু উপভোগের উপকরণ। পাশাপাশি চলছে সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগ কেনার মচ্ছব। রানার কানে এসেছে, এমন কী উইনসরের ডিউকও গেছেন ওখানে। তবে কোনও প্রমাণ মেলেনি। এখনও জানা যায়নি কোথায় অবস্থান ক্যাসিনো ব্ল্যাগানের, কে তার মালিক। কারা চালায় ওই এস্টেট। একটু আগে ম্যাচ-বক্স হাতে না এলে রানা জানত না সত্যিই রয়েছে ওই ক্যাসিনোর অস্তিত্ব।

'তুমি জুয়াড়ি, মেরি?'

'যা ভাবছ, ঠিক তা নয়। মাঝে মধ্যে একটু ব্রিজ খেলি। কিন্তু কখনও রুলেত টেবিলের চক্করে পড়ি না। আসলে মাঝে মাঝে কাজ পাই ওই ক্যাসিনোর মালিকের কাছ থেকে।'

'কী ধরনের কাজ?'

'চুরি, রানা। ওই কাজ যোগাড় করে দেয় গেইজার। ক্যাসিনোর মালিক ভাল ক্লায়েন্ট।'

'ক্লায়েন্ট?' বিরক্তি চেপে রাখল রানা। চুরিকে দোষের কোনও কাজ ভাবছে না মেরি।

'কেউ কিছু কিনতে চাইলে আমি চুরি করে আনি, রানা। আমার সমাজে যে গোপন চক্র, তাতে আমি বেশ পরিচিত। কেমন লাগছে তোমার ক্যাভিয়ার?'

'ভাল। তবে টোস্ট শেষ। তো ওই গেইজার তোমাকে কিছু চুরি করে আনতে বলল? জিনিসটা কী?'

'পেইন্টিং, স্কালপ্চার... দিয়েছি বহু কিছু। উঁক-হুঁক! কান খুলে শোনো কিল-মাস্টার, মিস্টার রানা...' জড়িয়ে কথা বলতে শুরু করেছে মেরি, সঙ্গে হিক্কা। 'আমার কাজে আমি সেরা। তোমাকে আগে বলেছি? আমি জিমন্যাস্ট ছিলাম। কথা ছিল ইংল্যাণ্ডের হয়ে অলিম্পিক গেমসে অংশ নেব। হয়নি সেটা। কিন্তু এ দ্বীপে একটা ড্রেন পাইপও নেই, যেটা বেয়ে উঠতে পারি না। আরেকটা কথা, দেখবার চোখ আছে আমার। কোনটা দামি, সেটা আমি চিনি। ম্যান্টল ভরা অর্নামেন্ট দাও, প্রতিবার আমি বেছে নেব দামিগুলোই। আমার রুচি আছে, বুঝলে? ক্যাসিনোর মালিক গেইজারকে বলল দক্ষ চোর খুঁজে দিতে, আমাকে বাছাই করল সে। ক্যাসিনোর মালিক মনে করে তারও রুচি আছে, কিন্তু আসলে কচু! ব্যাটা ক্যাসিনো ভরে ফেলল ফালতু জিনিস দিয়ে। আবার ভাবে, জিনিসগুলো দেখলে মনে শান্তি আসে।'

'তো শান্তি মেলে তার?'

'মনেঁ হয়। আমি তো আর ছোট নেই, তাই যেতেই পারি ওখানে। দারুণ সব লোক যায় ওখানে। ফালতু কিছু মেয়েলোক নেই, তা নয় অবশ্য। কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেছে। ওখানে যা ডেলিভারি দিই, তার দ্বিগুণ চুরি করি। মুক্তার হার... মেসনেল পারফিউম... এই সব। ওদের টাকা আছে। ওখানেই তো পেলাম

বিড়ালটা।'

'এবার বুঝলাম কেন গেইজার সম্মান করে না তোমাকে।'

'ও-নিয়ে ভাবে না সে। আসলে যেটা চাইছে সেটা আনতে পারছি না, সেটাই তার মাথার ব্যথা।'

'জিনিসটা কী?'

হার্পের মত সুরেলা হাসি হেসে উঠল মেরি। একটু বেশি জোরে হেসেছে। রেস্তোরাঁর বেশিরভাগ লোক ঘুরে চাইল ওর দিকে। বিরক্তি চাপতে চাইল রানা, চিবুতে লাগল ক্যাভিয়ার।

'পুলিশ টাইপের লোককে বলে মরি আর কী!'

'ও। আসলে তুমি পাত্তা দাও না গেইজারকে। পয়সা কেমন দেয়?'

'ভাল। খুবই ভাল। বারবার বলে, "ধন্যবাদ, বাবুই পাখি।" কিন্তু আসলে মানুষের বর্জ্যের মত পচা লোক সে। পুরুষত্ব নেই।'

'তোমার সঙ্গে কী...' আর কিছুই বলল না রানা।

'না-না,' তাড়াহুড়ো করে বলল মেরি। 'মেয়েমানুষ চায় না। তবে তোমাকে নিজের করে কাছে পেলে... বুঝতে পারছ তো? যাক, এসব বাদ দিই, আসল কথা হচ্ছে, ওকে আমি পছন্দ করি না—ব্যাটা ড্রাগের ডিলার। সত্য বটে, যেসব অ্যাডিক্ট নাক খুঁচিয়ে ময়লা বের করে, তাদের চেয়ে অনেক উপরের পর্যায়ের লোক সে। কিন্তু তারপরও, ওই শালা ড্রাগের ডিলার। বানচোত লণ্ডনে যোগান দেয় পাউডার। ওই গুঁড়োর নাম দিয়েছে ওরা টাইফুন পাউডার। ওটা হেরোইন আর এলএসডির বাপ। একবার নেশা ধরে গেলে ছাড়তে পারে না কেউ। হাজার হাজার মানুষ বুঁদ হয়ে থাকে সর্বক্ষণ।'

'আর গেইজার তা-ই যোগান দেয়?'

'সাহারার ওই ক্যাসিনো থেকে কিনে আনে। ওর বস্ তৈরি করে ওই পাউডার।'

'ওর বস্?'

'ম্‌ম্‌হাম্,' গলে গেছে শরবতের বরফ, তার ভিতর আঙুল দিয়ে নাড়ছে মেরি।

'ওর বসের নাম কী?'

'স্যরি। ক্লায়েন্টের নাম বলব না, বোঝো নিশ্চয়ই?'

'তা হলে তুমি চেনো কোথায় ক্যাসিনো ব্ল্যাগান?'

'ঠিক তা নয়। এক লোকের মাধ্যমে যাই ওখানে। মরোক্কোর ম্যারাক্যাশ-এ তার সঙ্গে দেখা করতে হয়। ওখান থেকে একটা হেলিকপ্টারে উঠতে হয়। চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। কেন, রানা? যেতে চাও?' খিলখিল করে হেসে উঠল মেরি। আণ্ডারওয়ার্ল্ড-এ থেকে অস্বাভাবিক হয়ে গেছে মেয়েটা। ভালকে বর্জন করে গ্রহণ করেছে খারাপকে। ত্যাড়া একটা ভাব আছে ওর ভিতর।

আবছা পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে রানার মনে। প্রায় না ভেবেই বলে উঠল, 'আমাকে নিয়ে যাবে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে?' মন বলছে, ও একটা পতঙ্গ, পাগল হয়ে উঠেছে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

'হয়তো তা পারা যাবে। কিন্তু তোমাকে নেব কেন? নেব না।'

'আমি হয়তো তোমার সমস্যা দূর করতে পারব।'

'জিনিসটা চুরি করতে সাহায্য করবে... তুমি?'

'হয়তো। বলো জিনিসটা কী।'

'শুধু এটুকু বলতে পারি, ওটা আছে নরম্যাণ্ডিতে। এক নামকরা লোকের বাড়িতে। সর্বক্ষণ পাহারা দেয় পুলিশ। শহরের

নাম ভার্নান। ফরাসি সরকারে তোমার হাত থাকলেই একমাত্র কাজটা সম্ভব। ওরা যদি একরাতের জন্য পুলিশ সরিয়ে নেয়, আমি কথা দেব তোমাকে নিয়ে যাব ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে।'

'আমি নিজে তোমাকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাব ফ্রান্সে।'

'আমি টানেল পছন্দ করি না।'

'ফেরিতে যাব। এখনও কয়েকটা চলে।'

কিছুক্ষণ আগে থেকে সন্দেহ ঢুকেছে রানার মনে, নকল মাতলামি করছে মেরি, আসলে মাথা পুরো ঠাণ্ডা। মোটেও জড়িয়ে যাচ্ছে না কথা। অভদ্রের মত হাসছে না আর। সম্ভবত সুপরিকল্পিত ভাবে ওকে গাঁথছে মেরি। আন্দাজ করে নিয়েছে সাহায্য করতে পারবে রানা। কাজেই বদলে লোভের টোপ ফেলেছে—তুমি আমার কাজ করে দাও, তোমাকে চিনিয়ে দেব ক্যাসিনো ব্ল্যাগান। এমনই ভঙ্গি নিয়েছে, খেয়াল না করলে মনে হবে স্বয়ং রানাই চেয়েছে সাহায্য। মনে মনে হাসল রানা, বুদ্ধি আছে ছুঁড়ির। আরও একটা বিষয় খেয়াল করবার মত, প্রচুর অ্যালকোহল গিলেও স্বাভাবিক থাকে মেয়েটা।

'একটা সিগারেট দাও।'

পুরো প্যাকেট বাড়িয়ে দিল রানা। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে নিল মেরি। লাইটার দিয়ে ওটা ধরিয়ে দিল রানা। মেয়েটির কপাল পেরিয়ে চোখের সামনে পড়েছে কিছু চুল। গভীর ভাবে কী যেন ভাবছে, গলগল করে ছাড়ল ধোঁয়া। চেয়ারের পিঠে আয়েস করে হেলান দিল। ব্যালে ড্যান্সারদের মত দীর্ঘ গ্রীবা, দুধের মত ধবধবে ফর্সা ত্বক। জোরে আবারও টেনে নিল ধোঁয়া, ভুস্ করে ছাড়তে শুরু করে বলল, 'ঠিক আছে, মাসুদ রানা। দেখা যাক

তোমার জন্য কী করতে পারি। ধরে নাও, চুক্তি হয়ে গেল।'

শালী!

গেইজারের ওয়ালেট থেকে পাঁচ শ' পাউণ্ড সরিয়েছে রানা, রেখে দিয়েছে নিজের মানিব্যাগে। এবার বের করে বলল, 'এসো নোংরা টাকাগুলো ভাল কাজে খরচ করি। আরেক পেগ ভোদকা?'

'না-না, আর পারব না, রানা। বেশি খেয়ে ঠেসে গেছে পেট।'

বিল চাইল রানা, ওটা আসতেই মিটিয়ে দিল, কার্নথ্রপকে মোটা টিপ্‌স্ দিয়ে উঠে পড়ল মেরিকে নিয়ে। বেরোবার আগে ক্যাশ কাউন্টারে ওয়ালেটটা জমা দিয়ে বলল, 'মনে হয় এটা মিস্টার গেইজারের। পড়ে গিয়েছিল পকেট থেকে।'

লণ্ডনের সন্ধ্যা এখন রাতে পরিণত হয়েছে, স্কটস থেকে বেরিয়ে হোয়াইট-হলের হর্স গার্ডদের হেডকোয়ার্টার লক্ষ্য করে চলেছে রানা ও মেরি। শান্ত-সমাহিত মনে হলো মেরিকে, তবে মাঝে মাঝে ঠোঁটে ফুটে উঠছে স্মিত হাসি। কী যেন ভাবছে। হর্স গার্ডদের ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। আধ ঘণ্টা পর মেরির ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে থামল রানা।

'সদর দরজা তক পৌঁছে দিই?'

'মোটেও না। চুমুটুমুও দিতে হবে না গালে। তবে চমৎকার সন্ধ্যার জন্য ধন্যবাদ। কী করে আমার সমস্যা দূর করবে, শীঘ্রি জানিয়ে দেবে।' ব্যাগ থেকে লিপস্টিক ও কাগজ বের করল মেরি, লিখে দিল ওর ফোন নাম্বার। 'এই ফোন নাম্বার পেয়েছ বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও। তবে এমনি এমনি যোগাযোগ কোরো না। তুমি কথা রাখলে দেখা হবে আবার।'

দীর্ঘ পা ফেলে ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে চলেছে মেরি। দরজা খুলে

ঢুকে পড়ল, পা রাখল সিঁড়ির ধাপে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা, ঠিক করে ফেলেছে এবার কোথায় যাবে।

রাত বারোটা বিশে আবারও পেরুল রানা হাইড পার্ক, এগিয়ে চলল শ্যারিং ক্রস রোড ধরে। ওটা পেরিয়ে পড়ল কেনসিংস্টন, এরপর স্লোন স্কয়্যারে। এখানে এক সড়কে প্রখ্যাত কিন্তু সাইনবোর্ডহীন ব্লেড্স্: লণ্ডনের সেরা কার্ড ক্লাব।

ব্রুক্স্-এর সামনে গাড়ি রাখল রানা, মোড় ঘুরে হেঁটে চলেছে পার্ক স্ট্রিট ধরে। দু'মিনিট পর সুইং ডোর ঠেলে ঢুকল ক্লাবে। অভ্যর্থনা দিতে এগিয়ে এল ব্লেড্স্-এর পোর্টার ও কনফিড্যান্ট, হিউবার্ট ব্র্যাণ্ডন।

'গুড মর্নিং, স্যর,' ভদ্রতার হাসি হাসছে। জানে, এখানে মাঝে মাঝে গেস্ট হিসাবে আসেন মিস্টার রানা। মিস্টার লংফেলো ও মেজর জেনারেল রাহাত খান এ যুবককে পছন্দ করেন।

'গুড ইভনিং, ব্র্যাণ্ডন। মেজর জেনারেল এসেছেন?'

'উনি কি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন?'

'ঠিক তা নয়। তবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। খুবই জরুরি। ব্যবসায়িক।'

'তা-ই, স্যর। বেশ, তা হলে লাউঞ্জে বসুন, পেজ বয়কে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ...হপ!' চোদ্দো বছর বয়সী এক ছেলে দৌড়ে এল, কড়া ব্রেক কষে অ্যাটেনশন হলো। 'মেজর জেনারেলকে বলবে মেজর রানা এসেছেন। জলদি, দৌড় দাও।'

মার্বেল মেঝের উপর ছুট দিল ইউনিফর্মড্ কিশোর, দেখতে দেখতে পেরুল প্রকাণ্ড ঘর, উধাও হলো চওড়া সিঁড়ি বেয়ে। দাঁড়িয়ে রইল রানা। ব্লেডস-এর সদস্য নয়, এমন যে-কাউকে

অপেক্ষা করতে হয়, কোনও সদস্য আমন্ত্রণ জানালে তবেই ওঠা যায় দোতলায়।

'কোনও ড্রিঙ্ক, স্যর?' বলল ব্র্যাগুন। সে যেন ভারী পাথর, নড়ছে না।

'না, ধন্যবাদ।' রানা ভাবছে, ব্যাটা কি আমাকে পাহারা দিচ্ছে? ভাবছে, বেহায়ার মত হাজির হব গিয়ে উপর তলায়?

পাঁচ মিনিট পেরুল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উড়ে নামল ছেলেটা, হাঁপাতে হাঁপাতে ব্র্যাগুনের কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

'আপনাকে গেস্ট হিসাবে আমন্ত্রণ করেছেন উনি,' বলল ব্র্যাগুন।

পেজ বয়ের পিছু নিয়ে দোতলায় উঠল রানা, সামনে পড়ল আকাশ-উঁচু প্রকাণ্ড দরজা। ওটা পেরিয়ে বিশাল হল রুম। মেজর জেনারেলকে দূরে দেখতে পেল রানা। মিস্টার লংফেলো ও অন্য দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে বসেছেন উনি। ব্রিজ চলছে। ঘরে ভাসছে দামি চুরুট ও সিগারেটের ঘন ধোঁয়া। কালচে-ধূসর সুট পরেছেন বুড়ো, সঙ্গে নীল বাউ-টাই। ব্যাটার পাশে ওটা কী? শকুনের দৃষ্টি ফেলল রানা টেবিলের উপর। হুম্, ব্র্যাণ্ডি মনে হয়! সঙ্গে জিঞ্জার এল। চেহারা বলছে বহুক্ষণ ধরে তাস খেলছেন। হাতের ইশারায় পেজ বয়কে বিদায় করে দিল রানা, দুর্মূল্য পুরু কার্পেট মাড়িয়ে চলল টেবিলের দিকে। ওই টেবিলের সবাইকে চিনতে পেরেছে। মেজর জেনারেলের বামে বসেছেন লর্ড ক্যাভার্নডান, ব্লেডস-এর চেয়ারম্যান। রানাকে দেখে মৃদু নড করলেন ভদ্রলোক, ঠোঁটে পরিচিতের হাসি। উনি কোনও প্রশ্ন করবেন না, শুনেছেন এ যুবক

তার দেশের রাষ্ট্রীয় কোনও কাজে নিয়োজিত। কিছু জানতে চাইবেন না মেজর জেনারেলও। অন্য ভদ্রলোকের নাম পিটার ব্যাসিলডন, চমৎকার তাস খেলেন। আগে দাবায় চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ইংল্যাণ্ডে। রানাকে দেখে একটু গম্ভীর হলেন মার্ভিন লংফেলো। টেবিলের সবার উদ্দেশে সামান্য মাথা দোলাল রানা। ওর দিকে চেয়ে বললেন রাহাত খান, 'বোসো, এ দান শেষে শুনছি।'

নিঃশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিল রানা, বসে পড়ল। কালো-সাদা ইউনিফর্ম পরা এক তরুণী ওয়েট্রেস এগিয়ে এল অর্ডার নিতে। কোক চাইল রানা। মেয়েটি পিছনে প্রচণ্ড দুলুনি নিয়ে চলে গেল। হাভানা চুরুটের সুবাসে শুকিয়ে গেছে রানার জিভ। খুব ভাল হতো সিগারেট ধরাতে পারলে। মনোযোগ দিতে চাইল শেষ হয়ে আসা খেলার উপর। টের পেল পিঠ বেয়ে সরসর করে নামছে ঘাম। একটু অস্থির লাগছে। ওকে অনুমতি দেবে তো বুড়ো? কোক আসতে চুমুক দিল কালো তরলে, চেয়ে রইল বসের দিকে।

খানিক উদাস হয়ে টেবিলের উপর তাসগুলো নামিয়ে দিলেন রাহাত খান। জিতেছেন। খাটো চুরুট ফেলে আরেকটা ধরিয়ে নিলেন, 'ফরগিভ মি, জেন্টলমেন। আজ এটাই ছিল আমার শেষ রাবার।'

প্রায় বিড়বিড় করে গুড নাইট জানালেন অন্য তিন ভদ্রলোক। উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান। আগেই উঠেছে রানা, ওকে হাতের ইশারা করে দূরের এক কোণে চলে এলেন চিফ। তিনদিকে জানালা, আরেক দিকে চামড়া মোড়া আর্মচেয়ার। ওখানে বসলেন

উনি, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চুরুট টানলেন।

তাঁর মর্জি বুঝতে চাইছে রানা। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

পাক্কা এক মিনিট পর মেজর জেনারেল বললেন, 'যা বলবে বলে ফেলো, রানা।'

'জী, স্যর।' আজ সন্ধ্যা থেকে শুরু করল রানা, সংক্ষেপে বলে চলেছে কী ঘটেছে। শেষে এসে বসের হাতে তুলে দিল লাল রং ভরা ম্যাচের বাক্স। তীক্ষ্ণ চোখে ওটার দিকে চাইলেন তিনি। কাঁচা-পাকা ঘন ভ্রূদুটো কুঁচকে গেছে। এবার আসল প্রসঙ্গ পাড়ল রানা, একটা চুক্তি করেছে ও মেরি সিদ্দিকির সঙ্গে। সেজন্য খুবই জরুরি ডাকাতি করা।

'এ মেয়ে তোমাকে পেল কী করে?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ভুলে। বিস্তারিত পরে বলব, স্যর।'

রানার দিকে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি হানলেন রাহাত খান। 'ও, তুমি চাও প্যারিসের সঙ্গে কথা বলি। কয়েক ঘণ্টা সরিয়ে দিতে হবে ডিউক্সিয়েম-এর জনডার্মদের? যাতে তুমি ওই মেয়েকে সাহায্য করতে পারো? যে মেয়ে ছ'ঘণ্টা আগে তোমার নাকের কাছে ধরেছে পিস্তল?'

'ওটা পিস্তল ছিল না, বুদ্ধু! আর ধরেও নাকে নয়, গলার উপর। হে-হে-হেহ্...' ঢোক গিলে বলল রানা, মনে মনে।

'তাকে নিয়ে ওই ক্যাসিনো ঘুরে দেখতে চাও?'

'জী, স্যর। শুনেছি আগে আইনের কেউ ওখানে ঢুকতে পারেনি।'

'সেখানে যেতে চাইলে কী চুরি করতে হবে?'

'ঠিক জানি না, স্যর। তবে মেয়েটা নিশ্চয়ই মোনা লিসার মত কিছু চাইবে না।'

'বলা যায় না। গুণী মেয়ে। ...আমরা সাহায্য চাইলে অখুশি হবে ফ্রেঞ্চ সরকার।'

'কিন্তু দু'মাস আগেই ওদের এক এজেন্টকে বাঁচিয়েছি আমরা মার্সেই-এ। জানি ওরা একটু নাক-উঁচু, কিন্তু...'

'লংফেলোও চাইবে তুমি ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে ঢোকো। ওর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি কী করা যায়।'

রানার বুকের ভিতর ছলাৎ করে উঠল উষ্ণ রক্ত। অনুমতি মিলেছে। বস্ চাইছেন ও যাক সেই ক্যাসিনোর ভিতর। 'স্যর, মেয়েটির প্ল্যান্ ধরে এগুব?'

'কথাটা বোকার মত হলো না?' কড়া চোখে প্রিয় সাগরেদের দিকে চাইলেন রাহাত খান। যেন বুঝতে চাইছেন, কী ভাবে নষ্ট হলো এর মাথাটা। 'তোমার নিজের পরিকল্পনা থাকা উচিত। অবস্থা বুঝে চলবে।'

'জী, স্যর।'

'আর খেয়াল রেখো, ফ্রেঞ্চরা যেন তোমার টিকিও না ছুঁতে পারে। যদি গ্রেফতার হও, কোনও সাহায্য পাবে না।'

Pathfinder

চার

দু'দিন পর।

গ্রাহাম স্পোর্টস্ কুপের বুটে সুটকেস রাখল রানা। এক হপ্তা চলবার মত পোশাক নিয়েছে। বিশেষ করে হালকা শর্টস্ ও শার্ট। ওসব লাগবে উত্তর-আফ্রিকা সফরে। সুটকেসে রেখেছে রেজর, আফটারশেভ, শ্যাম্পু ও দুটি বই। প্রথমটা তাসের উপর লেখা। নাম, স্কেয়ার্ন অন কার্ডস্। দ্বিতীয় বইটির নাম, দ্য হিস্টরি অভ দ্য ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অভ দ্য রোমান এমপায়ার। প্রথম বইটি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে রানা। আর দ্বিতীয় বইটি কখনও পড়েনি। ঠিক করেছে, বাকি জীবনে পড়বে না। ওটার শিরদাঁড়ার ভিতর ঘুমাচ্ছে ওর ওয়ালথার পিপিকে, সাইলেন্সার ও পঁচিশ রাউণ্ড বুলেট। এই বুদ্ধি জানলে হয়তো প্রশংসা করতেন ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন।

ড্রাইভিং সিটে বসে রিয়ারভিউ মিররে নিজেকে দেখল রানা, তারপর রওনা হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।

ওর প্রথম স্টপেজ বে'সওয়াটার। কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেল ও মেরির ফ্ল্যাট বাড়ির উঠানে।

সূর্যের আলো যেন আরও রূপবতী করেছে মেরি সিদ্দিকিকে, নীচে অপেক্ষা করছে রানার জন্য। সংক্ষিপ্ত পোশাকে দারুণ লাগল তাকে। হাঁটু পর্যন্ত কালো চামড়ার বুট, তার ভিতর হতে উঠেছে কালো নাইলন স্টকিং, ঢেকেছে লোভনীয় উরু। কালো লেদার জ্যাকেট মুড়েছে মাঝারি স্তন, সমতল পেট ও গুরু নিতম্ব।

নিঃশব্দে রানার পাশে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠল মেরি, কিছুই বলছে না। কোনও মন্তব্য করল না রানা। মেয়েটি ক্রিমিনালদের সঙ্গে মিশে শিখেছে রূঢ় আচরণ। জোর করে ভুলে যেতে চেয়েছে ভদ্রতা। শুধু ডান ভ্রূ একটু উঁচু করল মেরি, এক পলকের জন্য ঠোঁটে দেখা দিল হাসি। হয়তো ভাবছে, মাসুদ রানা, তোমাকে দিয়ে যা-খুশি করাতে পারি আমি। বোধ হয় দিনের আলোয় সে অনভ্যস্ত, ব্যাগ থেকে বের করল কালো রেব্যান সানগ্লাস, পরে নিল। হয় রাতে ঘুম হয়নি, নয়তো ক্লান্তির ভঙ্গি নিয়েছে, এড়াতে চাইছে আলাপ।

লণ্ডন ছেড়ে এসে থমথমে নীরবতা ভাঙতে চাইল রানা।

'ডোভার যাওয়ার পথে মন খুশি হয়ে যায়।'

'ম্হ্ম্?' বলল মেরি। বুঝিয়ে দিল, শুনবার আগ্রহ নেই।

'হ্যাঁ। অনেক স্মৃতি মনে পড়ে।'

'ম্হ্ম্?'

'হ্যাঁ। ক'বছর আগে এ সড়কে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল এক লোক।'

'ম্হ্ম্?'

'ওটুকু বাদ দিলে সত্যিই দারুণ ছিল সে-সময়। থ্রটল খুললেই জাদু দেখায় এই পুরানো ইঞ্জিন। রীতিমত ওড়ে।'

'ম্হ্ম্?'

যথেষ্ট সহ্য করেছে রানা, বনবন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং হুইল। কাত হয়ে ওর উপর পড়ল মেরি, চোখ থেকে ঠাস্ করে মেঝের উপর পড়ল সানগ্লাস। সড়কের এক ধারে সরে গেল রানা, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে থামল গাড়ি।

'দেখো মেয়ে, বাড়াবাড়ি করছ। সামনে বহুদূর পথ। ফেরিতে লাগবে বহুক্ষণ। সঙ্গে তোমার মত পাকা চোর। চব্বিশ ঘণ্টা পেরুনোর আগেই চুরি করতে চলেছি। ভাল লাগুক বা না লাগুক, আগামী ক'দিন আমরা একসঙ্গে থাকছি। ভান করো যেন পরস্পরকে পছন্দ করি। নইলে এক্ষুণি ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব।'

মেরি বোধ হয় ঠিক করেছে রানার সম্মানে দু'চার কথা বলবে, নিচু স্বরে জানাল, 'তুমি নিজেও তো ফালতু লোক।'

'তা-ই? তা হলে ভাবো আসলে আমি অন্য কেউ—আমরা পুরানো বন্ধু, একটা ব্যাঙ্কে কুকীর্তি সারতে গিয়ে পরিচয় হয়। যা খুশি ভাবো, কিন্তু মনে রেখো তুমি অবাধ্য কিশোরী নও, যুবতী। কাজেই বেয়াড়া আচরণ সহ্য করব না। সেক্ষেত্রে মরুক গে ক্যাসিনো ব্ল্যাগান! তোমাকে রাস্তার ধারে ছেড়ে বাড়ি ফিরব।'

'ওকে, মিস্টার রানা। আপাতত আপনাকে মানুষ বলে মনে করছি। দু'চার কথা তো হতেই পারে। ...আজকের আবহাওয়া চমৎকার, কী বলেন?'

'আবহাওয়ার খ্যাঁতা পুড়ি। অন্য কিছু বলো।' ইঞ্জিন চালু করল রানা, আবার উঠে এল সড়কে।

যৌক্তিক প্রশ্ন ছুঁড়ল মেরি, 'তোমার বসের আপত্তি নেই এতে? রাজি হয়ে গেল?'

'তা-ই তো মনে হয়।'

'ওই ক্যাসিনোর ভিতর ঢোকা এতই গুরুত্বপূর্ণ?'

'যে-কোনও সিক্রেট সার্ভিস তা-ই চাইছে।' নাক দিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ করল মেরি। কানে তুলল না রানা, 'আমরা জানতে চাই ওখান থেকেই আসে কি না টাইফুন পাউডার। মাত্র দু'দিন আগে আমরা নিশ্চিত ছিলাম না যে ওই ক্যাসিনোর অস্তিত্ব আছে। আমার কাজ দেখা ওটা সত্যি আছে কি না। ওটা ঘুরে দেখব, জানব ওখানে কী ঘটছে। হতে পারে যাকে ভাবছ ক্লায়েন্ট, সে-ই তৈরি করে টাইফুন পাউডার। সেক্ষেত্রে সে দুনিয়ার ভয়ানক শত্রু।'

'ভয়ানক শত্রু?'

'তো আর কী!'

'টাকা বড় ভালবাসে ব্ল্যাগান। এর বেশি কিছু না, রানা। আমরা সবাই টাকা চাই। আরও বেশি পেলে আরও খুশি হই। তুমিও তা-ই।'

'ব্ল্যাগান? ওটাই ওর নাম?'

'হ্যাঁ, ব্ল্যাগান। কাউন্ট ব্ল্যাগান।'

'ও। ...তোমার কাছ থেকে ঠিক কী জিনিস চাইছে?'

'একটা সিগারেট দেয়া যায়?'

'গ্লাভ্ কম্পার্টমেন্টে পাবে।'

বেনসন ভরা প্যাকেট পেল মেরি, অ্যাশট্রের ভিতর প্লাস্টিক ও রাংতার খোসা ফেলে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিল। গভীর ভাবে ধোঁয়া টেনে বলল, 'ওটা একটা মড়ার খুলি।'

'মড়ার খুলি?'

'হ্যাঁ। মানুষের।'

'ওটার বিশেষত্ব কী?'

'বোধ হয় ভাবছ ওটা গোল্ড প্লেটেড? ...না। দেখলে যে-কেউ বলবে ওটা অতি সাধারণ এক খুলি। ওটা যে কার, তাও জানি না। তবে বসে আছে নরম্যাণ্ডির এক শ্যাতোর ভিতর, স্টাডি রুমে। রানা, তুমি একা নও, অনেকে ভেবেছে ব্ল্যাগানের মাথা খারাপ, নইলে ফালতু একটা খোলা দিয়ে কী করবে।'

ফেরি পেরুনোর সময় কোনও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। একের পর এক সিগারেট শেষ করল রানা ও মেরি। তবে চুরি করবার একটা খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেছে মেয়েটি। দু'চারটে পরামর্শ রানাও দিল। সেগুলো গ্রহণও করল মেরি। এখন পর্যন্ত জানা গেছে এ রাতের জন্য পাহারা বন্ধ করবে জণ্ডারম্‌রা। তাদের কোনও গাড়ি ওদিকে থাকবে না। কারও সন্দেহ হওয়ার কারণ নেই। কুপে নিয়ে বাড়ির সামনের মোড়ে অপেক্ষা করবে রানা। দেয়াল টপকে শ্যাতোর ভিতর ঢুকবে মেরি। দেয়াল ও বাগান পেরিয়ে পাবে একটা লম্বা গাছ, ওটা বেয়ে ঢুকে পড়বে উপর তলায়। যা চাইছে সেটা খুঁজে নেবে, তারপর সদর দরজা খুলে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসবে। মেইন গেটের সামনে অপেক্ষা করবে রানা, মেরিকে তুলে নিয়ে রওনা হবে দক্ষিণে। প্যারিসে পৌঁছে এক কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে আলাপ করবে মেরি। সে লোক ওদের ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। মনে মনে প্রশংসা করেছে রানা, এ মেয়ের সোজা-সহজ পরিকল্পনা ওদেরকে বিপদ থেকে অনেকটা নিরাপদ রাখবে। আত্মবিশ্বাস ছিটকে বেরিয়ে আসছে মেরির চোখ থেকে।

ক্যালে পৌঁছে পাক্কা দু'ঘণ্টা ড্রাইভ করল রানা, তারপর পৌঁছে গেল ভার্নানে।

খানিক আগে সন্ধ্যা গড়িয়ে নেমেছে রাত। ঘড়ি বলছে, আটটা আট।

টাউন স্কয়্যারে ছাত-খোলা এক রেস্তোরাঁয় থামল ওরা ডিনার সারতে। রানার মুখোমুখি বসল না মেরি, দীর্ঘ পাদুটো এমন ভাবে রেখেছে, যে-কেউ ভাববে এ লোকের সঙ্গে আসেনি মেয়েটি।

অ্যামেরিক্যানো অর্ডার দিল রানা, ফ্রান্সে এলে ওটা ওর প্রিয় ড্রিঙ্ক।

'জাহান্নামের কী জিনিস ওটা?' জানতে চাইল মেরি।

'বিটার ক্যামপ্যারি, সিনয্যানো, এক টুকরো লেবু ও সোডা—ফ্রান্সের যে-কোনও খুদে রেস্তোরাঁ বা পাব-এ যে মেজাজ থাকে, তার সঙ্গে মেলে ওটার। শ্যাম্পেন তো আছেই, তবে ওটা নেব আমরা সব কাজ শেষে।'

ব্র্যাণ্ডি অ্যালেকযাণ্ডার অর্ডার করল মেরি, সঙ্গে গ্লাস ভরা সাধারণ ব্র্যাণ্ডি। 'রানা, ব্র্যাণ্ডি আর পানি মেশানো দুধ ফ্রেঞ্চরা এমন ভাবে বানায় যে স্বাদ থাকে না। যেন বানিয়েছে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর ওষুধ। কাজেই পাশে রাখি আমি সত্যিকারের কড়া কিছু। দুটো ব্র্যাণ্ডি মিলে তৈরি হয় সত্যিকারের ড্রিঙ্ক।'

কিছুক্ষণ পর ড্রিঙ্কে সিপ করছে ওরা, হঠাৎ দেখতে পেল এক লোককে। মাথা উস্কোখুস্কো, খানিক ভুঁড়ি রয়েছে। ফ্যাকাসে খয়েরী সুট পরেছে, ওদের টেবিলের পাশে এসে থামল।

'পার্ডন, ম্যাদামোয়াজেল, এ লোক কি আপনাকে বিরক্ত করছে?'

'খুবই,' বলল মেরি।

'তা হলে চলুন এস্কোর্ট করে নিয়ে যাই আপনাকে—যদি অনুমতি মেলে আপনার?'

চোখ তুলে চাইল রানা। এ কণ্ঠস্বর পরিচিত। মৃদু হেসে ফেলল। 'জুলিয়েন, বোসো। কোনও ড্রিঙ্ক?'

সেইন্ট জুলিয়েন ডিউক্সিয়েম-এর সেরা অফিসার, জাতিসংঘে একই সঙ্গে কাজ করেছে রানা ওর সঙ্গে অ্যান্টি টেরোরিজম সেলে। ডিউক্সিয়েমের কর্তারা চাইছেন জুলিয়েন দেখে রাখুক কে চুরি করছে ফ্রান্সের বুক থেকে মূল্যবান সম্পদ। চওড়া হাসছে জুলিয়েন। 'শেষ পর্যন্ত চোর হয়ে গেলে, রানা?'

জাতিসংঘে রানার এক ধাপ নীচে কাজ করেছে সে। তখনই গাঢ় বন্ধুত্ব হয় ওদের। 'আমি চোর নই,' বলল রানা। 'স্রেফ সাহায্যকারী।'

'আগে শুনিনি তোমার সঙ্গিনী এত সুন্দরী, নইলে দামি সুট পরতাম। তা হলে ইনিই লণ্ডন থেকে আসা সেই...'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মোসিউ,' শুকনো হাসল মেরি।

ওর ডান হাত প্রায় খপ করে ধরল জুলিয়েন, পচ-পচ করে দুটো চুমো দিল।

অসাধারণ দক্ষতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়ায় মেরি যেন খুশি। ক্ষণিকের জন্য মনে হলো, পরিণত হয়েছে ভদ্রমহিলায়।

'আমাকে ব্রিফ করতে হবে, রানা,' চেয়ারে বসে পড়ল জুলিয়েন। 'সিকিউরিটির প্ল্যানে খুঁত তৈরি করতে হবে।'

ওদের পরিকল্পনা বিস্তারিত ভাবে জানাল রানা।

'ও, আচ্ছা,' সব শুনে বলল জুলিয়েন। আস্তে করে মাথা

নাড়ছে। 'তোমরা কি জানো আজ রাতে কী চুরি করছ?'

'না।' ড্রিঙ্কে চুমুক দিল রানা।

হঠাৎ করেই যেন আগ্রহী হয়ে উঠেছে মেরি। 'আমরা শুধু জানি ওটা এক লোকের খুলি। জানি না ওটা কার, বা কেন ওটার এত দাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল জুলিয়েন। 'কেন এত দামি? আমিও জানি না। কে জানে কেন এত দাম! তবে এটা বলতে পারি, ওই শ্যাতোর মালিক ডক্টর নেপোলিয়ন স্যামিথ। ভদ্রলোক প্যারিসের সরবোনে চাকরি করেন। ডক্টরেট করেছেন কেমিস্ট্রিতে। আর ওই খুলির আসল মালিক ছিল এতিয়েন গীবর্গ।' পরস্পরের দিকে একবার চাইল রানা ও মেরি। শোনেনি এ লোকের নাম। 'ওই নাম কখনও কানে আসেনি? গীবর্গ ছিল এক যাজক। সতেরো শতাব্দীতে মারা যায় বাস্তিল-এ বন্দি অবস্থায়। কালো জাদুর সম্মেলন করত সে মাদাম দে মন্তেস্প্যানের জন্য। ওই মেয়েলোক আবার ছিল লুই দ্য ফোরটিস্থ-এর গোপন প্রেমিকা।'

'ব্ল্যাক ম্যাজিকের সম্মেলন?' বলল মেরি।

'হ্যাঁ, অসুস্থকর অনুষ্ঠান। রাজার প্রেমিকা তখন উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকত। সারা দেহে মাখিয়ে দেয়া হতো হত্যা করা শিশুদের রক্ত।'

'বাহ্,' তিক্ত স্বরে বলল রানা। 'বাচ্চাদের খুন করে সে রক্ত মেখে কী পেতে চাইত?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জুলিয়েন। 'কেন,, ওরা চাইত খোদ শয়তানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে। খুবই প্যাঁচালো লোক ছিল ওই এতিয়েন গীবর্গ। ...বাদ দাও, এসো সবাই ড্রিঙ্ক নিই।'

রাত সোয়া বারোটা।

এখান থেকে আধ মাইল দূরে বড় রাস্তা। শ্যাতোর পাশে সরু গলি, তার ভিতর থেমেছে রানার অ্যান্টিক গ্রাহাম কুপে। বহুক্ষণ হলো কোনও গাড়িঘোড়ার আওয়াজ নেই। মৃদু গুঞ্জন তুলছে গ্রাহামের ইঞ্জিন, এ ছাড়া নিশুতি রাত। আকাশে ঝিলমিল করছে লক্ষ-কোটি নক্ষত্র। চাঁদ নেই।

কালো সুতির পোশাক পরে নিয়েছে মেরি। দু'দিন আগে ঠিক ওই জিনিস পরে উদয় হয় রানার অ্যাপার্টমেন্টে। খানিক দূরে মেরিকে দেখল রানা, ঝুপঝুপে আঁধারে আরও গাঢ় কালো কিছু। ঝোপঝাড় এড়িয়ে গাছপালার নীচ দিয়ে নিঃশব্দে চলেছে। সামান্যমত ভাঙছে না শুকনো পাতা। যেন সত্যিই কোনও কালো বিড়াল। শ্যাতোর প্রাচীরের সামনে থামল, তারপর টপকে চলে গেল বাগানে। প্রকাণ্ড শ্যাতোর দিকে চেয়ে রইল রানা। পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই দেখল মেরিকে, দ্বিতীয়তলার জানালায়। সন্দেহ কী, নিজের কাজে পাকা। গেইজার বলেছিল, মেরি খুব বিপজ্জনক। দ্বিতীয় গিয়ার ফেলল রানা, প্রায় নিঃশব্দে গলি থেকে বেরিয়ে এল, থামল সামনের ফটকে। ধিক-ধিক আওয়াজ তুলে ছুটতে চাইছে গ্রাহাম কুপে। যেন অধৈর্য লাগছে, এমনি ভাব।

থমকে গেছে সময়। ক'টা বাজে? কিছুক্ষণ পর রোলেক্সের সবুজ কাঁটার উপর চোখ রাখল রানা। মেরি যে গেছে, এখনও পঁচিশ মিনিট পেরোয়নি। হঠাৎ চোখের কোণে কী যেন নড়ে উঠতে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। ফটক ধীরে ধীরে খুলছে কেউ।

তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে এল মেরি। ডানহাতে অয়েল ক্লথের তৈরি একটা মুখ বাঁধা থলে।

দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা।

আধ মিনিট পেরুনোর আগেই ফোর্থ গিয়ার ফেলল রানা। উড়ে চলেছে গ্রাহাম কুপে, বড় সড়কে পৌঁছে ছুটল প্যারিসের উদ্দেশে। প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিনকে বাঁধন-মুক্ত করে দিয়েছে রানা, খুশির গর্জন ছেড়ে লাফিয়ে ছুটছে কুপে। দ্রুত পিছিয়ে গেল প্রকাণ্ড শ্যাতোর ঝলমলে আলো। ঠিক দুই মিনিটের মাথায় রিয়ারভিউ মিররে দেখা দিল জোনাকি পোকার ঝিকিমিকি।

মেরির বয়স যেন পাঁচ বছর, উচ্ছল হয়ে উঠল সে। ভাবতেও পারেনি অসম্ভব কাজটা এত সহজে উদ্ধার হয়ে যাবে। পায়ের কাছ থেকে তুলল উইকার বাস্কেট, ওটার ভিতর থেকে বেরুল রথচাইল্ড শ্যাম্পেন ও দুটো গ্লাস। দুই গ্লাসে ঢেলে নিল শ্যাম্পেন, একটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। খেয়াল নেই, শ্যাম্পেনের বোতলটা গরম হয়ে আছে। মেরির উচ্ছ্বাস দেখে একটু চমকে গেছে রানা। প্রায় টগবগ করছে ওই অ্যালকোহল, গ্লাস থেকে ছলকে পড়লে বারোটা বাজিয়ে দেবে ওর প্রিয় কুপের ড্যাশবোর্ড ও আপহোলস্ট্রির। খুশিতে কলকল করছে মেরি, মনে হলো যেন দুনিয়া জয় করেছে। বারবার হেসে ফেলছে। ওর খুশি দেখে মৃদু হেসে ফেলল রানাও। বাজে একটা কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।

রথচাইল্ডের গ্লাসটা নিল রানা, একটা চুমুক দিয়ে মনোযোগ দিল রাস্তার উপর। মধু মেশানো অ্যালকোহল ঢক-ঢক করে গিলল মেরি, গ্লাস নামিয়ে রেখে খুলে ফেলল কালো জ্যাকেট ও সোয়েটার। নীচে পরেছে সাদা ভেস্ট। আঁধারে দুধ-সাদা

হাতদুটো পরিষ্কার দেখা গেল। হাতদুটো মাথার উপর তুলে আড়মোড়া ভাঙল মেরি। স্কুলের বাচ্চাদের মত বিজয়ের চিৎকার ছাড়ল, 'ইয়াহুহু!' রানার অনুমতি না নিয়েই অন করল রেডিয়ো, দু'আঙুলে ঘোরাল নব। ফ্রেঞ্চ নিউজ ব্রডকাস্ট ক্ল্যাসিকাল মিউজিক ও হালকা জ্যাজ পেরিয়ে গেল, তারপর যা চাইছে খুঁজে পেল।

'জেনিফার লোপেজ! ও-লা-লা-লা!' ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ অনুকরণ করছে মেরি। ছিটকে পিছিয়ে নিল ববকাট মাথা, পাগলের মত নাড়ছে। গানের সঙ্গে চলেছে চিৎকার।

'আর যাই হোক, এ গায়িকা হবে না,' ভাবল রানা। 'দেব নাকি ধমক! কান তো গেল!' অন্য দিকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা।

গ্লাস আবারও ভরে নিল মেরি। তার এক সেকেণ্ড আগে নিজের শ্যাম্পেন বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছে রানা। রিয়ারভিউ মিররে একটা গাড়ি দ্রুত এগিয়ে আসছে। দুই হেডলাইটের খানিক উপরে লম্বাটে নীল আলো! পুলিশের গাড়ি। পিছু নিয়েছে। বিড়বিড় করে সেইন্ট জুলিয়েনকে অভিশাপ দিল রানা। স্থানীয় পুলিশকে জানানো হয়নি এদিক দিয়ে যাবে ওরা। চট্ করে স্পিডোমিটারের দিকে চাইল রানা। ওরা চলেছে নব্বুই মাইল বেগে। স্পিডিং টিকিট দিতে চাইছে পুলিশ অফিসার।

পথ মাত্র দুটো। ও থামতে পারে, সেক্ষেত্রে শ্যাম্পেনের বোতল দেখবে পুলিশ। হয়তো দেখবে অয়েলক্লথের ভিতর মড়ার খুলি। তা হলে কয়েক ঘণ্টার জন্য আটকা পড়বে ওরা পুলিশ স্টেশনে। জুলিয়েন কল-কাঠি নাড়তে নাড়তে সকাল। আরেক

কাজ করা যায়, পরীক্ষা করা যায় কেমন দৌড়ায় গ্রাহাম কুপে। হারাতে পারবে পুলিশের গাড়িকে?

বহুদিন গ্রাহামের ইঞ্জিন নিজে টিউন করে না রানা। লণ্ডনে এলে রয়েল এয়ার ফোর্সের এক মেকানিককে দেখায় গাড়িটা। প্রতিবারই আফসোস করে বলে সে, 'ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, মিস্টার রানা, একটু দয়া করুন ওঁর প্রতি।'

সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ রানার। গতকাল হিরাম ইয়েগারকে দিয়ে ইঞ্জিন টিউন করিয়েছে। কাজেই জগুারমের অফিসে সারারাত ইন্টারোগেশনের মুখে পড়বে কে? গাড়ির গতি কমিয়ে আনল রানা, ইণ্ডিকেটর দিয়ে বুঝিয়ে দিল থামছে এক ধারে।

ফোঁস করে উঠল মেরি। 'আরে, আরে, করছ কী! তুমি ভেবেছ বাকি জীবন জেলে পার করব? আর এত দামি শ্যাম্পেন ফেললে কেন!'

পাত্তা দিল না রানা, রিয়ারভিউ মিররে দেখছে পুলিশের গাড়ি। ওটা থেমে আসছে। রানার নাম্বার প্লেট বোধহয় পড়তে পারছে।

গ্রাহাম কুপের পাশে এসে থামল পুলিশের গাড়ি। ঠিক তখনই অ্যাক্সেলারেটার মেঝের উপর চেপে ধরল রানা। গর্জে উঠল প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিন, গা শিউরানো আওয়াজ ছাড়ল চাকাগুলো, পরক্ষণে লাফ দিয়ে ছুটল গ্রাহাম কুপে। ততক্ষণে নিজ গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে পুলিশ অফিসার, তেড়ে এসে ধরতে চাইল। হুঁশ ফিরতেই দৌড় দিল নিজের গাড়ির দিকে।

পিছন থেকে সাইরেনের আওয়াজ শুনল রানা।

হাততালি দিয়ে উঠল মেরি। 'মিস্টার রানা, ইউ আর

ওয়াণ্ডারফুল! চালিয়ে যাও! আগে ছিলে চোরের সঙ্গী, এখন চোরাই মাল সহ গাড়ি নিয়ে ভাগছ! দারুণ!' খুশিতে চকচক করছে চোখ দুটো। কাঁধের উপর দিয়ে চাইল পুলিশের গাড়ির দিকে। ওটা অনেক পিছনে পড়েছে। তবে অনুসরণ করতে চাইছে।

এক শ' পেরুল স্পিডোমিটারের কাঁটা, সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক—এক পাশে কাত হয়ে দুই চাকায় ভর দিয়ে পেরিয়ে গেল রানা বাঁক, ছুটছে তীব্র গতি তুলে। পাশ থেকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে মেরি। রাস্তার উপর পুরো মনোযোগ রানার। ভাবছে, এবার যদি থেমে যায় গ্রাহাম কুপের ইঞ্জিন? মান-ইজ্জত থাকবে? ...হিরো থেকে মুহূর্তে যিরো! বেশিদূর এ গতি ধরে রাখতে পারবে না পুরানো ইঞ্জিন। খ্যাপা জগুয়ার ধরবে ওকে। তার আগেই সরে যেতে হবে এই রাস্তা ছেড়ে। খসিয়ে দিতে হবে লোকটাকে। ঝুঁকি নিল রানা, প্রথম সুযোগে নেমে পড়ল সরু কাণ্ট্রি লেনে।

আরও বিশ মিনিট এগুনোর পর ওর চোখ যা খুঁজছে, সেটা পেল। সরু পথের বামপাশে ছোট্ট গ্রাম। একটু এগুতেই দেখা গেল এক হোটেলের সাইনবোর্ড।

নুড়ি-পাথর বিছানো ড্রাইভ-ওয়েতে নেমে এল রানা। দু'পাশে শুরু হয়েছে দীর্ঘ ইউ গাছ। আর না এগিয়ে গাড়ি থামাল রানা, নেমে এল নীচে। চারপাশে ভারী কুয়াশা। দক্ষিণ থেকে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। নাক দিয়ে বেরুচ্ছে ঘন সাদা বাষ্প। মেরিকে ভিতরে বসতে বলেছে রানা। তাতে খুশি মেয়েটি, চুপচাপ গিলে চলেছে শ্যাম্পেন। কুপের বুটের সামনে চলে গেল রানা, ওটার ভিতর থেকে বের করল নকল নাম্বার প্লেট। আগেরটা

পাল্টে নতুন প্লেট ঝুলিয়ে নিতে পাঁচ মিনিট লাগল। কাজ শেষে মৃদু হাসল—আমি কী আর সেই আমি আছি? আমি বদলে গেছি!

ওকে পেলে রক্ত পান করতে চাইবে পুলিশম্যান। কিন্তু আগে বের করুক তো খুঁজে? তবে রানার নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়। গ্রাহাম কুপের বদলে আধুনিক কোনও গাড়ি হলে নিশ্চিন্তে থাকা যেত। আপাতত আর কিছু করার নেই। অবশ্য আগামীকাল কোনও গ্যারাজ ভাড়া নিতে পারে। বদলেও নিতে পারে রং। কিন্তু দরকার কী? কালকের দুশ্চিন্তা কালকে করা যাবে, আগে ভেবে লাভ কী? তা ছাড়া গাড়ির ঝামেলা সামলাবে সেইন্ট জুলিয়েন।

ড্রাইভিং সিটে এসে উঠল রানা, বাঁক ঘুরে হোটেলের সামনে গিয়ে থামল। ভাবছে, এখন দরকার নরম একটা বিছানা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রাইভ করেছে, আগামীকাল আবারও বেরুতে হবে রাজধানী প্যারিসে পৌঁছুতে।

হোটেলের মালিক মাঝবয়সী এক দম্পতি, খদ্দের কম আসে, ফলে খাতির পেল রানা ও মেরি। রাতের মত ঘর ভাড়া নিল রানা। হোটেল-মালিক ভদ্রলোক ফিসফিস করে রানাকে বললেন, 'আপনার রুচি ভাল। দারুণ সুন্দর মেয়ে বিয়ে করেছেন।'

শুনে ফেলেছে মেরি, খিলখিল করে হেসে ফেলল। প্রচুর শ্যাম্পেন টেনেছে, চারপাশের দুনিয়া সুন্দর লাগছে।

এ বাড়ির ভিতর ঢুকবার আগে মেরিকে বলেছে রানা, আপাতত দম্পতি হিসাবে হোটেলে থাকছে ওরা। চাবি নিয়ে নয় নাম্বার রুমের সামনে চলে এল রানা ও মেরি। অস্বস্তি বোধ করছে, তবে তা প্রকাশ করল না কেউ।

ঘরে ঢুকে বলল মেরি, 'কোনও অন্যায় সুযোগ নেবে না,

রানা। বিছানা আমি নিচ্ছি। তুমি চেয়ারে শুতে পারো। এবার ঘুরে দাঁড়াও, আমি ট্রাউজার ছাড়ব।'

মহাবিরক্তি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। একমিনিট পর চেয়ে দেখে প্রকাণ্ড খাটে শুয়ে পড়েছে মেরি, গলা পর্যন্ত টেনে নিয়েছে চাদর। পাশের চেয়ারে প্যান্ট ও শার্ট। রানাকে চাইতে দেখে লালচে হয়ে উঠল মেয়েটির দু'গাল। ঘরের ডান কোণে ড্রেসিং টেবিল, তাতে সবই দেখেছে রানা। মেরি ওর দৃষ্টি লক্ষ করেছে কি না, কে জানে! আলস্যি নিয়ে জ্যাকেট খুলল রানা, বাতি নিভিয়ে দিল। আর্মচেয়ারের পাশে ছোট্ট টেবিল ল্যাম্প, ওটা জ্বেলে দিল। ধূসর আলো-আঁধারি নেমে এল ঘরে। শেষ সিগারেট জ্বেলে নরম চেয়ারে হেলান দিল রানা।

'একটা সিগারেট দেবে?' ঘুম জড়ানো স্বরে বলল মেরি।

'এই একটাই, আর নেই,' বলল রানা। 'ভাগ নিতে পারো।' বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও, বাড়িয়ে দিল সিগারেট আর ছোট্ট অ্যাশট্রে। উঠে বসল মেরি, চাদর সরে যেতেই দেখা গেল ব্রেসিয়ার ও সুউন্নত দুই স্তনের খাদ। কোমল হলদে আলো পড়ে অদ্ভুত লাগছে সোনালী ত্বক। রানার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে দীর্ঘ চুমুক দিল মেরি, তারপর ঠোঁট দুটো গোল করে ছাড়তে শুরু করল ধোঁয়া। দ্বিতীয় টান শেষে আবার ফিরিয়ে দিল রানাকে। লালা দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে ফিল্টার, কী যেন বলতে চাইছে নীল হরিণী চোখদুটো। বলছে, আমাকে গ্রহণ করো, রানা?

খানিক দ্বিধা নিয়ে মেরির দিকে চাইল রানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' খসখসে স্বরে বলল মেরি। পরক্ষণে চাপা স্বরে হেসে উঠল। 'ঠিক আছে, রানা, এবার নিজের চেয়ারে গিয়ে

ঘুমিয়ে পড়ো। গুড নাইট!'

'স্রেফ শয়তানী!' মনে মনে বলল রানা। আর্মচেয়ারে গিয়ে বসল, আবছা আলোয় চেয়ে রইল সিলিঙের দিকে। আস্তে আস্তে চোখে নেমে আসছে ঘুমের আবেশ। ওয়ার্ড্রোব ও জানালার কোণে জাল বুনছে কালো এক মাকড়সা, মৃদু হাওয়া পর্দা সরিয়ে দিলে চলন্ত গাড়ির আলোয় চোখে পড়ছে চকচকে জাল।

পাঁচ

গত বিকেল থেকে বিরতি নিয়ে ঝরেছে বৃষ্টি, কিন্তু আজ ভোরে বর্ষাস্নাত সূর্য উঠল, ঠিক যেন ডিমের কুসুম। ফ্রান্সের উত্তর অংশে শুরু হয়েছে তরতাজা বসন্ত। হোটেলে রাজকীয় নাস্তা পেল রানা ও মেরি। ভাজা বেকন, ডিমভাজি, ঘরে বানানো পাউরুটি, পনির, আপেল, কমলার জুস, শেষে খামার থেকে আনা দুধে কড়া জ্বাল দেয়া কফি। নাস্তা শেষে সেইন্ট জুলিয়েনের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। সে কথা দিল, কল-কাঠি নাড়তে দেরি করবে না। রানার গাড়ি আর খুঁজবে না ট্রাফিক পুলিশ। আলাপ শেষে দশ মিনিট পর রওনা হলো ওরা। গ্রাহাম কুপের ছাত খুলে ফেলেছে রানা, মাঝারি গতি তুলে এগিয়ে চলেছে প্যারিসের দিকে। ধীরে

ধীরে বদলে গেল ভূ-প্রকৃতি। একসময়ে পিছনে পড়ে গেল সবুজ অরণ্য, আঙুর বাগান ও ছাড়া ছাড়া গ্রাম; শুরু হলো প্যারিসের আবাসিক এলাকা। সড়কের দু'পাশে একের পর এক বাগান সহ বাড়ি। ছাতগুলো লাল টাইলের, দেয়াল সাদা রঙের। গ্রাহাম কুপের ইনবিল্ট অটোম্যাটিক পাইলট চালু করল রানা, এবার একটু নজর দিল মেরির দিকে। সে তন্দ্রাচ্ছন্ন, একইসঙ্গে চলছে সান বেদিং। বেশ কিছুক্ষণ পর স্যাক্রে কু-র সাদা গম্বুজ চোখে পড়ল, তারপর দূরে ভেসে উঠল কাঠির মত আইফেল টাওয়ার।

গ্যার দু নর্ডের খানিক দূরে টার্মিনাল নর্ড হোটেল, সাধারণত সেখানে ওঠে রানা। কিন্তু ওখানে চলেছে শুনে নাক কুঁচকে ফেলল মেরি। জানিয়ে দিল, সবসময় রিট্স্ হোটেলে ওঠে ও। আপত্তি তুলল না রানা, গাড়ি নিয়ে চলল রু লা ফ্যায়েতের ভিতর দিয়ে। পেরিয়ে গেল অ্যারোনডিসমেন্ট, পৌঁছুল প্লেস ভারডোম-এর প্যারিস রিট্স হোটেলে।

রানা গাড়ি থেকে নামার আগেই দরজা হাট করে খুলে দিল সুট পরা এক মহিলা স্টুয়ার্ড, চোখ সরছে না গ্রাহাম কুপের উপর থেকে। দু'সেকেণ্ড পর রানার দিকে চেয়ে চোখ টিপল, যেন নীরবে বলছে, 'প্যারিসে এসেছেন বলে ধন্যবাদ, মোসিউ।'

চেক-ইন করবার সময় ক্লার্ক বলল, 'মাদমোয়াজেল সবসময় চারতলার ওই সুইটে ওঠেন।'

প্রকাণ্ড স্যুইট নিয়েছে ওরা, বেডরুম দুটো পাশাপাশি। ছোট কিচেনও রয়েছে। ওদের ব্যাগ ঘরে পৌঁছে দিল হোটেলের পোর্টার। তবে মড়ার খুলি হাতছাড়া করল না মেরি। চলে যাওয়ার আগে স্কচের বোতল ও বরফের বাকেট টেবিলে রেখে গেল

পোর্টার। 'এটা হোটেলের তরফ থেকে মাদমোয়াজেলের জন্য ছোট্ট উপহার।'

'এরা ভাল করেই চেনে তোমাকে,' মন্তব্য করল রানা।

'নিশ্চয়ই! চমকে গেছ বুঝি?' জানতে চাইল মেরি।

'একটু অবাক হয়েছি,' স্কচের বোতলের কর্ক খুলল রানা, দুটো গ্লাসে ঢেলে নিল সোনালী তরল।

ওর হাত থেকে গ্লাস নিল মেরি, ঠোঁটে টিটকারির হাসি। টোস্ট করে বলল, 'আরও বাড়ুক দুনিয়ার অপরাধ!' ঢক করে গিলে নিল নির্জলা মদ। 'প্রিয় অপরাধের সহযোগী, এবার বিদায় বিকেল পর্যন্ত।'

'বিদায়টা কীসের জন্য?'

'প্যারিস আমার প্রিয় শহর, রানা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকছি না। লাঞ্চ করব এক বান্ধবীকে নিয়ে। খুলিটা রেখে যাচ্ছি, কাজেই ভাবতে পারবে না যে, বাটপারি করছি।'

'বেশ। কিন্তু আমাদের উচিত...

'পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকা? হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আমিও এটাই ভেবেছি। নিশ্চিন্তে আরাম করো, ড্রিঙ্ক নাও। রাত এগারোটায় আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক হয়ে আছে।' সুইটের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মেরি।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর ঘরের রুটিন সিকিউরিটি চেকাপগুলো শেষ করল। কাপড় ছেড়ে লম্বা শাওয়ার নিয়ে রোব পরে ডাকল রুম সার্ভিসকে। বিফ, ওমলেট ও পাউরুটি নিয়ে ছুটে এল সে। খাওয়া শেষে ডাবল হুইস্কি নিল রানা। গ্লাস হাতে চাইল ব্যাগের দিকে। খুলিটা বের করে ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে দেখল। মনে হলো, শূন্য দুই অক্ষিকোটর দেখছে ওকেও। রানা ভাবছে আগামী ক'ঘণ্টা কোথায় কাটাবে।

ঝটপট বাইরের পোশাক পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ও, এগিয়ে চলেছে প্লেস ভারডোম ধরে। দু'পাশে বুটিকের দোকান। একটার সামনে থেমে পিনড এলিক্সার শ্যামপু কিনল, ভাবছে গোটা কয়েক টাই ও রুমাল কিনবে কি না, তারপর মত পাল্টে হেঁটে গেল অ্যাভিন্যু দ্য ল'পেরা ধরে। ওখানে একটা বইয়ের দোকান পেয়ে ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল, 'এ হিস্টোরি অভ দ্য ব্ল্যাক মাস' আছে কি না।

আছে।

ওটা কিনে হাজির হলো হ্যারির নিউ ইয়র্ক বারে। বার-টেণ্ডার ওর পরিচিত, দু'চার কথা শেষে বুর্বন ও ব্রাঞ্চ ওয়াটার নিয়ে গিয়ে বসল এক কোণের টেবিলে। বই খুলে মন দিল পড়ায়:

একসময় এতিয়েন গীবর্গ ছিল কোঁত দ্য মন্তগোমারি গির্জার যাজক। সবার ধারণা সে ছিল আঁরি দ্য মন্তমরেন্সির অবৈধ সন্তান। মাদাম দে মন্তেস্প্যান ছিল রাজা লুই দা ফোরটিন্থের প্রেমিকা। এই গীবর্গ তার জন্য রোমান ক্যাথোলিক মাসের ভঙ্গিতে অশুভ অনুষ্ঠান শুরু করে। সে অনুষ্ঠানে স্বয়ং মাদাম দে মন্তেস্প্যানকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। বেদির উপর উলঙ্গ অবস্থায় থাকত সে, নাভির উপর থাকত চ্যালিস, দু'পাশে ছড়ানো দুই হাতে থাকত জ্বলন্ত কালো মোমবাতি। ধারণা করা হয় জানোয়ার ও মানুষের রক্ত আর প্রথম ক্রুশের কাঠ ব্যবহার করা হতো ওই অনুষ্ঠানে। ষোলো শ' পঁচাত্তর সনে রাজাকে বিষ দেয়ার পরিকল্পনা

ফাঁস হলে কোঁত দ্য মন্তেস্প্যান ও গীবর্গকে বাস্তিল জেলখানায় পাঠানো হয়। তিয়াত্তর বছর বয়সে ওখানে মারা যায় গীবর্গ।

নতুন কিছু না পেয়ে বইটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা, জেলে নিল সিগারেট। প্রায় পরক্ষণেই টেবিলে এসে বসল এক নিগ্রো। কেন যেন তার মনে হয়েছে রানা আমেরিকান। শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যে লড়াইও করেছে ইরাক যুদ্ধে। রানা আমেরিকান নয় শুনে খুব মুষড়ে পড়ল সে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

বেশির ভাগ প্রকাণ্ড শহরে পাওয়া যায় এ ধরনের আমেরিকানকে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে পরিবেশের সঙ্গে মিশতে পারে না। শেষে বাধ্য হয়ে প্রচুর মদ্যপান করে। এই কালো মানুষটি টুথপেস্টের সেলসম্যান। তার দুনিয়া ভরা টুথপেস্টে। যাই বলা যাক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই টুথপেস্ট! কিছুতে ভাবতে পারছে না এর চেয়ে আকর্ষণীয় আর কোনও বিষয় থাকতে পারে। রানা ঠিক করে ফেলল, এখন থেকে রোজ দুপুরে দাঁত ব্রাশ করবে। চটপট ড্রিঙ্ক শেষ করল ও, তারপর ওই নাছোড়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে এল হোটেলে। ততক্ষণে আবারও সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছে, এখন কিছুতেই দাঁত মাজা চলবে না—সকাল-সন্ধ্যাই যথেষ্ট।

দরজা খুলে ওর মনে হলো ডাকাতি হয়েছে সুইটে। দু' ঘণ্টা বাইরে ছিল, এরইমধ্যে এলোমেলো হয়ে গেছে হোটেল কক্ষ। মেরির পোশাক পড়ে আছে সোফার উপর, কাত হয়ে পড়ে আছে হুইস্কির বোতল, কার্পেটে খয়েরী রঙের দাগ। ব্যাগের ভিতর এতিয়েন গীবর্গের খুলিটা আছে, তবে তার মাথার উপর বসিয়ে

দিয়েছে ফেদোরা টুপি। ডেক-সেটে বেজে চলেছে আমেরিকান দ্রুত বিটের গান। বেডরুম থেকে মেরির প্রাণ-খোলা হাসি ভেসে আসছে। দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল রানা। বিছানার দুই প্রান্তে দুই মেয়ে, পরস্পরকে ফাটা বালিশ দিয়ে বাড়ি দিয়ে চলেছে। খিলখিল করে হাসছে, পুরুষদের নিয়ে কৌতুক শুনিয়ে চলেছে মেরি। ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে তুলা। মেরির সঙ্গিনীর বয়স চব্বিশের বেশি হবে না। বেঁটে, গাল দুটো রক্তিম, মাথা ভরা সোনালী চুল। ওরা দু'জন শুধু আণ্ডার প্যান্ট ও ব্রেসিয়ার পরনে। হঠাৎ রানাকে কবাটে দেখে শিউরে ওঠা এক চিৎকার ছাড়ল মেয়েটি, ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে ঢেকে নিল চাদরে।

'ক্লডিয়া, ভয় নেই,' বলল মেরি। 'উনি মিস্টার রানা, আমার পরিচিত ভদ্রলোক। এখুনি ঘর ছেড়ে চলে যাবেন।'

'এখানে কী হচ্ছে?' বলল রানা। ভাবছে, এরা কি সমকামী?

'বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, এ আমার বান্ধবী ক্লডিয়া,' বলল মেরি। 'চারদিন পর ওর বিয়ে। তখন আমি প্যারিসে থাকছি না।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' শুকনো স্বরে বলল রানা।

'ও-ও খুশি তোমাকে দেখে।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ। কারণ তুমি এখন সুইট ছেড়ে বাইরে যাচ্ছ। এবার আমার তরফ থেকে স্নান করিয়ে দেব ওকে।' বান্ধবীর চাদর ঢাকা মূর্তি দেখল মেরি। 'ব্রাইডের স্নান শেষে পরিয়ে দেব দারুণ সুন্দর পোশাক। মরোক্কো থেকে কেনা।'

চাদরের নীচ থেকে শুধু 'হুঁ' শোনা গেল।

'পরে ঘর পরিষ্কার করবে বয়,' বলল মেরি। 'এবার দয়া করে

যাবে, রানা?'

সুইট ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। লিফট করে নামছে গ্র উণ্ড ফ্লোরে, ভাবছে কী করবে, এমন সময় খুলে গেল লিফটের দরজা। লবিতে বেরুতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো। দুই লোক দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। চেহারা কঠোর, পরনে ভারী ওভারকোট।

মে মাসের এই তপ্ত দিনে ওভারকোট? এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্নের কথা মনে পড়ল রানার। পরস্পরকে পছন্দ করে ওরা, একে অপরের ভাল বন্ধু। এরিক বলেছিল, 'যে-লোকের ওভারকোট যত লম্বা, সে তত খারাপ লোক। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

এ দু'জন রানাকে ঘষে ঢুকে গেল লিফটে। একজন লম্বা, অন্যজন বেঁটে। ওভারকোট ঝুলছে পায়ের পাতার কাছে। চেহারা বলছে, দক্ষিণ ফ্রান্সের পাক্কা বদমাস। সন্দেহ নেই, ভাল কোনও কাজে আসেনি। লিফট থেকে রানা বেরিয়ে আসতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা, উঠছে ক্যারিজটা। এক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল সিঁড়ির সামনে, ঝেড়ে দৌড় দিয়ে টপকাতে শুরু করল ধাপগুলো। কেন যেন মন বলছে, ওই দু'জন মেরির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সিঁড়ি ব্যবহার করায় দু'মিনিট পিছনে পড়েছে ও।

ঠিক ওই তিন মিনিটই লাগল চতুর্থ তলায় উঠতে, সুইটের দরজার সামনে গিয়ে থামল রানা। দরজায় তালা নেই। আস্তে করে ফাঁক করল কবাট। ওই তো সেই দুই লোক। ওর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁটকুর হাতে বাঁকা এক ছোরা। লম্বা লোকটা মেঝের উপর আছড়ে ফেলল ডেক-সেট।

'বেরিয়ে আয়, শালী!' চেঁচিয়ে বলল ছোরাওয়ালা বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। 'বেরুলি, ইংরেজ কুত্তি! নাকি ভাঙব দরজা? ওপারের ডাক এসেছে তোর! আসল টাকা নিয়ে নকল জিনিস দেয়া! চল্, বস্ আজ চিবিয়ে খাবে তোকে!'

লাল মুখো ক্লডিয়াকে চোখের কোণে দেখছে রানা। সোফার আড়ালে লুকিয়েছে মেয়েটা। পুরো উলঙ্গ। কবাটে ওকে দেখেই হাউমাউ করে উঠল সে। সাহায্য চাইছে। রানার দিকে চরকির মত ঘুরল বাঁটকু, পরক্ষণে ছুঁড়ল ছোরা। বিদ্যুদ্বেগে সরে গেছে রানা, তীক্ষ্ণ ডগা ঘ্যাচ করে বিঁধল কবাটে। পরক্ষণে ঝট্ করে ওয়ালথার বের করেই আগের জায়গায় ফিরল রানা। তবে ছোরাওয়ালাকে তাক করেনি, গুলি করল তার লম্বু সঙ্গীকে। লোকটার ডান কাঁধে বিঁধল পয়েন্ট থ্রি-এইট বুলেট। শেয়ালের মত লম্বা ডাক ছাড়ল লম্বু, হাত থেকে টুপ করে পড়ল বেরেটা পিস্তল। বুম করে বেরিয়ে গেল গুলি। বিঁধেছে ছাতে। লোকটা ডানকাঁধ চেপে ধরে বসে পড়ল কার্পেটের উপর। দরদর করে নামছে রক্ত। ততক্ষণে ছোরাওয়ালার মুখোমুখি হয়েছে রানা। কোমরে হাত দিয়ে পিস্তল বের করতে চাইছে লোকটা, কিন্তু বেল্টে আটকে গেছে সাইট। তার মাথার উপর ঠাস্ শব্দে নেমে এল ওয়ালথারের নল। প্রথমে বসল, তারপর সটান শুয়ে পড়ল বেঁটে, নিঃশব্দে জ্ঞান হারিয়েছে। আহত বদমাশের দিকে পিস্তল তাক করল রানা, পরক্ষণে চমকে গেল। ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়ে উঠেছে ক্লডিয়া। কারণ বোঝা গেল না, তবে বোধ হয় রক্ত দেখেই, বা ভেবেছে মানুষ খুন করেছে রানা—সোফার আড়াল ছেড়ে লাফিয়ে বেরুল ক্লডিয়া, পরক্ষণে গোলাপি নিতম্ব কাঁপিয়ে

দৌড়ে বেরিয়ে গেল করিডোরে। টানা চিৎকার থামছে না, রানার ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে ন্যাংটো সুন্দরী! কয়েক কদম সরে ডান পায়ের সমস্ত জোর দিয়ে লাথি ঝাড়ল রানা পিস্তলওয়ালার চোয়ালে। অস্ত্রের পাশেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল লোকটা। করিডোরে তখনও চলছে ক্লডিয়ার চিল চিৎকার। ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে আওয়াজ।

এক দৌড়ে বাথরুমের দরজার সামনে চলে গেল রানা। 'মেরি! জলদি! বেরিয়ে এসো!'

'আসব? কী হবে এখন! কোথায় যাব?' দরজা খুলে জন্মদিনের ড্রেসে বেরিয়ে এল মেরি।

'বড়জোর পাঁচ মিনিট, তারপরেই এসে পড়বে পুলিশ,' তাড়া দিল রানা। 'জেলে আটকা পড়তে চাই না। কাপড় পরে নাও, সরে যেতে হবে এখান থেকে।'

দৌড়ে বেডরুমে ঢুকল মেরি, গুছিয়ে নেবে ব্যাগ। সুটকেস থেকে টুকটাক জিনিস বের করেছিল রানা। দ্রুত হাতে ওগুলো সুটকেসে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে এল সুইটের দরজায়। তিন মিনিটও পেরোয়নি, পোশাক পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাজির হলো মেরি। তাকে দেখতে চমৎকার লাগছে জিন্সের প্যান্ট, সুয়েড জ্যাকেট ও হাঁটু তক উঁচু বুটজুতোয়। অয়েল ক্লথের ব্যাগে মড়ার খুলি, ধরে রেখেছে ডানহাতে। করিডোরে বেরিয়ে এল ওরা, দূর থেকে কাছে চলে আসছে পুলিশের সাইরেন।

ভেজা চুলে মেরিকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে, ভাবল রানা। এক দৌড়ে এলিভেটরের সামনে চলে এল ওরা। বাটন টিপতেই হাজির হলো লিফট, উঠে এল ওরা চোদ্দো তলায়। সেখান থেকে

ফায়ার এস্কেপ ধরে উঠে গেল ছাতে। মনে মনে প্রশংসা করছে রানা, মেরিকে প্রায় কিছুই বলতে হয়নি। ও যেন নিজ থেকেই জানে কী করতে হবে। অদ্ভুত এক মেয়ে, মহাবিপদেও ঠাণ্ডা রেখেছে মাথা। এসপিয়োনাজে ভাল করবে।

কিনারা থেকে নীচে চাইল রানা। স্কয়্যারে এসে থেমেছে পুলিশের চারটে গাড়ি, দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে বারোজন তাগড়া চেহারার জনডার্ম। ধুপধাপ আওয়াজে লেগে গেল দরজাগুলো। দৌড়ে হোটেলের লবিতে ঢুকল অফিসাররা।

'মাঝের দূরত্ব পেরুতে পারবে?' জানতে চাইল মেরি। হাত দিয়ে দেখাচ্ছে পাশের বাড়ির ছাত। এটার কিনারা থেকে আঠারো ফুট দূরে ওটার কিনারা। মাঝে অ্যাভিন্যু দে ল'পেরার বুলেভার্ড। একবার ওই দিকের ছাতে পৌঁছলে একের পর এক ছাত মিলবে। আধ মাইল চলে যাওয়া যাবে এ ভাবে। এখন প্রথম কাজ ওই আঠারো ফুট পেরুনো। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা। নিজের ব্যাগ ওদিকে ছুঁড়ে দিয়েছে মেরি। রানার হাতে খুলির ব্যাগটা দিয়ে পিছিয়ে গেল দশ ফুট, তারপর দৌড়ে গিয়ে অনায়াসে উড়াল দিল। এক শ' পঞ্চাশ ফুট নীচে নিশ্চিত মৃত্যু! পাখির মত উড়ে চলল মেরি, প্রায় নিঃশব্দে গিয়ে নামল পাশের ছাতে। পাঁচ সেকেণ্ড পর বলল, 'খুলিটা ছুঁড়ে দাও!'

রাগবি বলের মত গীবর্গের খুলি পাঠিয়ে দিল রানা, নিখুঁত ক্যাচ ধরল মেরি। এরপর সুটকেস ছুঁড়ল রানা। ভাবছে, ভারী জামাকাপড় নিয়ে পৌঁছতে পারব তো! বিশ ফুট পিছিয়ে গেল, তারপর দৌড়ে কিনারায় গিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে লাফ দিল। পৌঁছল টায়ে টায়ে, তবে নিঃশব্দে ছাতে নামা হলো না, হোঁচট

খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল মেরির সাহায্যে। ওর কোটের আস্তীন খামচে ধরেছে মেয়েটা।

'খারাপ না,' বলল মেরি। 'চলো এবার!'

হোটেলের দিক থেকে হই-চইয়ের আওয়াজ আসছে। সেইন নদীর দিকে দৌড়াতে শুরু করল দু'জন। বামে চাইল রানা, ওই তো দেখা যায় প্রকাণ্ড নটর ড্যাম ক্যাথিড্রাল। দশ মিনিট ঘুমন্ত কবুতরগুলোকে চমকে দিয়ে ছাতের টালি ধরে দৌড়াল ওরা। তারপর হাঁটতে শুরু করল। দু'মিনিট পর ডানদিক দেখাল মেরি। একহাতে খুলি, দাঁতে ধরে রেখেছে ব্যাগ, ইশারায় বুঝিয়ে দিল, এবার ওই ড্রেইন পাইপ বেয়ে নেমে যেতে হবে এক শ' পঞ্চাশ ফুট! মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল, নিশ্চয়ই পারবে রানা?

কোনও জবাব দিল না রানা। নীচে সুনসান এক নির্জন গলি। সুটকেস নিয়ে নামা সম্ভব নয়। শখের স্যামসোনাইট, এক সেকেণ্ড দ্বিধা করে নীচে ফেলল রানা। উপর থেকে শুনে মনে হলো বড় কিছু বিস্ফোরিত হয়েছে। রানার যৎ-সামান্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে গেছে গলির ভিতর। মেরির পিছু নিল রানা, নামতে শুরু করল পাইপ বেয়ে।

পাঁচ মিনিট পর নীচে নেমে দু'হাত ঝাড়ল রানা। পাইপ ছিল জং ধরা, লালচে রঙের। পাইপ যে খসে পড়েনি সেটাই কপাল। জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিয়ে সুটকেসে ভরল রানা, ওকে সাহায্য করল মেরি। কাজ শেষে গলি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সড়কের পাশ দিয়ে এমন ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে, যেন বেড়াতে বেরিয়েছে দুই ট্যুরিস্ট। কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। সন্দেহ নিয়ে ওদের দিকে চাইছে পথচারীরা। দেখবার মত দৃশ্য: ময়লা জামা পরা

লম্বা এক এশিয়ান লোক, হাতে তোবড়ানো সুটকেস, পাশে হাঁটছে এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী!

একমিনিট পেরুনোর আগেই ট্যাক্সি নিল ওরা। গাড়ির ভিতর নিকোটিন ও রসুনের বদ গন্ধ। প্যারিসের ক্যাবে এ দুর্গন্ধ সর্বক্ষণ থাকবারই কথা।

'ওদের ব্যাপারটা কী?' রাগ প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে।

'গলা উঁচিয়ে কথা বলবে না আমার সঙ্গে, মাসুদ রানা। আমি কি ওদের চায়ের দাওয়াত দিয়ে এনেছি? যার কথা জানতে চাইছ, তার নাম গার্সিয়া... মার্সেই-এ একটা মাফিয়া দল চালায়। আমার প্রাক্তন ক্লায়েন্ট। তবে অখুশি, তা তো বুঝতেই পারছ।'

'তা-ই?'

'তা-ই তো! আমাকে বলেছে যোগাড় করে দিতে মাতিসের সত্যিকারের কোনও ছবি। আরে বাপু, নাকের সামনে মাতিসের শিল্প ধরলেও তো বুঝবি না তুই! ব্যাটা আসলে চেয়েছে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অতিথিদের দেখিয়ে বাহবা কুড়াতে। আমি আবার শ্যাল্টেনহ্যামের এক বুড়োকে চিনি, দারুণ আঁকে। মাতিসের সত্যিকারের ছবি নকল করতে পারে। কাজেই বাড়তি কষ্ট করব কেন? ডন গার্সিয়াকে ওরই একটা ছবি গছিয়ে দিলাম। বুড়োর সঙ্গে ভাগ করে নিলাম টাকা। ছবিটা পেয়ে খুব খুশি হলো গার্সিয়া, কিন্তু একদিন কোথাকার এক এক্সপার্ট ওকে বলে দিল ছবিটা নকল। আণ্ডারওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে গেল, মাফ নেই আমার। তবে আগে এত গুরুত্ব দিইনি।'

'বোকা মেয়ে। তুমি জানো তোমার শত্রু আছে, তারপরও বারবার উঠছ একই হোটেলে, একই সুইটে? আর আমি ভেবেছি

তুমি প্রফেশনাল। আমরা অন্য কোনও হোটেলে উঠব এবার। এমন কোথাও, যেখানে আমাদের কেউ চেনে না। আমরা মোসিউ ও মাদাম সারকোজি। সাধারণ নিয়মও জানো না তুমি।'

'আমাকে লেকচার দিতে এসো না। আমার পেশা আমি তোমার চেয়ে অনেক ভাল বুঝি।'

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, কেউ কথা বলছে না। গাড়ি চলেছে বাম তীরের পন্ট দু ক্যারাউসেল ধরে। প্রথমে নীরবতা ভাঙল মেরিই, 'রানা!'

'কী?'

'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বলে।'

মেরির মুখে প্রথমবারের মত ভাল কোনও কথা শুনল রানা।

ছয়

সড়ক ছেড়ে সেইন্ট জার্মেইন-এর এক বুলেভার্ডের গলিতে নাইট ক্লাব টাকিলা হেভেন। আশপাশে রয়েছে কিছু পাব ও পতিতালয়। প্রতিটি গলি সরু, অন্ধকারময়। বাতি নেই বললেই চলে। বিপজ্জনক। ওখানেই নিয়ে চলেছে মেরি রানাকে।

'এখনও আসতে শুরু করেনি সবাই, মাত্র তো সন্ধ্যা,' বলল

মেরি। অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙতে চাইছে।

ওদের পিছনে পায়ের আওয়াজ। তারপর বাঁক নিল পদশব্দ, চলে গেল আরেক গলি ধরে। থমথম করছে রাতের রুদ্ধ পরিবেশ। যেন আটকা পড়েছে ওরা গোলকধাঁধার ভিতর। খানিক এগুনোর পর এল বাজনা ও হাসির আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর বোঝা গেল এটা কানা গলি। শেষ প্রান্তে পুরানো এক দালান। সামনে বড়সড় দরজা, লাল রঙের। ওটা খুলে যেতেই এল হৈ-চৈ ও হাসির আওয়াজ। দুই মধ্যবয়স্ক লোক বেরিয়েছে, মুখে তৃপ্তির তেলতেলে হাসি। লাল দরজা আবারও বন্ধ হতেই হারিয়ে গেল আওয়াজ।

বারকয়েক জোরে নক করল রানা। দরজা খুলে দিল ভারী আকৃতির এক লোক। ভাল ফিটিং করা সুট, বামহাতে জ্বলছে সিগারেট, মোটা আঙুলে তামাকের হলদেটে দাগ। মেরিকে দেখে চিনেছে, আস্তে করে মাথা দোলাল সে। দরজা পেরিয়ে সরু এক করিডোর। মেঝের উপর টকটকে লাল কার্পেট। কোথাও ব্যাণ্ড-দল বাজনা বাজিয়ে চলেছে। করুণ সুর বাজছে গিটারে, সঙ্গে ওয়াল্টসের ছন্দে টোকা পড়ছে ডাবল ব্যাস ও ড্রামে। রানাকে পথ দেখাল মেরি, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা মাটির নীচের এক বিশাল ঘরে। দেয়ালগুলো আয়না দিয়ে ঢাকা। উত্তর দিকে ছোট্ট এক স্টেজ, ওখানে বাদক-দল। কালো মিনি স্কার্ট পরে মাইক্রোফোনে ইংরেজি গান গাইছে এক জার্মান মেয়ে।

এরইমধ্যে ভরে গেছে অর্ধেক ঘর। বান্ধবী বা স্ত্রী নিয়ে আসেনি কেউ। পাশে নাইলন স্টকিং পরা মেয়েরা। কেউ কেউ কোলে। মেয়েরা অতিরিক্ত মেকআপ নিয়েছে। একের পর এক

সিগারেট টেনে চলেছে। মাঝে মাঝে প্রেমের ভঙ্গি নিচ্ছে। ষাট বছর বয়সী এক লোক দেখা গেল; দাঁতে কামড়ে ধরা মোটা চুরুট। পাশে মেয়েটির বয়স বড় জোর বিশ, বৃদ্ধের বামকানে আলতো করে কুটকুট কামড় দিয়ে চলেছে। আরেক টেবিলে কর্ডুরয় পরা এক হাড্ডিসার বুড়ো, মনোযোগ দিয়ে তরুণী সঙ্গিনীর প্যান্টির ভিতর কী যেন খুঁজছে সে।

মেরি বিশ্রী এক নাইট ক্লাবে নিয়ে এসেছে রানাকে।

'দারুণ মজা চলছে, তা-ই না?' বলল মেরি। কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বোঝা গেল, ওর পছন্দ নয় এ পরিবেশ।

একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। হাতঘড়ি দেখল রানা। সোয়া একটা বাজে। পাশের টেবিলে চোখ পড়ল। এক মেয়ে কাগজে ঢেলেছে খুদে কিছু সাদা ক্রিস্টাল, ব্লেডের পিঠ দিয়ে চেপে ওগুলো গুঁড়ো করল। পাউডার সূক্ষ্ম হতেই পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একটা নোটের ভিতর রোল করল, তারপর নাকের এক ফুটো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে পাশের ফুটো দিয়ে টেনে নিল গুঁড়ো।

মেরির দিকে চাইল রানা। 'টাইফুন পাউডার?'

'হ্যাঁ। ব্লেডস ক্লাবের মিস্টার গেইজার খদ্দেরকে দেয় পাঁচ পাউণ্ডে, কিন্তু এখানে মেয়েদের দেয়া হয় বিনা পয়সায়।'

'ক্যাসিনো ব্ল্যাগান থেকে আমি ফিরলে ধরা পড়বে গেইজার।'

নতুন এক টিউন বাজ শুরু করেছে ব্যাণ্ড দল। বিষণ্ন চোখের দুই পতিতা ড্যান্স ফ্লোরে নাচছে। টং হয়ে আছে নেশায়। একে একে সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল।

রানাদের টেবিলের দিকে আসছে কালো শার্ট পরা ঘর্মাক্ত এক পেটমোটা লোক। তার কী যেন অস্বাভাবিক, ধরতে পারল না

রানা। মেরির দিকে চেয়ে মোটা ঠোঁটে ফুটে উঠেছে চওড়া হাসি।

'ওই লোক ব্রিস অর্তেফু, এ ক্লাবের মালিক,' নিচু স্বরে বলল মেরি। রানার সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে লাইটার দিয়ে জ্বেলে নিল।

লোকটা কোনও অনুমতি নিল না, থলথল করে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল মেরির পাশে।

কণ্ট্যাক্ট তা হলে পতিতার দালাল। এ-ই পাঠায় ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে। নিজ পেশায় সফল। তবুও মেয়েলোকের দালাল।

'অনেকদিন আসোই না, বাবুই পাখি?' কর্কশ স্বরে বলল অর্তেফু।

'ভাল লাগছে আপনাকে দেখে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল মেরি। নাকের দুই ফুটো দিয়ে গলগল করে ছাড়ছে ধোঁয়া।

'আর... এ কে? বন্ধু? নাকি স্বামী জুটিয়ে নিয়েছ?'

হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল না রানা। 'আমার নাম মাসুদ রানা। ...ও এত ভদ্রমহিলা হয়ে ওঠেনি যে বিয়ে করব।'

'আমার সন্দেহ, কোনও লোক ওকে ভদ্র করতে পারবে না, মোসিউ। আমার নাম ব্রিস অর্তেফু, টাকিলা হেভেনের মালিক। ...কেমন লাগছে আমার ছোট্ট আনন্দ-ভুবন, মিস্টার রানা?' মোটা লোকটা এই ক্লাব কাম পতিতালয়ের মালিক হয়ে গর্বিত।

'চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন।'

'আমার যা পেশা তাতে প্রশংসা পেলে খুশি হই। আইন করে আমার কাজ বন্ধ করতে চেয়েছে সরকার। ...পেরেছে?' গলগলা হাসি ফুটে উঠল মুখে। সুট পরা এক ওয়েটারকে হাতের ইশারা করল। 'সামান্য উপহার? হাজার হোক আপনারা আমার অতিথি।'

ওয়েটারের কাছ থেকে দু' গ্লাস শ্যাম্পেন নিল সে, নামিয়ে রাখল রানা ও মেরির সামনে। 'মিস্টার রানা, বাবুই পাখি, আসুন টোস্ট করিঃ চিরদিন চলুক প্যারিসের পতিতালয়!' নিজের গ্লাস ঠোঁটে তুলল সে, বিশ্রী ঢকর-ঢকর আওয়াজ তুলে শেষ করল ড্রিঙ্ক। 'হ্যাঁ, এবার ব্যবসা নিয়ে আলাপ করা যাক? তো, বাবুই পাখি, কী নিয়ে এসেছ?'

'ম্হ্ম্ম্-হ্ম্ম্' বিড়বিড় করে বলল মেরি, মুখ-বাঁধা ব্যাগ সামান্য ফাঁক করে দেখাল।

কৌতূহলী চোখে চাইল অর্তেফু, আন্তরিক হেসে ফেলল। 'সব সময় অবাক করো তুমি, বাবুই পাখি। এবারের কাজে বোঝা যায় তুমি সত্যিই এক্সপার্ট। ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাবে। ...ব্যবসা সহজ করে তুলেছি আমরা, কী বলো? এই যে তোমার আমন্ত্রণ-পত্র।' শার্টের পকেট থেকে গোলাপী রঙের ছোট্ট এনভেলপ বের করল সে। 'আগামীকাল বিকেল তিনটেয় নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে সিমুস আর বেট্রেগু।'

'আর আমার বন্ধুর জন্য?' ব্যাগের ভিতর আমন্ত্রণ-পত্র রেখে দিল মেরি।

'আমন্ত্রণ-পত্র? ক্যাসিনোয় যাওয়ার জন্য? বাবুই পাখি, কাকে বিছানায় তুলবে সেটা তোমার খুশি। কিন্তু আমাকে মাত্র একটা আমন্ত্রণ-পত্র দিতে বলেছে। সেটা আমি তোমাকে দিয়েছি। আমাকে নিয়ম মেনে চলতে হয়। আমন্ত্রণ-পত্র হালকা বিষয় না যে ভাবনা-চিন্তা না করেই দেওয়া যাবে। নির্দিষ্ট মানুষকে দিতে হয়। নিশ্চয়ই জানো, আমি ভুল করলে কী করবে সে?' রানার দিকে চাইল অর্তেফু। 'আমি আপনাকে অপমান করছি না,

মোসিউ, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পরিস্থিতি?'

'তা তো বটেই,' বলল রানা। চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ল না। এবার কী করবে, ভাবতে শুরু করেছে।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, মোসিউ। আপনাকে ক্লাব ঘুরিয়ে নিয়ে আসি, চলুন। ...আশা করি অদ্ভুত কিছু জিনিস দেখাতে পারব, যেগুলো আগে দেখেননি। অবশ্য আমার বদলে বাবুই পাখি ক্লাব ঘুরিয়ে দেখাতে পারে, যদি চায়।' উঠে দাঁড়াল অর্তেফু।

যদি দৃষ্টি দিয়ে খুন করা যেত, তা হলে মেঝের উপর পড়ে তড়পে মরত মোটা। মনে হলো যে-কোনও সময়ে লোকটার পিঠে ছোরা গেঁথে দেবে মেরি। ড্রিঙ্কের গ্লাস হাতে একদিক দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করল অর্তেফু। তার সঙ্গে চলেছে রানা ও মেরি। পেরিয়ে গেল ড্যান্স ফ্লোর, চলে এল আরেকটা করিডোরে। একটু এগুতেই পড়ল দ্বিতীয় কক্ষ।

এ ঘর আঁধার, তবে এক ধারে মঞ্চ। ওখানে মৃদু বাতি জ্বলছে। মঞ্চে দাঁড়িয়েছে এক আফ্রিকান যুবতী, দৈর্ঘ্যে অন্তত ছয় ফুট। কালো চামড়ার পোশাক পরেছে। হাতে দীর্ঘ এক চাবুক। হাতল থেকে নেমেছে নয়টি চামড়ার ফিতে: এ ক্যাট অভ নাইন টেইল্‌স্।

মঞ্চ এমন ভাবে সাজানো, মনে হয় ওটা কোনও গ্যালিওনের ডেক। কনকুইস্টাডোরদের সে-সময়কে ফুটিয়ে তুলেছে। ডেকের মাঝখানে দীর্ঘ এক খুঁটি। তার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনীকে। সোনালী কেশী, চোখ দুটো নীল। সাদা ইউনিফর্ম টেনে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছে সাদা নিতম্ব। টুকটুকে লাল রক্ত পা বেয়ে নামছে। বারম্বার

চাবুক কষছে কালো মেয়েটা। সঙ্গে চলছে বিশ্রী ফ্রেঞ্চ গালাগালি। আঁধারে বসে নারকীয় দৃশ্য দেখছে দর্শকরা।

'এটা আমার পছন্দের ঘর, মিস্টার রানা। প্রতিদিন দুটো শো করি আমরা। এই নাটকের নাম: "দ্য কারেকশন অভ দ্য পাইরেট মেইডেন।" আমি নিজে লিখেছি।' খুশি ও গর্বে জ্বলজ্বল করছে অর্তেফুর চোখদুটো।

তৃতীয় ঘরে ঢুকল ওরা। করিডোরে লাল কার্পেট। বাম পাশে একটু পর পর ছ'টা লাল দরজা। প্যারিসের পতিতালয় ঠিক এ ধরনের হয়।

'নিশ্চয়ই আগে প্যারিসে এসেছেন, মিস্টার রানা?' বলল অর্তেফু। মিটিমিটি হাসছে। রানা বুঝে গেল ওই দরজাগুলোর ওপাশে কী। 'ওই খামার-মালিকের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে একটু ইয়ে করতে চান? সুযোগ পেলে সবাই একটু ইয়েই করে।' প্রথম দরজা খুলে ফেলল অর্তেফু। ঘরটা দশ ফুট বাই দশ ফুট। মেঝে ঢাকা পড়েছে ছনে। সব কিছু বলছে, ওটা খোঁয়াড়। পরের দরজা খুলতেই দেখা গেল ওটা ট্রেনের বগি। ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। একটু পর পর হুইসল দিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে নড়ছে পাটাতন। পাটাতনের নীচে কোনও ধরনের ইলেকট্রিক মেকানিজম রয়েছে। পরের ঘর হাসপাতালের ওয়ার্ড। এর পরেরগুলো স্কুলের কক্ষ, ডানজন। শেষে বিমানের কেবিন।

'একটার ভিতর ঢুকে একটু মজা লুটতে চান, মিস্টার রানা? কোনও ফি নেব না।'

মেরি আপত্তি তুলবার আগেই খপ্ করে ওর হাত ধরল রানা, টেনে নিয়ে গেল ট্রেনের বগির ভিতর।

'সব কিন্তু পাঁচ মিনিটে শেষ করতে হবে!' কান পর্যন্ত হাসছে অর্তেফু।

পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ঘরের দু'পাশে দুটো কাঠের বেঞ্চ, কালো চামড়া দিয়ে মোড়া। এক দিকের জানালা দিয়ে বাস্ক এলাকা দেখা গেল, পিছিয়ে চলেছে। মনোযোগ দিয়ে চাইলে বোঝা যায় ছবিটা ওয়াটার কালারে আঁকা, ইলেকট্রিক মোটর ওটাকে বারবার ঘুরিয়ে আনছে। একটু করে দুলছে মেঝে।

একটা বেঞ্চির উপর বসল মেরি, রাগে জ্বলছে দুই চোখ। রানা এগিয়ে আসছে দেখেই মুঠো করে ফেলল দু'হাত।

'কী করতে চাও তুমি?' হিসহিস করে বলল মেরি।

'তুমি যা ভাবছ তা নয়,' বলল রানা। 'আমি তোমাকে ছোঁবো না। কিন্তু অর্তেফু আমাকে পছন্দ করুক, তা চাই। মনে রেখো আমরা যেখানেই যাই, একইসঙ্গে যাব।'

'এসব পছন্দ হচ্ছে না আমার। এর পর থেকে আর কখনও চোখ তুলে কথা বলতে পারব না ওই মোটকু শুয়োরের সঙ্গে। দেখা হলেই বলবে, কেমন ছিল সেই ট্রেনের বগি।'

'দেখো মেরি, ওই ক্যাসিনোর ভিতর ঢুকতে হলে লোকটার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। যদি আমাকে পছন্দ করে, যদি বোঝাতে পারি যে আমাকে ছাড়া কোথাও যাবে না তুমি, সেক্ষেত্রে আমন্ত্রণ-পত্র দেবে। মনে রেখো আমরা একটা চুক্তি করেছি, তোমার জিনিস তুমি পেয়ে গেছ, এবার আমাকে পৌঁছে দেবে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে। যদি এর অন্যথা হয়, তোমাকে তুলে দেব জগুারমের হাতে।'

বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরি। বেঞ্চে ওর পাশে বসে পড়ল

রানা। তিন মিনিট পেরুতেই মন স্থির করল মেরি। নকল হুইসল বেজে উঠল। দুলে চলেছে বগি। জানালার ছবি ঘুরে ঘুরে আসছে। খামার বাড়ি, শুয়োর চরছে, ওই যে সোনালী গমের খেত, আরও দূরে পাহাড়।

'বেশ,' চাপা স্বরে বলল মেরি। 'তা হলে পরিস্থিতি বাস্তব করা উচিত। অর্তেফু এখন ভাবছে আমরা দু'জন পাগল হয়ে উঠেছি। তা-ই তো?'

'ঠিক তা-ই।'

'তা হলে বাস্তবে অভিনয় করা উচিত।'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে...' চিন্তিত চোখে ঘরের চারপাশে চাইল মেরি। 'এটুকু ঘরে কিছু করা যায় কখনও? তুমি কি কখনও কোনও ট্রেনে...'

'হ্যাঁ। তবে ওটা ছিল স্লিপিং কম্পার্টমেন্ট। কাঠের বেঞ্চি ছিল না।'

'ও! কিন্তু এখানে ওরা কী করে ওসব... টেবিল তো খটখটে শক্ত।'

'কিছু ভাবতে হবে। প্রথম কথা, এলোমেলো করো তোমার চুলগুলো।'

'বেশ।' মাথা ঝাঁকাল মেরি, দু'হাতে নীলচে চুল নাড়ছে পাগলের মত। বব চুল এসে পড়েছে কপাল ও চোখের উপর। 'কয়েকটা বোতাম খোলা উচিত না?'

'হ্যাঁ।'

ব্লাউজের উপরের দুটো বোতাম খুলে ফেলল মেরি। 'তুমি

নিজে কিছু করো! মাসুদ রানা কি সবসময়ে জ্যাকেট পরে মেয়েদের সঙ্গে...'

টাই মুচড়ে দিল রানা, বেঞ্চের উপর খুলে রাখল ডিনার জ্যাকেট।

টেবিলে উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মেরি, ওর উপর ভর দিল রানা। দু'জনের চোখদুটো দু'ইঞ্চি দূরে। ঠিক তখনই বিস্মিত হলো রানা, চট্ করে ওর ঠোঁটে চুমু দিল মেরি। রানার উপরের ঠোঁট চুষছে মেরি।

'হঠাৎ কেন?' পাঁচ সেকেণ্ড পর বলল রানা।

'তোমার ঠোঁটে লিপস্টিক দরকার। তা ছাড়া, আমি ভুলিনি তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

রানার ঠোঁট দুটো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মেরি। ঘোর লাগছে রানার। খুব কাছ থেকে আসছে জুঁই ফুলের সুবাস। মেরির গোলাপ পাপড়ির মত ঠোঁটদুটো টানছে রানাকে। পাল্টা চুমু দিতেই ঝট্ করে সরে যেতে চাইল মেরি। পরক্ষণে চড়াৎ করে চড় দিল রানার গালে। 'বেশি বাড়তে যেয়ো না, মাসুদ রানা।'

'তোমার দেনা শোধ করে দিলাম।' চাপা স্বরে বলল রানা। 'তুমিও তো আমাকে আছাড় খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছ!'

'ভুল করেছি। ভেবেছ চাইলেই আমাকে...'

ঠক-ঠক করে নক করছে কেউ, তারপর খুলে গেল দরজা। অর্তেফুর ফোলা চেহারা উঁকি দিল। রানা ও মেরিকে শুয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল, 'টিকেট, প্লিয!' হাসি দেখে মনে হলো দারুণ কৌতুক করেছে। আস্তে করে মাথা নাড়ছে। 'খুব আনন্দ চলছে দেখি!' বাড়ির মালিক হিসাবে ভদ্রতা দেখাতে চাইল, দু'হাতে

দুটো শ্যাম্পেনের গ্লাস।

রানা সরে যেতেই উঠে বসে অর্তেফুর কাছ থেকে গ্লাস নিল মেরি, চুমুক দিল। গ্লাস নিয়ে টেবিল থেকে পিছিয়ে বেঞ্চে বসল রানা। সিটে গ্লাস রেখে পরে নিল জ্যাকেট। ভাবছে, গেইজার ঠিকই বলেছে, সত্যি অত্যন্ত বিপজ্জনক মেয়ে। টেবিলের কিনারায় কাঁচির মত রেখেছে লোভনীয় দুই উরু। ও দুটো জানালার কার্নিস ও পাইপ বেয়ে ওঠে। গ্লাসে এক চুমুক দিল রানা। শ্যাম্পেনের সঙ্গে মিশিয়েছে ব্র্যাণ্ডি, বরফের মত শীতল শ্যাম্পেন। চমৎকার।

'কীসের জন্য ড্রিঙ্ক করছি আমরা?' চোখ নাচাল অর্তেফু।

'হোক না ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে বেড়াতে যাওয়ার উপলক্ষে, মোসিউ অর্তেফু?' মৃদু হাসছে রানা।

একটু বিস্মিত হলো অর্তেফু, তবে উৎসাহ নিয়ে বলল, 'নয় কেন? যান না, ঘুরে আসুন ওখান থেকে। টোস্ট করছি ক্যাসিনো ব্ল্যাগানের জন্য! ভাল থাকুন কাউণ্ট ব্ল্যাগান!'

'টু কাউণ্ট!' এক চুমুকে গ্লাস খালি করল রানা।

একই কাজ করেছে মেরি।

'তুমি দারুণ দেখালে তো!' প্রশংসা করল অর্তেফু।

পাল্টা হাসল মেরি। হঠাৎ করেই প্রেমিকার ভঙ্গি নিয়েছে। আদর-ভরা স্বরে রানাকে বলল, 'ডার্লিং, চলো ফিরি হোটেলে? তোমাকে নিয়ে বিছানায় যেতে চাই।'

এ কথা যেন বোমা ফাটিয়েছে।

'মোসিউ রানা, এ মেয়েকে আর কত কষ্ট দেবেন?' হাসছে অর্তেফু। 'ওর দরকার নরম বিছানা। তার চেয়েও বেশি দরকার আপনাকে কাছে পাওয়া। ঠিক কি না?'

অর্তেফুর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। হাসি থামছে না লোকটার, কী যেন গুঁজে দিল রানার জ্যাকেটে। হাতের স্পর্শে বুঝল রানা, ওটা একটা এনভেলপ। 'আপনি ওই ক্যাসিনোয় বেমানান হবেন না, মোসিউ,' বলল অর্তেফু। 'একটু বেআইনি কাজ করলাম বটে, তবে আমাকে ধরছে কে! ভাল থাকুন, মোসিউ রানা।'

রানার কনুই ধরে সামনে বাড়ল মেরি। ওদের আগে আগে চলেছে অর্তেফু। করিডোর আর পরের দুই ঘর পেরুল ওরা, চলে এল সিঁড়ির সামনে। হাত নেড়ে বিদায় জানাল অর্তেফু, একবার বাউ করেই দ্রুত পায়ে ফিরল প্রধান কক্ষে। সিঁড়ি বেয়ে গলিতে বেরিয়ে এল রানা ও মেরি। গলির ভিতর বদ্ধ পরিবেশ। হাওয়া নেই, থমথম করছে প্যারিস।

ভোরের ট্যাক্সি নিল রানা। হোটেলে ফিরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করল। 'হ্যালো, রানা এজেন্সি? রানা। উত্তর আফ্রিকার কোম্পানি অর্ডার দিয়েছে। দু'জনের জন্য দুটো টিকেট দরকার। ম্যারাক্যাশ যেতে হবে। আর কোম্পানির গাড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে।'

মূল কথা, ফ্লাইটের টিকেট কাটো, লণ্ডনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও গ্রাহাম কুপে।

সকাল দশটায় এল রানা এজেন্সির হাসিখুশি এক তরুণ। মেরির সঙ্গে তার দেখা হলো না। মেরিকে ছাড়াই মোস্তাফিজের সঙ্গে নাস্তা নিয়ে বসল রানা। টুকটাক কথা চলল। খাওয়া শেষে গ্রাহাম কুপের চাবি সাগরেদের হাতে দিল রানা। আগেই পেয়ে গেছে প্লেনের টিকেট ও কিছু টুকটাক প্রয়োজনীয় ইকুইপমেণ্ট।

'কাউন্ট সম্পর্কে কী জানো, মেরি?'

পেপারব্যাক বই পাশে রেখে দিল মেরি, পাশ দিয়ে যাওয়া এক স্টুয়ার্ডেসের দিকে চেয়ে ইশারা করল, ভোদকা টনিক চাইছে। রানার সিগারেট প্যাকেট থেকে একটা নিয়ে ধরিয়ে নিল। প্যাকেট যেন ওরই। পাত্তা দিল না রানা, চেয়ে রইল অনেক নীচে। বিশ হাজার ফুট উপর থেকে সরু সাদা রেখা চোখে পড়ছে। ওটাই নর্থ আফ্রিকার উপকূল। দ্বিতীয়বারের মত বলল রানা, 'আমরা যার সঙ্গে ম্যারাক্যাশে দেখা করব, সে-ই কী কাউন্ট?'

নাকের দুই ফুটো দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে মেরি। ভঙ্গি থেকে মনে হলো, অশান্ত ছোট্ট ছেলেকে ধৈর্য ধরে বোঝানোর চেষ্টা করছে কোনও মা। 'না। আমরা চলেছি দুই লোকের সঙ্গে দেখা করতে। ওঁদের নাম সিমুস ও বেট্রেণ্ড। কাউন্টের হয়ে কাজ করে ওরা।' মেরি যেন তথ্য ছাড়তে রাজি নয়, ইচ্ছা করেই বিরক্ত করে তুলছে রানাকে।

তা সে পারলও বটে। স্টুয়ার্ডেস আসতেই তার দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে চাইল রানা। এ পর্যন্ত তিনবার ড্রিঙ্ক দিয়ে গেছে এ মেয়ে। পরক্ষণে ভাবল, এর দোষ কী? কড়া চোখে মেরির দিকে চাইল, পরক্ষণে খপ্ করে ধরল বাম কনুই।

'যথেষ্ট বিতলামি হয়েছে, বদমাইশ মেয়ে,' নিচু স্বরে বলল কানের পাশে। 'আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এবার তোমার বলতে হবে কীসের মধ্যে গিয়ে পড়ছি। কে এই কাউন্ট ব্ল্যাগান?'

কনুই ছাড়িয়ে নিতে চাইল মেরি, তা না পেরে রেগে উঠল। হাতের ধাক্কা লেগে ফ্লাইট ম্যাগাজিনের উপর পড়ল গ্লাস থেকে বেশ খানিকটা ড্রিঙ্ক।

'তার নাম কাউন্ট অ্যানডন ব্ল্যাগান,' নাক-মুখ কুঁচকে ফেলেছে মেরি। 'এর বেশি কিছু জানি না।'

'কীসের কাউন্ট সে?'

'জানি না বলেইছি তো!'

'কতদিন ধরে ওই ক্যাসিনো চালায়?'

'জানি না। তবে ওখান থেকে কখনও বের হয় না। দরকার পড়ে না। ওখানে এমনিতেই আছে জুয়ার ব্যবস্থা, ভাল খাবার, ড্রিঙ্ক—আর দরকার কী? তার ধারণা দুনিয়ার সেরা লোকের সঙ্গে মিশছে। বিদঘুটে এক ক্ষ্যাপা লোক সে। ওখানে জমিয়ে চলেছে দুর্লভ অ্যান্টিক। তার ধারণা ওসব বোঝে সে। আসলে কিছুই জানে না। বিপুল টাকা আছে, তাই দিয়ে কিনছে সব।'

'ওখানে কোনও কাউন্টেস নেই?'

'না। কখনও কোনও মেয়েকে দেখিনি তার সঙ্গে। আমার সঙ্গে কখনও ফ্লার্ট করতে চায়নি। এতে একটু অবাকই হয়েছি। আমার ক্লায়েন্টরা সাধারণত খাটে তুলতে চায় আমাকে। বেশির ভাগ লোক মনে করে টাকা দিয়ে অ্যান্টিক কিনছে, কাজেই ক্ষণিকের জন্য কিনে নিয়েছে আমাকে। অ্যানডন ব্ল্যাগান কখনও কোনও মেয়েকে কাছে টানে না। ...বুঝতে পারছি কী ভাবছ। না, তাকে কোনও ছেলের সঙ্গেও দেখিনি। সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকে তার ম্যানসার্ভেন্ট, ডাগডগ। মনে করি না ওই লোকের সঙ্গে প্রেম করে কাউন্ট। ব্যস, আর কিছুই জানি না তার সম্পর্কে। এবার

আমার হাত ছেড়ে দাও। আর কখনও গায়ে হাত দেবে না, খবরদার!'

আস্তে করে কনুই ছেড়ে দিল রানা।

ঠোঁটে গ্লাস তুলল মেরি, যতটুকু ছিল ঢক্ করে গিলে নিল। প্যাসেজের দূরে চলে গেল চোখ। স্টুয়ার্ডেসকে খুঁজছে। একটু পর এল মেয়েটি, তার কাছ থেকে আবারও ভোদকা টনিক নিল মেরি। পঞ্চমবারে আপত্তি তুলল স্টুয়ার্ডেস, দিতে চাইল কমলার জুস। ভয় পেয়েছে বমি করে চারপাশ ভাসিয়ে দেবে মেরি।

ওর মদ্যপান দেখে বিরক্তি লেগে গেছে রানার। এ মেয়ে যেন আর মহিলা নেই, বুনো বেবুন হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠ ড্রিঙ্ক শেষে সপ্তম শেষ করেও মাতাল হলো না মেরি। তবে তাকে দেখতে লাগল পাগলাটে।

ওর খারাপ কিছু হলে আমার কী? নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা। মন থেকে নিশ্চিত কোনও জবাব এল না। সন্দেহ নেই ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে যাওয়ার জন্য মেরি ওর পাসপোর্ট, তার বেশি কী! তারপরও খচ্ খচ্ করছে অন্তর। শিক্ষিত একটা মেয়ে এভাবে অ্যালকোহলে ডুবে থাকবে, মানা কঠিন। পশ্চিমা কমিকের খারাপ চরিত্র এ ধরনের আচরণ করে। আপাতত কিছু বলবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা। পরে মেরির সঙ্গে কথা আছে ওর। মন চাইছে, এক ধাক্কা দিয়ে গ্লাস সরিয়ে দেয় ঠোঁট থেকে। এ মেয়ের ড্রিঙ্কিঙের কারণে কঠিন হয়ে উঠেছিল হোটেল-কক্ষে থাকা। এমন আচরণ করছে, নিজেকে সামলে রাখতে বেগ পেতে হয়। আকর্ষণ করছে মেরি, দেখিয়ে চলেছে লোভ, এদিকে একটু এগুলেই বাধা দিচ্ছে। শেষে আমিই না পাগলা গরিলা হয়ে উঠি, ভাবল রানা। ফড়াৎ

করে ছিঁড়ব মেরির পোশাক! তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ব ওকে কাছে পাওয়ার জন্য?

এসব চিন্তা মন থেকে দূর করে দিতে চাইল রানা। মেরি ওর পাসপোর্ট, এর বেশি কিছু না ভাবাই ভাল। সিটে হেলান দিল ও, ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। এক ঘণ্টা পর অনেক নীচে দেখা দিল খয়েরি অ্যাটলাস পর্বত। নামতে শুরু করেছে বিমান। সামনেই ম্যারাক্যাশ শহর।

সাত

বুড়োর চোখদুটো বিস্ফারিত, যে-কোনও মুহূর্তে কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। চোয়ালে সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, যেন ভোরের শিশির। মাথার উপর দু'হাতে তুলেছে অদৃশ্য এক ছোরা, নামিয়ে আনল দ্রুত। বার বার! বিদ্ধ করছে মাটিতে পড়ে যাওয়া অদৃশ্য কাউকে। শত্রুকে বধ করে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল বুড়ো, রক্তাক্ত দু'হাতে চেপে ধরল মাথার দু'পাশ, তারপর আর সইতে পারল না, অদৃশ্য ছোরা চালিয়ে দিল নিজের হৃৎপিণ্ডে।

প্রাচীন আমলের এক কাহিনি বলছে সে। সেকালে ছিল এক রাজা। হিংসা করে তাকে হত্যা করে তারই ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু।

ছোটবেলায় এই বৃদ্ধকে এ গল্প শুনিয়েছে তার বাবা। তার বাবা আবার শুনিয়েছে তাকে। হাজার বছর ধরে চলছে এই কাহিনির পুনরাবৃত্তি। বৃদ্ধ শুধু জানে তার পূর্বপুরুষ হাজার বছর ধরে বাস করেছে মরুভূমিতে, বার বার সবাইকে শুনিয়েছে এই কাহিনি। বদলে পেয়েছে সোনার চকচকে দারহাম ও ব্রোঞ্জের স্যাণ্টিম। কত হাজারবার এই কাহিনি বলা হয়েছে, কেউ জানে না। কাহিনিকারকে ঘিরে শুনতে থাকে সবাই। অনেকে এ কাহিনি আগে শোনেনি। অনেকে আবার শুনেছে শত শত বার। মাঝে মাঝে বৃদ্ধ রসাত্মক করে তোলে তার কাহিনি। অন্যান্য সময়ে শেষ হয় হিংস্রতার মধ্য দিয়ে। প্রতিবারই শেষ দিকে পাল্টে যায় কাহিনি।

একটু দূরে আরেক জটলা। তার কেন্দ্রবিন্দুতে আরেক বৃদ্ধ। সম্মোহিত এক গোখরা রেখেছে সে পাথুরে চাতালে, ওটা নড়ছে না একটুও। বৃদ্ধ বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র বলে চলেছে।

চারপাশে বহু লোক বেচা-কেনা নিয়ে ব্যস্ত। বাজারে রয়েছে ফল, কাপড়, শুকনো মাংস, মসলা—ইত্যাদি। বাতাসে ভাসছে খাসির ভাজা মাংসের সুবাস। ধূলি উড়িয়ে চলছে হাজারো মানুষ। গত এক হাজার বছর ধরে এ বাজার ঠিক এমনই আছে।

এটা ম্যারাক্যাশের সুখ-বাজার।

হঠাৎ গোখরার মালিক ও কাহিনিকারের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিল জনতা। এক লোক হাজির হয়েছে নীল সুট পরে। পাশে দারুণ সুন্দরী এক সাদা মেয়ে। চওড়া হ্যাট পরেছে মেয়েটা, চোখদুটো উজ্জ্বল নীল। দেখতে যা অপূর্ব!

কিছু হকার প্রায় ঘিরে ফেলেছে দুই বিদেশিকে। এক লোক

কাঁধে বসিয়ে রেখেছে তার বাঁদরকে, আরেক মেয়ে বাড়িয়ে দিল চামড়ার ব্যাগ ভরা মেহদীর ডাল-পালা। তবে বুদ্ধিমান হকাররা দ্রুত অন্য দিকে চলে গেল। ওই নীল সুট পরা লোকের মত অনেক বিদেশি এখানে আসে। এরা কিছুই কেনে না। সুন্দরী মেয়ে বা তার সঙ্গীও কিছু কিনল না, চলেছে সুখ-বাজারের প্রাণ-কেন্দ্রে। ওখানে রয়েছে দুই ফরাসির ক্যাফে। আশপাশ থেকে বিদেশিদের দেখছে পথচারী ও বিক্রেতারা। মনে মনে স্বীকার করছে, আগন্তুক জোড়াটাকে দারুণ মানিয়েছে। ক্যাফে অ্যান্থনির দিকে চলেছে যুবক-যুবতী।

সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। ভিড়ের ভিতর চোখ চলছে ওর। আশপাশে কোনও শত্রু থাকতে পারে। কিছুদিন আগে মরোক্কো ঘুরে গেছে। রাজনৈতিক পরিবেশ ওর ভাল লাগেনি। এত দ্রুত আবারও ফিরতে হবে, ভাবেনি।

'ক্যাফে অ্যান্থনি বেশি দূরে না, চিন্তার কিছু নেই,' বলল মেরি। ট্যুর গাইড হিসেবে মজা লাগছে ওর। 'ওই ক্যাফে চালায় দুই ফরাসি। এলেইন সিমুস ও ক্রিস্টোফে বেট্রেণ্ড। ওরা দু'জন সৃষ্টি হয়েছে একে অপরের জন্য। শয়তান, পিছলা, হাড়ে হাড়ে তাদের বদমাইশি। ক্যাসিনোর আর সবার মতই। দু'জন আপন ভাই হতে পারত। কিন্তু তা নয়। ওরা পরস্পরের প্রেমিক। সেজন্য যেন আবার ভুলেও কেউ না ভাবে ওরা সহজ লোক। প্রায় সর্বক্ষণ পরনে সুট। মাঝবয়সী তারা। প্রয়োজনে হাসতে হাসতে খুন করতে পারে মানুষ। খুনের পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করে ওরা, ঠিক যেমন ইংল্যাণ্ডের বুড়োরা আলাপ করে ক্রিকেট নিয়ে।'

'চমৎকার সব লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয়, মেরি।'

'কাজেই সাবধান থেকো। ওই দু'জন বুড়ো ভদ্রলোক নয়। লাগতে গেলে জীবনটা যাবে তোমার। ওদের শিরার ভিতর দিয়ে বইছে সাপের শীতল রক্ত। ওদের একটার রক্ত বের করো, দেখবে বেরিয়ে আসছে সিরকা। ওহ্, স্বামী হচ্ছে ক্রিস্টোফে বেট্রেণ্ড। সে-ই দাড়ি রেখেছে। আর তার প্রেমিকা এলেইন।'

'বহু লোকের ভিতর এসব আলাপ করছি আমরা,' বলল রানা। হাতের ইশারায় এড়িয়ে গেল এক হকারকে।

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল মেরি। 'ওরা সব ব্যবস্থা করবে। জিনিসটা ওদের রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেই চলবে। গাড়ি দিয়ে শহরের বাইরে পৌঁছে দেবে আমাদের। ওখানে হেলিপ্যাডে অপেক্ষা করবে কপ্টার। চোখ বাঁধবে ওরা, তারপর আকাশ-পথে পৌঁছে দেবে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে। পৌঁছুতে সময় লাগে দু'ঘণ্টার মত। তাতে অবশ্য কিছুই ধারণা করা যায় না। মরুভূমির ভিতর চক্কর দিলেই বা কে বুঝবে! আসলে হয়তো ম্যারাক্যাশের কয়েক মাইলের মধ্যেই রয়েছে ওই ক্যাসিনো!'

'একটুও ভয় লাগে না তোমার? একদিন যদি কাউন্ট ভাবে বাড়তি টাকা দিয়ে ফেলেছে? হয়তো ফেলেই দিল কপ্টার থেকে?'

'সে তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আমি। আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? আমি যে মাপের চোর তা সহজে পাওয়া যায়? ...এদিকে ভেবে দেখো, তুমি অতি সাধারণ এক স্পাই... বেট্রেণ্ড আর সিমুস তোমার কী অবস্থা করবে খোদাই জানে!'

একটু দূরে দেখা গেল ক্যাফে অ্যান্থনি। 'ছোট্ট রেস্টুরেন্ট। মার্সেই বা বড় কোনও শহরের তুলনায় এ ক্যাফে কিছুই না। তবে সুখ-বাজারে এটাই অনেক বড় দোকান। কাঁচা সড়কে ঘুরছে

নাবালক ভিক্ষুকরা, সর্বক্ষণ পেতে রেখেছে হাত। চোখগুলো নিষ্পাপ, কিন্তু তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তীব্র ক্ষুধা। অবাক হলো রানা, খপ করে ওর বাহু আঁকড়ে ধরেছে মেরি। দিনের আলোকে ভয়, না কি চমকে ওঠে অসহায়, ক্ষুধার্ত বাচ্চা দেখে?'

মাথা-ন্যাড়া এক লোক কোঁচকানো সুট পরে ক্যাফের ভিতর দাঁড়িয়ে, শার্টে ডিম-পোচের হলুদ কুসুম লেগে আছে। ঠোঁটের এক কোণ থেকে ঝুলছে খাটো সিগারেট। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সে, পেটানোর ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিল বাচ্চা ভিক্ষুকদের। রানা ও মেরির দিকে চাইল। চোখ স্থির হলো মেরির উপর। ঠোঁটের কোণ থেকে সিগারেট সরাল না। বহুদিন ধূমপান করে ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেছে কণ্ঠ, 'বাবুই পাখি, তুমি আসতে দেরি করেছ।' ভ্রূ উঁচিয়ে রানাকে দেখাল। 'সঙ্গে তোমার বাটলার?'

লোকটার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ জন্মাল রানার মনে।

ক্যাফের ভিতর ঢুকবার পর দ্বিতীয় লোকটাকে দেখল। এর বয়স একটু বেশি, পোশাকও অন্যজনের চেয়ে খানিকটা ভাল। ভাঙা চোয়ালে খয়েরী দাড়ি, মেহেদী দিয়ে রাঙানো। তবে মুখের দিকে চাইলে মনে হয়, এর সঙ্গে মেলে ছাগলের চেহারা। খুদে চোখদুটো কুতকুতে। বোধ হয় দাড়ি রেখেছে মেয়েলি ভঙ্গি আড়াল রাখতে। এ-ই বেট্রেগু। সিমুসের কাঁধে চাপড় দিল সে। চেয়ারে বসে পড়ল দু'জন। চারকোনা টেবিলের উল্টো দিকে বসল রানা ও মেরি। একটু দূরে বিশ্রী সালাদ ও টিনের জগ ভরা চা। ওটা থেকে মিন্টের মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।

'আপনাকে চিনি না,' নিচু স্বরে বলল বেট্রেগু। ইংরেজি নিখুঁত।

'আমি মাসুদ রানা। মিস সিদ্দিকির ব্যবসায়িক পার্টনার। লণ্ডন থেকে এসেছি। আমাদের পৌঁছে দেবেন ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে।'

'কথা কী ঠিক, বাবুই পাখি?'

মধুর হাসল মেরি, আস্তে করে মাথা দোলাল। 'এ ইংল্যাণ্ডের সেরা ড্রাইভার। পুলিশের হাত ফস্কে পালিয়ে যাওয়ার ওস্তাদ।'

'আশ্চর্য। আমি তো জানতাম তুমি সব একা করো।'

'এবারের কাজ অনেক বেশি কঠিন ছিল। মিস্টার রানার কিন্তু আরও কিছু গুণ আছে।' রানার হাঁটুর উপর হাত রাখল মেরি, চাপ দিয়ে হাত সরিয়ে নিল।

'আচ্ছা। ঠিক আছে, কিছু মনে করবেন না, মিস্টার রানা। সিমুস আর আমি অভ্যেস অনুযায়ী চলি। এখানে মসৃণভাবে কাজ করে চলেছি আমরা। কারা আসবে তা আগেই বলে দেয়া হয় আমাদের। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করি। খেয়াল রাখি অতিথি যেন সুন্দর ভাবে পৌঁছায় ক্যাসিনোতে। কিন্তু আজকের দিনটা অবাক হওয়ার। এমন হয় না কখনও। কাজেই সতর্ক হয়ে উঠেছি আমরা। নিশ্চয়ই সঙ্গে দরকারী কাগজপত্র এনেছেন? সেগুলো দেখতে পারি?'

সুটের বুক পকেটের দিকে হাত বাড়াল রানা। সঙ্গে সঙ্গে নিজের জ্যাকেটের ভিতর চলে গেল সিমুসের হাত।

বলে চলেছে বেট্রেগু, 'সাবধান, মিস্টার রানা। আমরা দু'জন বেশি দুশ্চিন্তা করি। উল্টোপাল্টা কিছু করলে মারা পড়বেন। পকেট থেকে খুব ধীরে বের করুন হাত।'

হাতের ইশারা করল মেরি।

কোট সরিয়ে দেখাল রানা। ভিতরে কোনও হোলস্টার নেই।

পকেট থেকে বেরিয়ে এল দুটো গোলাপী এনভেলপ। আমন্ত্রণ-পত্র। ও-দুটো এক মিনিট ধরে পরীক্ষা করল বেট্রেগু, তারপর হাসল।

'সব ঠিকই আছে। জানি না কেন, মিস্টার রানা, আপনাকে পছন্দ করে ফেলেছে অর্তেফু। নিশ্চয়ই বাবুই পাখি আপনাকে বলেছে কী ভাবে ক্যাসিনোয় যেতে হয়? আমরা আপনার চোখ বেঁধে দিলে আপত্তি নেই তো?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রানা। 'কোনও আপত্তি নেই।'

'গুড। তা হলে এখনই রওনা হব। জিনিস সঙ্গে এনেছ তো, বাবুই পাখি? ওটার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন কাউন্ট।'

ফ্রেঞ্চ গাড়িটা অতি পুরানো এক রেনাও। ওটা নিয়ে আবারও এয়ারপোর্টে ফিরল রানা, মেরি, বেট্রেগু ও সিমুস। কাস্টমস এরিয়া থেকে লাগেজ তুলে নিল, চলল নগর-প্রাচীরের দিকে। নগর-ফটক দিয়ে বেরিয়ে ফাঁকা এক এলাকায় চলে এল রেনাও, ওখানেই থামল। দু'মিনিট পর আকাশে দেখা দিল কালো এক আকৃতি। দ্রুতই মাথার উপর চলে এল হেলিকপ্টার। ঢিব-ঢিব আওয়াজ তুলে ছিটিয়ে চলেছে ধুলো। দ্রুত নেমে এল মাটিতে।

রানা জানে, ওর সামনে কোনও উপায় নেই, এবার চোখ বেঁধে দেবে এরা। কাপড়টা কালো রঙের পুরু সিল্ক। কিছুই দেখবে না।

ওর মাথার পিছনে শক্ত করে গিঁঠ দিল সিমুস, এতটা দরকার ছিল না। ওকে প্রায় ঠেলে তোলা হলো হেলিকপ্টারে। সিটে বসতে না বসতে উঠতে শুরু করল যান্ত্রিক ফড়িং। তারপর বাঁক নিয়ে দ্রুত ছুটে চলল। পেটের ভিতর বিদঘুটে অনুভূতি, চারপাশে

ভয়ঙ্কর আওয়াজ, শিরশির করছে বুকের ভিতর। বেতালা চলছে হৃৎপিণ্ড, মনের কোণে ভয়—এখন ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেললে? কত উঁচু দিয়ে চলেছে ওরা? বাজে চিন্তা দূর করতে চাইল রানা, সিটে হেলান দিয়ে ভাবল—ওর পরের পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত?

দু'ঘণ্টা পর রানা টের পেল নামছে হেলিকপ্টার, তারপর ধপ করে মাটি স্পর্শ করল চাকা। কমে এল রোটর ব্লেডগুলোর ঘূর্ণন। চোখের সামনে থেকে সরে গেল কালো সিল্ক। মরুভূমির তীব্র আলো ধাঁধিয়ে দিল দুই চোখ। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই দেখল না রানা, তারপর দেখল আবছা আকৃতি। হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে আনা হলো ওকে। পাশেই মেরি।

নীচের ঢালে সারি সারি দালান। কোনওটা বড়, কোনওটা খুদে। কাদা দিয়ে তৈরি ইঁটের। কিছু টাইল রয়েছে দেয়াল ও ছাতে। পৌঁচেছে ওরা এক মরুদ্যানে। তবে ঢালু জমিতে কমই দেখা গেল গাছ। ধূ-ধূ বালির প্রান্তর যেন গ্রাস করেছে সবই। সাহারা মরুভূমি শুরু হয়েছে মরোক্কো থেকে, শেষ হয়েছে গিয়ে সেই সেনেগালে। শহর ছাড়িয়ে যতদূর চোখ যায়, শুধু বালির টিবি।

শহরের আরেক দিকে উঁচু জমিতে আকাশ ছুঁয়েছে গম্বুজওয়ালা বিশাল এক সাদা প্রাসাদ। শহরের প্রাচীন বাড়িগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে একদম। যেন কুঁড়ে ঘরের সামনে আকাশ ছুঁয়েছে সেইন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল। তবে এ প্রাসাদে উপাসনা চলে শুধু ডলার, পাউণ্ড, ফ্র্যাঙ্ক, ডয়েশমার্ক ইত্যাদি নামের ঈশ্বরের। বিশাল এলাকা ঘিরে দুই মানুষ উঁচু পাথুরে প্রাচীর। প্রাসাদের চারপাশের বাগানে ফুটেছে বসন্তের নানা রঙা

গোলাপ।

'কাউন্ট এ মরুস্বর্গ তৈরি করেছেন শুধু মানুষকে আনন্দ দিতে,' গদগদ স্বরে বলল সিমুস।

'কবি কোলরিজ এলে কবিতা লিখতেন,' বলল রানা।

'আমি ভেবেছি আপনি অশিক্ষিত, মিস্টার রানা,' বিরক্তি নিয়ে বলল বেট্রেণ্ড। রানার কথায় যেন পুড়ে গেছে ওর অন্তর।

হেলিপ্যাড ছেড়ে প্রকাণ্ড প্রাসাদের দিকে চলেছে ওরা। রানা ও মেরির ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়েছে সিমুস। একবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল রানা। ওদিকে বিশাল রট আয়ার্নের গেট। সামনে টহল দিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা প্রহরীরা, কাঁধ থেকে ঝুলছে অটোম্যাটিক রাইফেল। দক্ষিণ সাহারা থেকে দূরে নিজস্ব এক রাজ্য গড়ছে কাউন্ট ব্ল্যাগান। প্রহরীদের পদক্ষেপ মাপা, তারা প্রশিক্ষিত সৈনিক। বাইরে রয়েছে একদল মার্সেনারি, পরনে কালো রঙের ইউনিফর্ম।

বাগানের ভিতর দিয়ে চলেছে রানা, মেরি, সিমুস ও বেট্রেণ্ড। বাতাসে মউ-মউ করছে ফুলের সুবাস। ক্যাসিনোর ইতিহাস বলতে শুরু করল বেট্রেণ্ড, 'এখানে আমরা আছি এক অদ্ভুত এলাকায়। সহজে ম্যাপে পাওয়া যায় পশ্চিম সাহারা মরুভূমি। কিন্তু কোনও সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না আমাদের। সাহারার পশ্চিমে অশান্ত এক শহরে আছি আমরা। এখানে আইন বলতে কিছু নেই। এদিকের লোক নিজেদের বলে খুমরান ট্রাইব। মানচিত্রে এদের কোনও চিহ্নই পাবেন না আপনি। কাউন্ট আমাকে রিসার্চ করতে বলেন। তেরো শ' শতাব্দীর মানচিত্র পর্যন্ত খুঁজে দেখেছি। বইয়ে কিছুই নেই খুমরান ট্রাইবের ব্যাপারে।

পনেরো শতাব্দীতে এক পর্তুগিজ নাবিক মানচিত্র আঁকে এই এলাকার। সেটা নিলামে ওঠে ইস্তাম্বুলে। কিনে নিই কাউন্টের হয়ে। সে বিকেলে আগুন ধরিয়ে ছাই করে দিই মানচিত্রটা। হাজার হাজার বছর ধরে সাহারার এ দিকটা ভোগ করছে খুমরান যাযাবররা। এরা প্রায় জংলী, পশু, বন্য—মানচিত্র লাগে না এঁদের। যেখানে মন, সেখানে গমন। আমার পূর্ব-পুরুষ রোমানরা, বা আরবের সভ্য জাতির লোক এদের শাসন করতে চেয়েছে। সবার চোখ ছিল মরুদ্যানগুলোর উপর। তবে কখনও বেশিদিনের জন্য খুমরানদের দমন করা যায়নি। বার বার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। মরু শহরগুলোকে নানান দেশ বিভিন্ন কারণে দখল করতে চেয়েছে, সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। কাগজে-কলমে টেফারিটি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে স্প্যানিশরা। কিন্তু আসলে, মিস্টার রানা, এদিকের অঞ্চল চলে এ ক্যাসিনোর মালিক, কাউন্ট অ্যানডন ব্ল্যাগানের নির্দেশে।'

'এত ঝামেলা করার কারণ কী? চাইলেই তো ক্যাসিনো গড়তে পারত ম্যাকাও-এ।'

'চিনের ম্যাকাও? ওখানে যথেষ্ট দুর্নীতি চলে, কিন্তু আইনের আওতার মধ্যেই। ক্যাসিনো ব্ল্যাগানের জন্য উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে টেফারিটি। এখানে নিজেই আইন তৈরি করেন কাউন্ট ব্ল্যাগান। এ জায়গা ইউরোপ থেকে খুব কাছে। তা-ই ওখান থেকে দলে দলে আসে মনোনীত বড়লোক খদ্দের।'

প্রাসাদের প্রকাণ্ড দরজার কাছে চলে এসেছে ওরা। দুই কবাটের দু'পাশে ইউনিফর্ম পরা দুই গার্ড, খটাস্ করে স্যালিউট দিল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক স্টুয়ার্ড, সিমুসের হাত

থেকে ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে নিল সে। বিশাল রিসেপশন কক্ষের চার দেয়ালে ঝুলছে বিশাল সব শিল্পচিত্র। ছাত থেকে ঝুলছে মস্ত স্ফটিকের ঝাড়-বাতি। খানিক দূরে পেঁচিয়ে উপরে উঠেছে চওড়া সিঁড়ি।

'সব ঠিক করা আছে,' বলল বেট্রেণ্ড। 'রিসেপশনের ওই সেনেগালের মেয়েকে দেখছেন, তাকে আগেই বলা হয়েছে আপনারা আসছেন। এগিয়ে যান, ঘরের চাবি দিয়ে দেবে। জুয়ার ব্যবস্থা, ড্রিঙ্ক, খাওয়া-দাওয়া, নানান শো আর নানা দেশের মেয়েদের পাবেন এই নীচ তলায়। উপরের তলায় আছে আরও কয়েকটা বার, আর বাকি অংশ হোটেল কক্ষ। ...আপনি কি জুয়াড়ী, মিস্টার রানা? আগে কোনও ক্যাসিনোর ভিতর ঢুকেছেন?'

'বহুবার।'

'আমিও তা-ই ভেবেছি। কিন্তু একটা কথা আগেই বলে রাখি: বেশির ভাগ টাকাওয়ালা লোক যান ক্যাসিনো রয়্যাল বা মণ্টি কার্লোর ক্যাসিনোয়। তাঁরা জানেন না এখানে কী ধরনের ক্যাসিনো খুলেছি আমরা। যাঁরা লাস ভেগাসে যান, তাঁরা তো মোটেই চেনেন না ক্যাসিনো ব্ল্যাগান। এখানে আমন্ত্রণ করা হয় স্বল্প মানুষকে। তাঁরা যা চান, তা-ই যোগাড় করে দেয়া এ ক্যাসিনোর নিয়ম। চাইলে পাবেন অপরূপা রমণী বা কচি ছেলে—যা খুশি। আরবের শেখদের অবশ্য পরেরটাই বেশি পছন্দ। এখানে যে-কোনও রকম ফুর্তি করতে চাইলে ব্যবস্থা আছে। মন চাইলে খুমরান ট্রাইবের যে-কাউকে খুনও করতে পারেন। যাক্ গে...'

তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'পাশের শহর থেকে আসে সেসব নারী-পুরুষ? যাদের খুন করা যায়?'

'না। এরা কিছুটা ভদ্র। কাউন্ট ব্ল্যাগানকে খুবই মানে। এরা তাঁর পা চাটা দল। সম্মানিত মেহমান যদি চান, ধরে এনে দেয়া হয় যাযাবরদের। যা বলছি, এ ক্যাসিনো উপযুক্ত প্রতিনিধি দিয়ে চালান কাউন্ট। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই রয়েছে এরা। তাদেরই একজন মিস্টার ব্রিস অর্তেফু, এরাই আমন্ত্রণ-পত্র দেয় সম্মানিত মেহেমানদেরকে। এসব আমন্ত্রণ-পত্রের একটা পেয়েছেন আপনি। এ সম্মান সবাইকে দেয়া হয় না। কাজেই নিজ সম্মান বজায় রাখা আপনার দায়িত্ব। আমি এবার বিদায় নেব, মিস্টার রানা, ভাল থাকুন। অ্যাডিউ।'

আট

ক্যাসিনোর ভিতর অংশ দেখার মত, ঝলমলে। চারদিকে শ্বেত-মর্মর, ছাতে স্ফটিকের ঝাড়বাতি, দেয়ালে মূল্যবান পাথরের কারুকাজ, সাজানো গাছগুলোর কাণ্ড থেকে শুরু করে পাতা পর্যন্ত সোনা দিয়ে তৈরি। তবে কাউন্ট মজা পেলেও ক্যাসিনো ভাল লাগবে না সাধারণ মানুষের। চারদিকে রাখা আছে ভয়ঙ্কর সব

মারণাস্ত্র। ডানদিকে বোফর্স অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান। চার-দেয়ালে হাজারো মধ্য-যুগীয় ও আধুনিক অস্ত্র।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে চুপচাপ উঠছে মেরি ও রানা। শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুলেছে অ্যানডন ব্ল্যাগাম্ম, ভাবছে রানা। কীসের কাউন্ট, হয়ে উঠেছে এ এলাকার রাজা! মরুভূমি থেকে আসেনি স্বচ্ছ শ্বেত-মর্মর, এনেছে মেডিটারেনিয়ানের ওপার থেকে। সোনার গাছ, পাতা, দামি সব পাথর, এসব বাদে শুধু প্রাসাদ গড়তেই লেগেছে মেলা দক্ষ কারিগর। খরচ হয়েছে কোটি কোটি ডলার। সাহারা পার করে ঝাড়বাতি আনতে কত লাগে? কত টাকা আছে লোকটার?

ওদের ঘর দেখবার মত, ধরতে গেলে রাজকীয়। মাঝখানে বিশাল কিং সাইজ বেড। মুহূর্তে ওটা দখলে চলে গেল মেরির। ইভনিং ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলল বালিশের উপর। প্রশস্ত জানালা দিয়ে চোখে পড়ে প্রকাণ্ড বাগান ও দূরের টেফারিটি শহর, সূর্য তাপে জ্বলছে। ঘরের বাঁ দিকে ছোট্ট বার, তাতে দামি ভোদকা, বুরবন ও জিন। মস্ত বাথরুম চমৎকার করে সাজানো। দু'জন দাঁড়াবার ছোট্ট লাউঞ্জ জানালার সামনে।

ওটার পাশে সুটকেস রাখল রানা। সিগারেট জ্বেলে চারপাশে চাইল। ঠিক তখনই দরজায় শুনল টোকার আওয়াজ। মৃদু নয়, আবার জোরেও নয়। যে-ই আসুক, ভদ্রতা বজায় রাখছে। গিয়ে দরজা খুলল রানা। লোকটা বোধ হয় উত্তর আফ্রিকান, দৈর্ঘ্যে ছ' ফুট দশ ইঞ্চির কম হবে না। পরনে বাটলারের ইউনিফর্ম। দুই থাবার ভিতর রেখেছে বাকেট ভরা বরফ। ভিতরে বড় এক বোতল শ্যাম্পেন ও দুটো গ্লাস। লোকটার চোখদুটো যেন মরা

মাছের চোখ, চেহারা পুরোপুরি নিস্পৃহ। ব্যাটা যেন কালো আবলুশ কাঠে খোদাই করা নিষ্প্রাণ ভাস্কর্য! রানাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল লোকটা, টেবিলের উপর রাখল বরফের বাকেট। নামিয়ে রাখল শ্যাম্পেন ও গ্লাসদুটো। ছোট্ট করে নড করল, হাতে সোনালী কার্ড, বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ওটা নিল রানা। তিনদিন আগে গেইজারের ম্যাচ বাক্সে সোনালি এমবস করা এইরকম বাঁকা লেখা দেখেছে।

স্বাগতম। আমার তরফ থেকে নিন এ শ্যাম্পেন। যাকে দেখছেন তার নাম ডাগডগ, আমার ম্যানসার্ভেন্ট। আপনাদের আনা জিনিসটা দেখতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। যেমন ব্যাকুল আপনারা পেমেন্ট নিতে। কাজেই যতদ্রুত সম্ভব চলে আসুন আমার স্টাডি-রুমে।

কাউন্ট ব্ল্যাগান।

মেরিকে কার্ড ধরিয়ে দিল রানা, দুই গ্লাসে ঢেলে নিল শ্যাম্পেন।

কাঠের দানব নড়ছে না দরজার পাশ থেকে।

'সময় নষ্ট করতে রাজি নয় কাউন্ট,' মন্তব্য করল রানা।

'চলো যাই দিয়ে আসি, ডাগডগকে দেখলে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি আমি।' তাড়াহুড়ো করে ব্যাগের ভিতর হাত ভরল মেরি, করোটির থলে বের করে টেবিলে রেখে চটপট গিলে নিল শ্যাম্পেন, তারপর আবার তুলে নিল থলে।

বামহাতে মেরির বাহু ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজা পেরুবার সময় ডাগডগের চোখে চেয়েছে। সে দৃষ্টি থেকে কিছুই বোঝা যায় না। না আছে শ্রদ্ধা, না বিতৃষ্ণা। অনেক উঁচু

থেকে চেয়েছে। এ লোক একটা জিনিস থেকে মুক্ত, এর কোনও আবেগ নেই। ভালবাসা বা ঘৃণা বোধ করে না, শুধু জানে হুকুম পালন করতে হবে মালিকের।

কাউন্টের স্টাডি এক তলায়। জুয়ার ঘর থেকে অনেক দূরে। ঘরটা লম্বাটে, প্রায় ফাঁকা। পিছন দেয়াল ঘেঁষে একটা ডেস্ক ও কয়েকটা চেয়ার। এক পাশের দেয়ালে চোখ আটকে গেল রানার। প্রকাণ্ড এক পেইন্টিং। প্রাচীন রোম। রায়টের দৃশ্য।

'ওটা পুসাঁ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ মিউজিয়ামের জানালা দিয়ে বের করতে কী কষ্ট হয়েছে?' ফিসফিস করে বলল মেরি। চার-দেয়ালে এ ধরনের আরও বেশ কিছু পেইন্টিং। এ ছাড়া রয়েছে কিছু ফুলদানি ও স্টোনওয়র্ক। নিজে যেগুলো এনেছে, সেগুলো আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল মেরি। 'ওই গ্লোব এসেছে ইস্তাম্বুলের টপকাপি প্রাসাদ থেকে। ওই ম্যান্টেনিয়া ছবিটা এসেছে মিলানের সোর্ৎসাতো দুর্গ থেকে। ওই যে আমার একটা মোলিয়ে।'

'সব আসল?'

'নিশ্চয়ই! কাউন্ট ভাল ক্লায়েন্ট, তাকে নকল ছবি গছালে আমারই ক্ষতি।'

ডেস্কের ওপাশে দরজা খুলে গেল, ঘরে এসে ঢুকল কাঠির মত এক লোক। ফায়ারপ্লেসের চিমনি পরিষ্কার করার লোকদের মত। সরু হাত-পা। ত্বকের রং বাদামি, চমৎকার ব্রায়োনি সুট পরেছে। পাখির চোখের মত তিরতির করে নাচছে তার চোখের মণি। ভাঙা চোয়াল, সরু দুই ঠোঁট, থুতনি নেই, চেহারার বেশিরভাগ জায়গা নিয়েছে বিরাট এক নাক। মাপা পদক্ষেপে তার পাশে চলে গেল ডাগডগ, চেয়ার টেনে দিল মালিককে।

নিঃশব্দে বসল ব্ল্যাগান, নাকি স্বরে বলল, 'প্রিয় বাবুই পাখি, আমার জন্য আবারও এনেছ দারুণ উপহার।' ইংরেজি জানান দিল সে কৃষ্ণ সাগরের আশপাশের কোনও দেশের লোক। তবে ইংরেজিতে কোনও ত্রুটি নেই। রানার দিকে চাইল সে। 'আর আপনি সেই রহস্যময় ব্যক্তি... মিস্টার রানা! তা হলে আপনিই সেই প্রেমিক? দ্রুতগতি গাড়ির ড্রাইভার? আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি কাউন্ট অ্যানডন ব্ল্যাগান। আমার ক্যাসিনোয় আপনাকে স্বাগতম।'

ডেস্কের সামনে থামল রানা, হাত বাড়িয়ে দিল ব্ল্যাগানের দিকে। অভদ্রের মত বসেই রইল কাউন্ট, তবে হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল।

আহ্লাদী মেয়ের মত তুলতুলে হাত, ভাবল রানা।

উঠে দাঁড়িয়েছে ব্ল্যাগান, ডেস্ক ঘুরে এসে চুমু দিল মেরির গালে। কোনও সুন্দরী মেয়েকে চুমু দিলে পুরুষের ভিতর উষ্ণতা থাকে, কিন্তু একেবারে নির্বিকার চেহারা তার।

এ লোক যেন জিন্দালাশ! শিউরে উঠল মেরি।

'ওটা আমাকে দাও, বাবুই পাখি!' প্রায় কর্কশ স্বরে বলল কাউন্ট। শালীনতা নেই কণ্ঠে, আছে শুধু তীব্র লোভ।

অয়েলক্লথের থলে থেকে খুলি বের করছে মেরি। চোখ চকচক করছে লোকটার। হলদেটে করোটি হাতে পেয়েই 'আহ্' বলে উঠল। খুলির ক্র্যানিয়ামের উপর এবড়ো-খেবড়ো এক গর্ত। 'আহ্, অপূর্ব, এ যে মহানের কাছাকাছি চলে যাওয়া। গীবর্গ সত্যি অসাধারণ এক লোক ছিল, মিস্টার রানা। হাজার বছর এগিয়ে ছিল।'

'তা-ই পড়েছি।'

'হ্যাঁ, সত্যিই জিনিয়াস ছিল। শয়তান উপাসনায় ব্যর্থ, কিন্তু ছিল মস্ত এক শিল্পী। তার কোনও তুলনা নেই। কালো জাদুর যে সমাবেশগুলো করেছিল, সব ছিল দেখবার মত।'

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইল মেরি। আগ্রহ নিয়ে নতুন পাওয়া সম্পদ দেখছে ব্ল্যাগান। তারপর মৃদু কাশি দিল মেরি। ওর বক্তব্য জানা হয়ে গেল কাউন্টের।

'অবশ্যই, বাবুই পাখি! ভাল দেখিয়েছ। সেজন্য নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হবে। কীসে নিতে চাও টাকা? সুইস ফ্র্যাঙ্ক? ফ্রেঞ্চ ফ্র্যাঙ্ক? স্টার্লিং? হীরা? সোনার মোহর? কীসে?'

'আপত্তি না থাকলে জুয়ার চিপস্ দেয়া যায়?'

'আশ্চর্য কথা বললে! তবে ঠিক আছে, তোমার কথা মত চিপসই দেব। ডাগডগ, গেমিং রুমের চিফকে জানিয়ে দাও মিস সিদ্দিকিকে সাড়ে সাত লাখ আমেরিকান ডলারের চিপস দিক। আর পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবে মিস্টার রানাকে।' রানার দিকে চাইল কাউন্ট। 'স্যর, এটা আমার তরফ থেকে সামান্য উপহার।'

'এর কোনও প্রয়োজন নেই, কাউন্ট।'

'আমি খুশি হয়ে দেব, ইনসিস্ট করছি, নিন আপনি।' স্কুলের বাচ্চার মত খুশি হয়ে উঠেছে কাউন্ট। পাঁচ সেকেণ্ড রানার চোখে চেয়ে রইল, তারপর বলল, 'আমার ম্যানসার্ভেন্ট ডাগডগকে দেখে কী মনে হয় আপনার?'

'খুবই শক্ত মানুষ,' বলল রানা।

'সত্যিই তা-ই ও। আমার এক পুরানো বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার।'

'উপহার?'

'হ্যাঁ, তা-ই। আমার সে অতি প্রিয় বন্ধু এণ্টারটেইনমেণ্টের ব্যবসা করত। কিছু দিন আগে আমেরিকায় মারা গেছে। সে জানত, মাঝে মাঝে ফুর্তি খুঁজি আমি। তা-ই ডাগডগকে দান করে আমাকে। ওর ওই নাম আমিই রাখি।'

কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'নামটা ডাগডগ কেন?'

'কুকুর যেমন গর্ত খুঁড়ে খুঁজে বের করে লাশ, ঠিক সেভাবে জীবিত মানুষকে খুঁজে বের করে ও, ছিঁড়েও ফেলতে পারে। ডাগডগের বাবা ছিল অচেনা এক শ্বেতাঙ্গ, মা ছিল কৃষ্ণাঙ্গিনী পতিতা। ওর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, মা হারায়। ওকে দত্তক নেয় আমার বন্ধু। সে আবার দিয়ে দেয় আমাকে। সেই থেকে আমার কাছে। বলতে পারেন আমি ওর পালক পিতা, একইসঙ্গে প্রশিক্ষক। ডাগডগ ভাল ম্যানসার্ভেণ্ট ও বডিগার্ড। আত্ম-গর্ব করছি না, বডিগার্ড হিসেবে দুনিয়ার সেরাদের সেরা ও। অনেক যত্নে গড়ে তুলেছি ওকে। সেরা খুঁজি আমি। যেমনটা খোঁজে বাবুই পাখির চোখদুটো।'

'ওর চোখ উঁচুর দিকে, সন্দেহ নেই,' বলল রানা।

কাউণ্ট ধীরে উঁচু-নিচু করল মাথা। 'সত্যিই খুব ট্যালেণ্টেড, তা-ই না? ওর লাইনে ও দুনিয়ার সেরা। অন্য প্রফেশনালও কাজে নিয়েছি, যেমন হং-কঙের মিস্টার চ্যাং, বা ভারতের মিস্টার অনিল ডাব্বাওয়ালা, কিন্তু তারা কেউ বাবুই পাখির ধারে কাছে যেতে পারেনি। অবাক লাগে এত কম বয়সে মা-বাবা হারিয়ে কাজে নেমে পড়েছে। অবশ্য ওর মত প্রতিভাবান কাউকে কাউকে দেখেছি আমি, তারাও কম বয়সে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন

করেছে। নিজের কথাই বলি, আমার বাবা-মাকে হারাই কিশোর বয়সে। ওটা ছিল রাজনৈতিক হত্যা। যাক, অন্য প্রসঙ্গে আসি, ভাল লাগছে যে বাবুই পাখিকে আপনি খুঁজে পেয়েছেন। ...পেলেন কী করে?'

'হঠাৎ করে পেয়ে গেছি। একটা কাজ দিয়েছিলাম... আর ব্যবসা করতে গিয়ে যদি মনের টান এসে যায়... বুঝতেই পারছেন।'

'ও আমাকে খুব কাছে টানে,' প্রায় বিড়বিড় করে বলল মেরি।

'তা-ই? মাঝে মাঝে এটা ওটা এনে দেয় বাবুই পাখি?'

'হ্যাঁ। কিছুদিন আগে একটা মোলিয়ে এনে দিয়েছে। অনেক টাকায় বিক্রিও করেছি। যে চাকরি করি, তা দিয়ে চলে না। এখন নিজের সংসার দরকার। স্ত্রী ছাড়া চলছে না। হয়তো আপনাদের বাবুই পাখিই হবে আমার স্ত্রী।'

'আপনি কী ধরনের চাকরি করেন?'

'বাংলাদেশ সেনাবাহিনিতে। মেজর।'

'তা-ই? ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

পিলারের মত ম্যানসার্ভেন্ট ফিরেছে, কাউন্টের হাতে দিতে চাইল হাড়ের তৈরি চায়নিজ কাপ। লোকটার মুখে কাটাকুটি নেই, তবে দুই হাতের মুঠো এবড়ো-খেবড়ো। পুরানো সাদা দাগের ভিতর নতুন লালচে ক্ষত। প্রশিক্ষণের কারণে? মনে হয় না। সুট পরেছে, কিন্তু লাগছে তাকে জানোয়ারের মত। আন্দাজ করল রানা, তার মালিক নির্দেশ দিলে বিনা দ্বিধায় দেয়ালে ঘুসি ছুঁড়বে সে। মালিক বলেছে, কাজেই তৈরি হয়েছে নতুন ক্ষতগুলো। ভর্তা করে দিয়েছে কোনও লোকের নাক-মুখ। কাটাকুটিগুলো বোধহয়

দাঁতের কারণে তৈরি।

কাউন্ট খেয়াল করেছে ডাগডগের মুঠোর দিকে চেয়েছে রানা। তার ধারণা: মাসুদ রানা দেখতে চাইছে কাপে কী। কাউন্ট বলল, 'ভাবছেন কাপে কী? অতিথিদের জন্য শ্যাম্পেন, কিন্তু আমার জন্য শুধু চা। যারা মদ পছন্দ করে না, তাদের মত নই আমি—কেউ চাইলে ড্রিঙ্ক করুক, বাড়াবাড়ি না করলেই হলো। আমি নিজে অবশ্য মস্তিষ্ক নষ্ট করতে রাজি নই। ...তো আর্মি থেকে অবসর নিতে চান?'

'অন্য কোনও কাজ খুঁজে না পেলে সম্ভব হচ্ছে না।'

'আপনি তো বেশ ফিট। আর্মি ছেড়ে কী করতে চান?'

'এখনও জানি না।'

'আপনি তো মেজর, অনেক অপশন আপনার জন্য খোলা। চাকরি করবেন? আমার পরিচিত অনেকে চাকরি দিতে চাইবে। ভাল বেতনও পাবেন।'

আলাপ যেদিকে চলছে, পছন্দ হয়েছে রানার। ঢোঁপ গিলছে কাউন্ট। 'ভাল বেতন? তেমন কারও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন?'

'নিশ্চয়ই। তবে এখন নয়। পরে অতিথিদের ভিতর ছড়িয়ে দেব আপনার কথা। ...আপনারা আমার বিশেষ অতিথি, মন ভরে ফুর্তি করুন ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে। আরও ক'জন বিশেষ অতিথি এসেছেন, এবার তাঁদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তবে তার আগে চলুন দেখিয়ে আনি বিশেষ একটা ঘর। ওটার নাম দিয়েছি আমি জাঙ্গলরুম। গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের দাওয়াত দিয়েছি ওখানে, এখন ড্রিঙ্ক করছেন তাঁরা। তাঁদের রেখে এসেছি বলে এতক্ষণে

অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন হয়তো।'

হাতের ইশারা করে ঘুরে দাঁড়াল কাউন্ট, পিছু নিল রানা ও মেরি। দরজার সামনে গিয়ে থামল কাউন্ট। হ্যাণ্ডেলের উপর কম্বিনেশন লক দেখিয়ে বলল, 'আমাদের সমস্ত অতিথি সম্মানিত মানুষ, কিন্তু তাঁদের ভিতর যাঁরা সেরা, তাঁদেরই শুধু ঢুকতে দিই এ ঘরে। ভিতর থেকে হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিলে সহজেই খোলা যায় দরজা, কিন্তু এদিক থেকে ঢুকতে হলে লাগে লকের কম্বিনেশন। এইভাবে কে ঢুকছে আর কে বেরুচ্ছে, তার ওপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। কম্বিনেশন জানি শুধু আমি আর ডাগডগ।'

কম্বিনেশন নিয়ে কী যেন করল কাউন্ট, খুলে ফেলল ভারী দরজা। ওদিক থেকে ভেসে এল জোরালো কণ্ঠস্বর ও হাসির আওয়াজ।

নয়

প্রকাণ্ড ঘরটা ভয়ঙ্কর ভাবে সাজানো, চারদিক যেন মস্ত ওপেন থিয়েটার, ভিতরে ঢুকে চমকে গেছে রানা ও মেরি। জানোয়ার পছন্দ করে কাউন্ট, তবে জীবিত নয়, সব ট্যাক্সিডার্মি করা। ঘরে রয়েছে আফ্রিকার সমস্ত চার-পেয়ে জন্তু। চার দেয়ালে উঁচু মঞ্চ,

তার উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন সিংহ, চিতাবাঘ, চিতা ও হায়েনা! চারপাশে কাঁচের কেস, ভিতরে ছোট-বড় জানোয়ার। বিস্ফারিত চোখ, থাবা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি। ইঁদুর থেকে শুরু করে হাতি পর্যন্ত রয়েছে—পেটের ভিতর কাঠের কুচি নিয়ে চিরকালের জন্য স্তব্ধ।

আলাপের ফাঁকে বিভিন্ন লাউঞ্জে মদ্যপান করছে তিরিশজন অতিথি ও তাদের সঙ্গিনীরা। কাউন্ট প্রথমে এক লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রানা ও মেরিকে। কার্লসন নাম তার। বল্টিক এলাকার মানুষ, চুলগুলো খয়েরি। দু'চার কথা শেষে এক ইতালিয়ানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। তার নাম কলোম্বো, অত্যন্ত দামি সুট পরেছে। দেখতে চমৎকার লাগত, যদি না কুৎসিত না হতো চেহারাটা। খ্যা-খ্যা করে হাসে সে, বিরাট পেট নেমে গেছে হাঁটুর কাছে। দু'মিনিট পর আরেক লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কাউন্ট। এর পর একের পর এক লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে চলল সে। এসব লোক এসেছে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে। মধ্যবয়সী মানুষ সবাই, চোখে-মুখে ফুটে আছে ক্ষমতা ও টাকার দম্ভ। দুর্বিনীত চোখ বলছে তারা সহজেই রোজগার করে, প্রয়োজনে দেরি করে না দুর্নীতি করতে। প্রায় সবার সঙ্গে রয়েছে সুন্দরী সঙ্গিনী, কিছু জিজ্ঞেস না করলে এরা কিছুই বলে না। পরনে দামি পোশাক, কণ্ঠ ও হাতে মূল্যবান অলংকার। কারও বয়স বিশের বেশি নয়। এরা যেন নতুন এক আঙ্গিক এনে দিয়েছে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানকে। তাদের ভিতর কোহিনূরের মত জ্বলজ্বল করছে মেরি। লোকগুলোর চোখ আটকে যাচ্ছে ওর পেলব দীর্ঘ উরুর উপর।

রাজকীয় সাদা-কালো ইউনিফর্ম পরা এক আফ্রিকান ওয়েট্রেস ট্রে থেকে রানার হাতে ধরিয়ে দিল মার্টিনি। হালকা চুমুক দিল রানা, তারপর বিরক্ত হয়ে ম্যান্টলপিসে নামিয়ে রাখল ওটা। বাজে জিন দিয়ে তৈরি করেছে, সঙ্গে বোধ হয় মিশিয়েছে ডায়েড বেবি পিঙ্ক ও প্রচুর গ্রেনেডিন। চার পাশের হৈ-চৈ শীঘ্রি বিরক্ত করে তুলল ওকে, মন চাইল সুইটে ফিরতে। পোশাক পাল্টে ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করলে ভাল লাগবে। কিন্তু চলে যাওয়া উচিত নয় এখন। সবার নাম ও চেহারা মনে গেঁথে নিতে হবে। বেশ কয়েকজনকে চিনেওছে, এদের নামে ইন্টারপোলে রয়েছে পুরু ফাইল। বেশিরভাগ সরকার নিজ দেশে এদেরকে দেখতে চায় না। আণ্ডার-ওয়ার্ল্ডের পোড় খাওয়া ক্রিমিনাল এরা।

এ ঘরে আসবার পর থেকেই রানার কনুই ধরে রেখেছে মেরি, ছাড়ছে না। চেহারায় কোনও নার্ভাসনেস নেই, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল, কেবল অস্বস্তি নয়, রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছে ও। ঘামছে হাত, টিপ টিপ করছে খামচে ধরা আঙুলের ডগা। চোখে ওর কী এক আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা।

ঘরের ভিতর ঘুরছে কিছু যুবক, সবার উপর চোখ রাখছে। লড়াকু ধরনের লোক তারা, চোখে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বুঝে নিয়েছে রানা, এরা পেশাদার খুনি, এখানে কেউ বাড়াবাড়ি করলে এদের হাতে প্রাণ খোয়াবে। দক্ষ কোনও এসপিয়োনাজ এজেন্ট তাদের দিকে একবার চেয়েই বলে দেবে, আইনের বাইরে চলে গেছে এরা। কাউন্ট এদের মতই ভেবেছে ওকে, জানে রানা। যে লোক সবচেয়ে বেশি টাকা দেবে, তার হয়ে কাজ করবে এরা। এদের উচ্চতা ও দৈহিক গড়ন লক্ষ্য করছে। লড়তে হলে কী

সুবিধা পাবে, বা কোন্ ধরনের অসুবিধার মুখে পড়বে, খতিয়ে দেখে নিচ্ছে।

কাঁচের কেসে স্টাফ্ করা এক পেরিগ্রিন ফ্যালকন, তার পাশে দাঁড়িয়েছে মেরি। এই হিংস্র পাখির প্রতি রীতিমত শ্রদ্ধা জন্মেছে রানার। গতবছর আল্পস পর্বতে এগুলোর একটা আক্রমণ করে বসে ওকে। আরেকটু হলে চোখ-নাক-গাল খামচে নিয়ে যেত। সিগারেট ধরিয়ে ওটার দিকে চাইল রানা। মুক্ত আকাশের এ রাজাকে কেসের ভিতর দেখে কেমন যেন দুঃখই লাগল ওর। সেই সঙ্গে এল কাউন্টের প্রতি বিতৃষ্ণা। ফ্যালকনের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা, একটু দূরে কালো শার্ট পরা এক লোককে দেখল। তার বাম কান থেকে শুরু করে চিবুক পর্যন্ত সরু কাটা দাগ। চট্ করে মনে রয়ে যায় এ চেহারা। কিছুদিন আগে ছোরার পোচ খেয়েছে সে।

হঠাৎ আঁৎকে উঠল মেরি, অস্ফুট স্বরে কী যেন বলল। চমকে চাইল রানা। ঘাড় কাত করেছে পেরিগ্রিন ফ্যালকন, তীব্র ক্রোধ ও অভিযোগ নিয়ে চেয়ে আছে মেরির দিকে। পাখিটার এই করুণ অবস্থা দেখে ভীষণ বিরক্তি জন্মাল রানার। ওটা স্টাফ করা নয়, কাঁচের বাক্সে রাখা হয়েছে অর্ধমৃত অবস্থায়! কাউন্টের খটখটে হাসির আওয়াজ শুনল রানা। পাশ ফিরে চাইতেই দেখল এগিয়ে আসছে লোকটা।

‘ওটা দেখবার মত একটা জিনিস, তা-ই না? ওটাকে আধমরা অবস্থায় রেখেছি। স্ট্যাণ্ডের বেইজ দিয়ে অল্প অল্প বাতাস ও খাবার যোগান দিই। জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি করুণ এক অবস্থার ভিতর আটকা পড়েছে।’ হেসে উঠল কাউণ্ট। ‘আসলে শাস্তি

ভোগ করছে ওটা। আমাকে আক্রমণের সাজা।'

চট্ করে রানার দিকে চাইল মেরি। তা এক সেকেণ্ডের জন্য। তারই ভিতর প্রকাশ পেল কাউন্টের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও রাগ। পরস্পরের উপর চেপে বসেছে ওর দুই ঠোঁট। সামলে রাখছে নিজেকে, যেন মুখ দিয়ে খারাপ কিছু বেরিয়ে না যায়। তা হলে ওর উপর নেমে আসবে ভয়ঙ্কর বিপদ।

রানার মনে হলো এক ঘুসিতে চুরমার করে দেয় কাঁচের কেস, মুক্ত করে দেয় পাখিটা। ওর কনুই থেকে হাত সরিয়ে নিল মেরি, নরম স্বরে বলল, 'রানা, জুয়া খেলব। তুমি যাবে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'না, তুমি যাও।'

'তা হলে যাও, বাবুই পাখি, গেমিংরুমগুলো অপেক্ষা করছে তোমার জন্য,' বলল কাউন্ট। 'রুলেত দিয়েই শুরু করতে পার!'

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছে মেরি। তারপর জোর করে হাসল, ঘুরে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে। এক মিনিট পেরুনোর আগেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

স্টাফ করা এক সিংহকে পাশ কাটাল রানা, চলেছে দরজার দিকে। ওখানে থামের মত দাঁড়িয়েছে এক শ্বেতাঙ্গ। দৈর্ঘ্যে অন্তত সাত ফুট হবে। ঠিক তখনই পিছন থেকে এল রানার পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর।

'সমস্ত প্রাণী স্টাফ করে ফেলেন কাউন্ট, কী বলেন?'

একটু থমকে গেল রানা। ভুল শুনছে না তো? এ এখানে কেন? কণ্ঠস্বর একটু মিইয়ে যাওয়া, তবে ইংরেজির টানে বোঝা যায় সে আমেরিকান। ঘুরে চাইল রানা। লোকটা হাসছে, হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য। এফবিআই-এর স্পেশাল

এজেন্ট সে!

'আমি এরিক স্টার্ন, আপনি?'

একসময় এই লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল রানা, ফলে চিরকৃতজ্ঞ সে। কোনও সাহায্য চাইলে দেরি করে না এগিয়ে আসতে।

এরিক স্টার্নের সঙ্গে হাত মেলাল রানা। 'আমি মাসুদ রানা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। ...আপনি ঠিকই বলেছেন, উনি জন্তু-জানোয়ার অতিরিক্ত ভালবাসেন।' মনে মনে স্টার্নের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। দলে ভারী হলে ক্ষতি নেই, বরং অনেক ধরনের বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

কাঁধ ঝাঁকাল স্টার্ন। 'আপনি আসলে বলতে চাইছেন উনি খুন করতে ভালবাসেন!'

'তা বলতে পারেন।' আপনি করে বলছে রানা, যদিও আগে তুমি করে বলত। 'আপনার উচ্চারণ শুনে আপনাকে টেক্সান মনে হচ্ছে... বাড়ি কোথায় আপনার?'

'ঠিক ধরেছেন,' চারদিকে চাইল স্টার্ন। আশপাশে কেউ নেই দেখে নিয়ে ভ্রূ নাচাল, 'হঠাৎ এই মরা সাহারা মরুভূমিতে?'

'এক বান্ধবী একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছে কাউন্টের জন্য। ...তুমি কী কারণে, স্টার্ন?'

'ভাল চাকরি খুঁজছি।'

'কী ধরনের চাকরি?'

'আপনি তো জানেন নানা কাজে দক্ষ আমি। আরও জানতে চাইলে চলুন একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বসি কোথাও।'

'বুরবন, সঙ্গে ব্রাঞ্চ ওয়াটার?'

'খুবই চমৎকার প্রস্তাব। কিন্তু এদিকের পানি নোংরা, শরীরে

সয় না অনেকের, পেট খারাপ হয়। আমি বরং ভোদকা, কমলার জুস ও আইস কিউব নেব।'

'বেশ, তা-ই নেয়া যাক।'

'এই যে ডার্লিং,' একটু দূরের কৃষ্ণাঙ্গিনী ওয়েট্রেসকে ডাকল স্টার্ন। 'মিস্টার রানা ও আমার জন্য লম্বা গ্লাসে দুটো ডাবল ভোদকা, সঙ্গে কমলার জুস ও আইস। ওগুলো নিয়ে বাইরের টেরেসে গিয়ে বসব আমরা।'

জাঙ্গলরুমের বাইরের টেরেসে বাতাস নেই। চার পাশের আবহাওয়া কেমন যেন বদ্ধ। বাইরে গোটা সাহারা মরুভূমি জ্বলছে সূর্যের তাপে। টেফারিটি শহর থেকে আসছে মশলা ও মরিচের ঘ্রাণ। ঘর ভরা ক্রিমিনাল রেখে বাইরে চলে এসে স্বস্তি পেল রানা ও স্টার্ন।

'আপনার সঙ্গের মেয়েটি,' বলল স্টার্ন। 'সে-ও সিক্রেট সার্ভিসের?'

'মেরি? না। ও হচ্ছে সত্যিকারের একজন চোর। তবে ও আমার টিকেট, নইলে ক্যাসিনোর ভিতর ঢুকতে পারতাম না। মেয়েটা আশপাশে থাকলে অসুবিধে নেই তো তোমার?'

'অসুবিধে? মোটেই নেই। অমন মেয়ে ধারে কাছে থাকলে আপত্তি তুলবে কে? ঘরের ভিতর সবাইকে দেখলাম ঠারে ঠারে চাইছে। চোখ সরাতে কষ্ট হয়েছে আমারও। আপনি বলছেন মেয়েটা চোর। তা হলে সে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী চোর। আগে এমনটা চোখে পড়েনি আমার।'

'কোন কৌশলে ঢুকেছ, স্টার্ন?'

'এফবিআই থেকে বের করে দিয়েছে আমাকে,' বলল স্টার্ন।

মূল বক্তব্য শুনতে চুপচাপ অপেক্ষা করছে রানা।

মৃদু হেসে ফেলল স্টার্ন। 'আণ্ডার-ওয়ার্ল্ডের লোকজন তা-ই ভাবছে। তিন মাস আগে নিউ ইয়র্কের এক মাফিয়া ডনের সঙ্গে ভিড়ে যাই। ছোটখাটো কিছু অপরাধ করে মন জয় করে নিই। তার বডিগার্ড হিসেবে এসেছি। জাঙ্গলরুমের পরিবেশ তো দেখলেন, মিস্টার রানা? সব চাঁই জুটেছে এসে এখানে। কয়েকটা দেশের অপরাধী সংগঠন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কোটি কোটি ডলার কামানোর সুযোগ টের পেয়ে। উঁচু পর্যায়ের ক্রিমিনালরা হাজির। এফবিআই জানত ক্যাসিনো ব্ল্যাগান থেকে দাওয়াত দেয়া হয় এদের, কিন্তু আমরা জানতাম না কোথায় এই জয়েন্ট। ...একেবারে পচে যাওয়া লোক এরা। ভেগাসের লোকটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আপনার? ঘিনঘিনে কেঁচো বললে কম বলা হয়। সে ছাড়া আরও এসেছে পার্পল গ্যাঙের চাঁইরা। আমেরিকান মাফিয়া, ইতালিয়ান মাফিয়া, রাশান মাফিয়া—সবাইকে পাবেন এখানে।'

'বুঝলাম, অনেক কিছু জেনেছ। এবার কী করবে? এখান থেকে বেরিয়ে যাবে?'

'চেষ্টা করব। তবে তার আগে আরও তথ্য দরকার। প্রাক্তন সার্ভিসম্যানদের জড়ো করছে কাউন্ট অ্যানডন ব্ল্যাগান। চাকরি দেবে। নিজের আর্মি গড়তে চাইছে। কিন্তু নেকড়েটার খেয়াল নেই আমাদের মত লোক ঢুকে পড়েছে তার দলের ভিতর। পঞ্চো ভিলা গোঁফওয়ালা ইটালিয়ানকে দেখেছেন? ওর নাম আসলে গ্রেকো। আমাদের লাইনের লোক। ইটালিয়ান সিক্রেট সার্ভিস।'

'চিনি না। কী ধরনের লোক?'

'হাসি-খুশি। পার্টির মেয়েদের পটিয়ে বেডরুমে নেয়ার কায়দা জানে ভাল। এজেন্ট হিসেবে কেমন জানি না।'

'শুঁটকি বাবুর্চি যেমন বাজে রাঁধে, তেমনি যে এজেন্ট বেশি কথা বলে, সে কাজের হয় না।'

'আমারও ধারণা লোকটা বেশি কথা বলে। বাদ দিই ওর কথা। মিস্টার রানা, আপনার কী মনে হয়, এখানে কী ঘটছে? এসব বড় ক্রিমিনাল কাউন্ট ও তার বডিগার্ডদের দেখতে এসেছে? না। আমার ধারণা, এদের একটা জরুরি কনফারেন্স হবে।'

'হতে পারে। তেমন কিছু জানি না এখনও। ব্ল্যাগান সম্বন্ধে কিছু জানো?'

'খানিকটা। ওর একটা ফাইল আছে আমাদের হাতে। সোফিয়ায় বাষট্টি সালে জন্মে। কাউন্টের টাইটেল এসেছে বাবার তরফ থেকে। এর বাবা নাজিদের সঙ্গে হাত মেলায়। তখনই প্রচুর টাকা রোজগার করে। এসএস-এর অনারারি মেম্বারশিপ পায়। কর্নেল ছিল। বহু বছর পর খুন হয় সে। নব্য নাৎসিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে তার ছেলে। কাউকে অত্যাচার করবার সুযোগ পেলে নতুন সব পদ্ধতি খুঁজে বের করে সে। কয়েকটা খুনের দায়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে এখানে এসে জমিয়ে তুলেছে ক্যাসিনো। এখানে বড়লোক যেমন আসে, তেমনি আসে আণ্ডার-ওয়ার্ল্ডের ডনরা।'

'চলো গরমে সেদ্ধ হওয়ার আগেই ঘরে ফিরি,' বলল রানা।

'চলুন। তবে জাঙ্গলরুমে আবার ঢুকতে চাই না, এবার যাব অন্যকোথাও।'

অলস ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল রানা ও এরিক। প্রধান দরজা

পেরিয়ে চলল গেমিং রুমের দিকে। প্রথম ঘরে ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলের সামনে থামল ওরা। সবুজ টেবিলের ওপাশে অপেক্ষা করছে ডিলার। কমপক্ষে তিন হাজার ডলার খেলতে হয়। রানা ও এরিক এক দান খেলতে চাইল। শু থেকে দুটো করে তাস দিল ওদের ডিলার, নিজের জন্য নিল দুটো। রানা পেয়েছে তিন ও দশ। ঝুঁকি নিয়ে তৃতীয় তাস চাইল। ওটা একটা আট। এরিকের কপাল ভাল, ওর হাতে এসেছে একটা টেক্কা ও দশ। ডিলারের নয় আর জ্যাক। তাকে সহজে হারিয়ে দিল এরিক। ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। 'মিস্টার রানা, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আরেক দান খেলে দেখি।'

ওর সমানই বেট ধরল রানা। এবার এরিক পেল চার ও দশ। ডিলারের কিং ও টেক্কা তাকে হারিয়ে দিল। রানার হাতে মাত্র রাণী ও নয়। হতাশ হলো না এরিক, ঠোঁটে এখনও হাসি। বলল, 'ধুর! মিস্টার রানা, চলুন সত্যিকারের খেলার দিকে যাই। ওই যে বাকারাত টেবিল।'

'আজকাল আমার কপালটা তেমন সাহায্য করে না,' বলল রানা। 'আমি বাদ। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে, মিস্টার এরিক।'

'দেখা হবে,' সায় দিল স্পেশাল এজেন্ট।

গেমিংরুম ঘুরে দেখতে চলল রানা। শেমিন দে ফার, পণ্টু ব্যাঙ্কো ও পোকার পেরিয়ে চলে এল রুলেতের কাছে। ওখানে উত্তেজিত হয়ে খেলা দেখছে বেশ কয়েকজন। দুই খেলোয়াড়ের সামনে থেকে চিপসের পাহাড় সরিয়ে নিল ডিলার। চিপসের দিক থেকে চোখ সরছে না মেরির। এই প্রথম টের পেল ওকে প্রায়

ঘিরে ফেলেছে দর্শকরা। একই সংখ্যা বেছে নিল মেরি, ওটার উপর রাখল চিপসের উঁচু স্তূপ।

ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'কত ডাউন তোমার?'

'আশি হাজার,' প্রায় ফিসফিস করে বলল মেরি।

'প্রতিবার একই সংখ্যার উপর বাজি ধরছ?'

'হ্যাঁ। সবসময় তা-ই করি।'

'দ্রুত হারার ভাল পদ্ধতি।'

'তা-ই? তো বোসো না আমার পাশে। আমাকে দেখিয়ে দাও কী ভাবে খেলতে হয়?' কুঁচকে উঠেছে মেরির ভ্রূ।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। ধীর পায়ে গেমিংরুম থেকে বেরিয়ে এল, চলেছে সুইটের দিকে। এখন স্নান দরকার। ওর সয় না বিকেলে জুয়া। মন বলছে, এই মুহূর্তে ওর সঙ্গে নেই ভাগ্য।

দশ

আড়াই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। স্নান শেষে বাথরোব পরে রুম সার্ভিসকে ডেকেছে রানা, কোল্ড বিফ ও পটেটো সালাদ দিয়ে গেছে সে। খাওয়া শেষে সব সরিয়ে নিয়েছে বয়। রকিং চেয়ারে এসে বসেছে রানা, একের পর এক সিগারেট টানছে। শেষ হয়ে

এল তৃতীয় পেগ হুইস্কি, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল মেরি। একটু টলছে, রানার দিকে চেয়ে নকল স্যালিউট দিল, তারপর সোজা চলল বিছানার দিকে। আগেই হাত থেকে ফেলে দিয়েছে সিগারেট, এবার ছুঁড়ে ফেলল কয়েকটা চিপ্‌স।

'ভাল কাটল বিকেল?' জানতে চাইল রানা।

দেখতে ক্লান্ত লাগছে মেরিকে, এক লাথি দিয়ে দরজা বন্ধ করল, বিছানার উপর গুছিয়ে নিল বালিশ, তারপর শুয়ে পড়ল। কথা বলবার মুড নেই।

'অনেক জিতলে?'

'দারুণ কাটল বিকেল। ডেট্রয়েটের এক মোটা বুড়ো ভাম আমার পেছন দিকে চিমটি কেটেছে। হ্যামবার্গের আরেক শয়তান বুড়ো আমাকে এক লাখ মার্ক দিতে চেয়েছে—শুধু একবার শুতে হবে তার সঙ্গে। জুয়ার টেবিলে বসে কয়েক পেগ রাম গিলেছি, সঙ্গে কোলা, সঙ্গে শ্যাম্পেন... আর খেলেছি খানিকটা রুলেত।'

'ওখানে কত হারলে?'

'মাত্র সাত লাখ চল্লিশ হাজার ডলার।'

'ওয়েল ডান।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'বাকি দশ হাজার ডলার কই?'

'ক্যাসিনোর বার নিয়েছে কিছু, বাকি টাকা গেছে অন্য জুয়ার পিছনে। মনে পড়ে, তোমার সঙ্গে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথা বলছিল কাউণ্ট! মিসতাহ্ রানা!' জড়িয়ে গেল মেরির কণ্ঠ। 'আরে বাপু, তুমি অতি সাধারণ মানুষ, নাম মাসুদ রানা হলেই কী! বললেই তো হয় তা! লোকে আবার ভাবে ভয়ঙ্কর খুনি!'

'আমার মনে হয় আমাদের একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত।'

'ড্রিঙ্ক আর সিগারেট শেষ না করেই?' বিছানা ছেড়ে টলতে টলতে নামল মেরি, চলে এল রানার পাশে। টেবিলের উপর থেকে খপ্ করে তুলে নিল হুইস্কির বোতল, ঢেলে নিল গ্লাসে। রানার প্যাকেট থেকে নিয়ে জ্বেলে নিল সিগারেট। ধোঁয়া ছেড়ে চুমুক দিল গ্লাসে। চার টানে শেষ করল সিগারেট। গুঁজে দিল অ্যাশট্রের ভিতর। মুখ থেকে ভক-ভক করে আসছে রামের কড়া দুর্গন্ধ। হঠাৎ অসহায় হয়ে গেল যেন, রানার গালে বুলিয়ে দিতে চাইল কোমল হাত। চোখের কোণে জমেছে দুই ফোঁটা অশ্রু। রানা নড়ে উঠবার আগেই সরে গেল, এলোমেলো কয়েক পা ফেলে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। অস্ফুট স্বরে বলল, 'ও, হ্যাঁ, আগামীকাল রাতে আমাদের দাওয়াত দিয়েছে কাউন্ট ব্র্যাগান। সঙ্গে থাকবে তার বদমাশের দল।' আর কোনও কথা নেই, নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মেরির জুতো খুলে দিল রানা, গলা পর্যন্ত টেনে দিল বেড কাভার, নিভিয়ে দিল বাতি।

হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম, চমকে উঠে বসল রানা। ভাবতে চাইল জেগেছে কেন। ও, গলা শুকিয়ে গেছে। নিঃশব্দে নামল ইজি চেয়ার থেকে, টেবিলে রাখা জগের ঢাকনা খুলে গ্লাসে পানি ভরে ঢকঢক করে গিলে নিল। চাইল ঘড়ির দিকে। রাত অনেক—সোয়া তিনটে বাজে। বিশাল থালার মত গোল চাঁদ জানালা জুড়ে, ঘরে ফেলেছে রূপালী আলো। মরুভূমি থেকে আসছে হু-হু শীতল হাওয়া। জানালার ফিটিংসে সর্র্-সর্র্ শব্দ তুলে নড়ছে পর্দা।

জানালা বন্ধ করতে গিয়েও থেমে চেয়ে রইল বাগানের দিকে। দুই ভাগে ভাগ হয়ে বাড়ির দিকে আসছে ছ'জন লোক। আরও কাছে আসতেই বোঝা গেল চারজনের পরনে ইউনিফর্ম। এরা কাউন্টের গার্ড। অন্য দু'জনকে ছেঁচড়ে নিয়ে আসছে তারা। ওই দুই লোক টলছে, বার বার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ছে মাথা। প্রচণ্ড পেটানো হয়েছে। কপাল-গাল-নাক-ঠোঁট ক্ষত-বিক্ষত। পরনে পুরানো আলখেল্লা। তাদের হিঁচড়ে বাড়ির আরেক দিকে নিয়ে চলেছে গার্ডরা। একটু পর আর বন্দিদের দেখতে পেল না রানা। মনে গেঁথে নিল, সকালে কাউন্টের কাছে জানতে চাইবে এ ব্যাপারে। জানালা বন্ধ করে আবার চেয়ারে গিয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসল, ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু হঠাৎ আবারও ভেঙে গেল ঘুম। দুটো গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে। মনের ঘড়ি বলছে, মাত্র এক ঘণ্টা পেরিয়েছে। কান পাতল রানা। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল গুলির প্রতিধ্বনি। আলখেল্লা পরা লোক দু'জন? মেরে ফেলা হলো?

সকালে ব্রেকফাস্ট সারতে নেমে ভাল ভাবে এ ক্যাসিনোর অন্য অতিথিদেরকে দেখল রানা। প্রাসাদের পিছনে রেস্টুরেন্ট, এর ওপাশে আবারও বিশাল বাগান। গতকাল বার টেণ্ডার ওকে জঘন্য মার্টিনি দিয়েছে, কিন্তু এই রেস্টুরেন্টের শেফ সেটা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিল। সুস্বাদু স্ক্র্যাম্বল্‌ড্ এগ ও বেকন দিল সে। বেশ ক'জন যুবক-যুবতীকে দেখল রানা। এরা কাউন্ট ব্ল্যাগানের জাঙ্গলরুমে ছিল না। রোদে পোড়া তারা, নিয়মিত ব্যায়াম করা শরীর। তাদের টেবিল জুড়ে হৈ-চৈ চলছে। রানার পাশে বসে

মাথা-ব্যথা নিয়ে টমেটো জুসে চুমুক দিচ্ছে মেরি, নিচু স্বরে জানাল, ও এদের কয়েকজনকে চেনে। এরা হলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রী বা টেনিস প্লেয়ার। একটু দূরে গোল এক টেবিলে বসেছে গোমড়ামুখো ক'জন আফ্রিকান। ভারিক্কি ভঙ্গি জানিয়ে দিল টাকা-পয়সাওয়ালা লোক তারা। সম্ভবত সাহারার দক্ষিণের দেশগুলোর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

আরেক টেবিলে এসে বসল এক লোক। তাকে জাঙ্গলরুমে দেখেছে রানা। লোকটা পরের বিশ মিনিট জুলজুল করে চেয়ে রইল ওয়েট্রেসদের দিকে। কাছে পেলেই অভিযোগ করতে লাগল, এ খাবার খারাপ, ওটা ভাল হয়নি—ইত্যাদি। শেষে বলতে লাগল জুয়ায় হারতে হারতে বিরক্ত হয়ে গেছে সে। তার দরকার অন্য কিছু। একটু পর ওয়েট্রেসরা সরে পড়ল তার কাছ থেকে, নিজেদের ভিতর গুজর-গুজর করে কী যেন বলতে লাগল। নাস্তার পর কফি শেষ করে এনেছে রানা, এমন সময় এক লোক ওর সামনে এসে থামল। ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে জানতে চাইল, 'আপনিই কি মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, আপনার নাম, মিস্টার...'

'ভাসকনসেয়াস, টাস ডি ভাসকনসেয়াস, লাস ভেগাস থেকে। আমার বন্ধুরা চাইছে যদি বান্ধবীসহ বসতেন আমাদের সঙ্গে, মিস্টার রানা।'

'দুঃখিত, আমরা এখন ঘরে ফিরছি। পরে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব।'

'খুবই দুঃখের কথা। আমরা এই মাত্র বলেছি আপনাকে খুব কঠোর মানুষ মনে হয়। ...সার্ভিসে ছিলেন?'

'আর্মিতে, হ্যাঁ।'

'সত্যিই? আমরা পিস্তল আর রিভলভার নিয়ে আলাপ করছিলাম। আমার এক বন্ধু বলছিল কোল্ট রিভলভারের তুলনা হয় না। আমি বলছিলাম ওয়ালথার পিস্তল সেরা। তর্ক লেগে গেল। ...আপনাদের আর্মিতে ব্যবহার হয় আগ্নেয়াস্ত্র?' পাশের টেবিল থেকে মুচকি হাসছে তার বন্ধুরা।

'কখনও কখনও।'

'ভয় পান না? ধরুন ট্রিগার টিপতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে মানুষ তাক করতে পারবেন?'

'সমস্যা হয়নি কখনও।'

'এসব অভিজ্ঞতা থাকা ভাল। কখন যে লাগে, বলা যায় না। তো মিস্টার...'

হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। কোথা থেকে যেন টেবিলের পাশে হাজির হয়েছে কাউন্ট ব্ল্যাগান, শীতল চোখে চাইল সে টাস ডি ভাসকনসেয়াসের দিকে।

যেন লেজ গুটিয়ে নিল লোকটা, নিচু স্বরে বলল, 'আবার দেখা হবে।' নিজেদের টেবিলে ফিরে বন্ধুদের কী যেন বলল।

রানার দিকে চাইল ব্ল্যাগান। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা। আমি চাই অতিথিরা ভাল আচরণ পাক, বা নিজেও ভদ্রতা বজায় রাখুক। মিস্টার ভাসকনসেয়াস অত্যন্ত ভদ্রলোক, তার মত লোক হয় না। উত্তর আমেরিকায় ব্যবসা বাড়াতে চাইলে নানা ধরনের সাহায্য মিলবে, কাজেই তাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। যাক সে কথা, কেমন বিশ্রাম করলেন?'

অ্যানডন ব্ল্যাগান সাদা শার্ট পরেছে, গলা থেকে ঝুলছে কালো

সিল্কের ক্রেভেট। ভদ্রতাসূচক দু'চার কথা বলল রানা, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। জানতে চাইল রাতে কী ঘটেছে, গুলির আওয়াজ কেন।

নির্বিকার রইল কাউন্ট। 'রাতে যা ঘটেছে সেটা জরুরি ছিল। কখনও কখনও ক্যাসিনো চালাতে গিয়ে কঠোর হতে হয়। বিরাট রাজ্যে যেমন হয় আর কী। ইঁদুর বা পোকা বাড়তে দিই না আমি। আমাদের ভুললে চলে না যে আইনের অনেক বাইরে এ এলাকা। যাদের দেখেছেন তারা যাযাবর, দুর্বিনীত দস্যু—এরা যে কারও বাড়ির দেয়াল টপকে ঢুকতে চায়। সুযোগ পেলে ডাকাতি করে। এদের আমি জানিয়ে দিয়েছি ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে বা বাইরের শহরে যা খুশি করবে, তা চলবে না। কিন্তু এরা ভাবে এই মরুদ্যান তাদের নিজেদের। যারা এখানে ভাল হয়ে চলে, তাদের শহরে থাকতে দিই আমি। কিন্তু যারা...' কাঁধ ঝাঁকাল কাউন্ট, হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিল, এর বেশি বলবার দরকার পড়ে না।

সারাদিন কেটে গেল কোনও ঝামেলা ছাড়াই। একবার বাগানে বেরুল রানা, উঁচু প্রাচীরের পাশ দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এল বিরাট এলাকা। মেরি সুইমিং পুলে সাঁতার কাটল, সানবেদিং করল। দুপুরে হাসি-খুশি এক সাউথ-ইস্ট এশিয়ান মেয়ে দারুণ ম্যাসাজ করে দিল রানাকে। সেটা শেষে আধঘণ্টা সাঁতার কেটে লাঞ্চ করতে গেল রানা। বিকেলে বারে ঢুকে ড্রিঙ্ক নিল। প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে চোখে পড়ল পশ্চিমে হেলে পড়েছে সোনালী সূর্য। দ্বিতীয় ড্রিঙ্ক শেষে ক্যাসিনো থেকে বেরুবে, ঠিক তখন দেখল এরিক স্টার্নকে, এই মাত্র ঢুকেছে বারে। আজ সারাদিন কোথায় যেন ডুব দিয়েছে সে।

'হ্যালো, মিস্টার রানা,' টেবিলের সামনে এসে থামল স্টার্ন।

'মিস্টার স্টার্ন, সারাদিন কোথায় ছিলেন? বসুন, প্লিয।'

'এখানে যে এত রকমের আনন্দের ব্যবস্থা, জানতাম না,' চেয়ারে বসল না এরিক। 'আপনাকে যদি টেনে নিয়ে যাই, দোষ ধরবেন না, এমন এক জিনিস পেয়েছি যে খুব খুশি হবেন আপনি।'

স্টার্নের পাশে রওনা হলো রানা, নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বার থেকে। পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নামল ওরা। স্টার্ন ইশারা করায় ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এল রানা। দ্রুত পায়ে হাঁটছে ওরা। চলে এল জাঙ্গলরুমের পাশে। টেরেস খানিক উপরে। ওদিক দেখাল স্টার্ন।

'কী দেখব?' বলল রানা। একটু বিরক্ত। ওকে অন্য কাজে যেতে হবে। দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।

'আমি সুইমিং পুলে ছিলাম, তখন কাউন্টের বিশেষ ক'জন অতিথিকে দেখলাম,' বলল স্টার্ন। 'পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ক্যাসিনোর ভিতর কী ঘটছে। লোকটা বলল কাউন্ট জরুরি মিটিং ডেকেছে। তখনই মাথায় ঢুকল, আমি তো চাইলে এদের মিটিঙে যোগ দিতে পারি। তার কোটের পকেটে চালান দিলাম খুদে ট্র্যান্সমিটার।' পাতলা জ্যাকেটের ভিতর থেকে সরু তার বের করল সে, ওটার দু'প্রান্তে ইয়ারফোন। মৃদু হাসছে। 'শুনবেন, মিস্টার রানা?'

'তুমি তোমারটা শোনো।' প্রায় ওই একই জিনিস বেরুল রানার পকেট থেকে। 'তোমার সেই লাস ভেগাসের লোকটা বেয়াড়া। তবে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমারটা আছে ওর

পকেটে।'

'এই একই মাল? শর্ট ট্র্যান্সমিটার?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'আসুন তা হলে রেডিয়ো ব্ল্যাগান শোনা যাক।'

হেডফোনের রাবার ডিস্ক কানে গুঁজে নিল ওরা। প্রথমে শুধু স্ট্যাটিক। এর পর ঘসে যাওয়ার আওয়াজ। চেয়ার টেনে বসছে সবাই, জোরে কথা চলছে। এক আমেরিকানের চড়া কণ্ঠ সবাইকে টেক্কা দিচ্ছে। হঠাৎ ধমাধম টেবিলে রুলার পিটাল কেউ।

এবার শোনা গেল কাউন্টের ন্যাকা কণ্ঠস্বর, 'আজ আমাদের সময় দিয়েছেন বলে আপনাদের ধন্যবাদ। তো সরাসরি কাজের প্রসঙ্গে চলে আসি।'

হঠাৎ নীরব হয়ে গেল ঘর। কাউন্টের কণ্ঠে কর্তৃত্ব ফুটে উঠেছে। অপরাধী সংগঠনের নেতাদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সে। যেন সকালের অ্যাসেম্বলির হেডমাস্টার।

'আমি ভাগ্যবান যে আপনারা আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন। আমি খুবই খুশি যে সবাই চলে এসেছেন ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে।'

ইয়ারফোনে টোকা দিল রানা। একই কাজ করছে স্টার্ন। কানের ভিতর অনেক বেড়েছে স্ট্যাটিকের আওয়াজ। ...কিন্তু না, এ আওয়াজ স্ট্যাটিক নয়... কাউন্টের কথার উপর পড়ছে হাততালি। অপেক্ষা করছে রানা, মাত্র বক্তৃতা শুরু করেছে ব্ল্যাগান। নিশ্চয়ই দারুণ ভাল লাগছে তার! ভাবছে চলতে থাকুক না প্রশংসা। তারপর প্রায় অনিচ্ছুক স্বরে হাততালি থামাতে বলল কাউন্ট।

'আমার বন্ধুবর মিস্টার ইগোর নিকিতিনকে বলছি, আপনি এবার খুলে বলুন আমরা কী এঁদের হাতে তুলে দিতে চাই।'

ভারী লোহার মত খটমটে স্বরে কে যেন বলে উঠল ইংরেজি। উচ্চারণ শুনে মনে হলো লোকটা রাশান। পলকে সবার মনোযোগ পেয়েছে সে-ও। 'ধন্যবাদ, কমরেড ব্ল্যাগান। জেন্টলমেন, আজ এখানে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা শুনবেন। বাড়িয়ে বলছি না, এ ঘরে যা উচ্চারিত হবে, আগে কোথাও তা কখনও বলা হয়নি। এর ফলে বদলে যাবে গোটা বিশ্ব। শীঘ্রি বুঝবেন এর গুরুত্ব কতখানি।'

বিরাট পেটওয়ালা ডন কলোম্বো চড়া স্বরে বলল, 'এ তো খুশির কথা, মিস্টার রাশা। তবে জানতে চাই ওই ঐতিহাসিক ঘোষণার ফলে কী পরিমাণ ডলার পকেটে আসবে।'

অনেকে হেসে উঠল। তাদের মধ্যে খ্যা-খ্যা হাসিটা মোটকু কলোম্বোর, সে-ই বেশি হাসছে। হৈ-হৈ করে সমর্থন দিল আরও ক'জন। টেবিলের উপর চাপড় পড়ছে।

'ঠিক প্রশ্ন করেছেন আপনি, ডন,' খেই ধরল নিকিতিন। 'আমরা জানি আপনারা সবাই যুক্তি মেনে চলেন। তা-ই আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের প্রোডাক্ট নেবেন কি না। যদি অনুমতি দেন, বলতে পারি, আমাদের জিনিস কোন্‌দিক থেকে ভাল। ক্যাইলন বি, বা টাইফুন পাউডার ওটার নাম। আপনাদের মত বিভিন্ন এলাকার আরও কয়েক দল ব্যবসায়ী ওটা কিনছেন বেশ কয়েক মাস ধরে। হয়তো শুনেছেন, এই টাইফুন-পাউডার আজ পর্যন্ত সিনথেসাইয্ করা নেশার সেরা প্রোডাক্ট। হেরোইন, এলএসডি, ইয়াবা বা অন্য যে-কোনও প্রোডাক্ট এর তুলনায় কিছুই

নয়। মাতা প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছি আমরা এই অবিশ্বাস্য কম দামের নেশা। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অ্যাডিক্টিভ সাবস্ট্যান্স। এ এমনই নেশা, কয়েকবার নিলে আর ছাড়া যায় না। সিরিঞ্জ ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। ধূমপান করতে হয় না। ইচ্ছে করলে পানির সঙ্গে মিশিয়ে নেয়া যায়। খেতেও খারাপ লাগে না। কেউ চাইলে গিলে খেতে পারে খুদে বড়ি। আবার ইচ্ছে করলে অ্যাডিক্টরা বড়িগুলো গুঁড়ো করে নাকের ভিতর টেনে নিতে পারে শ্বাসের সঙ্গে—এটাই বেশিরভাগের পছন্দ। নেশার পর আপাত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক থাকে সবাই। গভীর নেশায় ডুবে গেলেও বাইরে থেকে টের পাওয়ার কোনও উপায় নেই। আপাতত প্রায় বিনা পয়সায় যোগান দেব আমরা এই প্রোডাক্ট। আপনারা শুধু আপনাদের নেটওয়র্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবেন আমাদের এই প্রোডাক্ট। নেশাখোরের কাছ থেকে যা খুশি দাম নিতে পারেন। তবে আমরা চাইব প্রথম দিকে যতটা সম্ভব কম দামে ছাড়া হোক।'

ইগোর নিকিতিন থেমে যেতেই নিচু স্বরে আলাপ শুরু হলো। আগ্রহী হয়ে উঠছে অপরাধী সংগঠনের নেতারা। সবাই বেশ কয়েক মাস ধরে শুনছে টাইফুন পাউডারের কথা।

এক আমেরিকান মাফিয়া ডন বলে উঠল, 'জিনিসটা কী দিয়ে তৈরি? ক্যাসিনোর চারপাশ ঘুরে দেখেছি। কই, কোথাও তো পপি বা কোকো ঝোপ নেই। বালি দিয়ে তৈরি করেন নাকি ও জিনিস?'

হেসে ফেলল কয়েকজন।

'আমি কি এঁদের জানাব, কমরেড ব্র্যাগান?' জানতে চাইল নিকিতিন।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...' কণ্ঠ বলছে মজা পেয়েছে কাউন্ট।

'বেশ। আমি শুধু এটুকু বলব, টাইফুন পাউডারের বড় ইনগ্রিডিয়েন্ট হচ্ছে রিফাইণ্ড অ্যাড্রিনালক্রোম। মরা মানুষের পিটিউটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে আসে এই কেমিক্যাল।'

ঘরে নামল থমথমে নীরবতা।

বিস্তারিত ভাবে বলতে শুরু করল বিজ্ঞানী, 'কোনও মানুষ ভয়ঙ্কর মানসিক ও শারীরিক কষ্টে থাকলে স্বাভাবিক ভাবে তৈরি হয় অ্যাড্রিনালক্রোম। আপনারা হয়তো জানেন না, আমাদের কমরেড কাউন্ট ব্ল্যাগান নির্যাতন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি যে কাউকে ভয়ঙ্কর ভয়ের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। মানুষটা মারা যাওয়ার পর এ ড্রাগ বের করে আনা হয় হাইপোডারমিক নিডল দিয়ে। জিনিসটা থাকে মেরুদণ্ডের ভিতর। এতে সামান্য পাওয়া যায়। ধরুন দশ সিসির বেশি হবে না। তবে মজার বিষয়, এর মাত্র পাঁচগুণ পেলেই, অর্থাৎ পাঁচজন আতঙ্কিত মানুষের মৃতদেহ থেকে তৈরি করা যায় বিপুল পরিমাণের ক্যাইলন বি। এতেই পুরো দুই মাস ডেট্রয়েটের মত বিশাল এক শহরের চাহিদা মিটানো সম্ভব। ক্যাইলন বি-র সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশাতে হয় কিছু জরুরি অ্যামফেটামিন। ব্যস, মিলে যায় স্বর্গের নেশা।'

'লোকগুলোকে পাবেন কোথায়?' লাস ভেগাসের টাস ডি ভাসকনসেয়াস জানতে চাইল।

'মরুভূমির চারপাশে তো রয়েইছে যাযাবর আদিবাসী,' নীরস স্বরে বলল ইগোর নিকিতিন।

পরস্পরের দিকে চাইল রানা ও এরিক। একই কথা ভাবছে: মানুষ নয় কাউন্ট ব্ল্যাগান ও তার স্যাঙাৎ রাশান বিজ্ঞানী! ভয়ঙ্কর

দুই পিশাচ ধ্বংস করে দিতে চায় পৃথিবীটাকে!

রানার মনের কথা বলে উঠল মোটা ডন কলোম্বো, 'ভাল কথা, আগেই বলেছেন প্রায় বিনা পয়সায় দেবেন আমাদের। আমরা বিক্রি করে আরও বড়লোক হবো। কিন্তু তাতে আপনাদের কী প্রাপ্তি? ভিতরের প্যাঁচটা একটু খুলে বলুন।'

'ছোট্ট একটা প্যাঁচ সত্যিই আছে।'

'তা কী?'

'শুধু কাউন্ট ও আমি জানি কী ভাবে তৈরি করা যায় এই ড্রাগ। ...এবার বাকিটুকু জানাবেন আমাদের কাউন্ট।'

নাকি সুরে শুরু করল অ্যানডন ব্ল্যাগান, 'আমাদের মনের কথা জানতে চেয়েছেন, মিস্টার কলোম্বো। প্রশংসা করবার মত একটা প্রশ্ন করেছেন। ক্যাইলন বি-র কিছু সুবিধা আছে। তিন থেকে সাত দিন ব্যবহার করলে এই নেশা আর ছাড়া যায় না। ছাড়তে চাইলে প্রচণ্ড আতঙ্ক ও তীব্র শারীরিক কষ্ট পাগল করে তোলে অ্যাডিক্টকে। মৃত্যু হয় ভয়ঙ্কর ভাবে। কাজেই একবার নেশা শুরু করলে ছাড়তে পারে না কেউ। এদিকে ক্যাইলন বি-র ফলে সে হয়ে ওঠে ভীষণ আগ্রাসী, কোনও কারণ ছাড়াই খুন করতে থাকে মানুষ। আর, ঠিক এমনটিই চাই আমরা।'

'কেন?'

'গোলমাল বেধে যাক বিশ্বে। এর শুরু আগেই করে দিয়েছি আমরা। নিশ্চয় সংবাদপত্রে দেখেছেন বাড়ছে সিরিয়াল কিলারদের সংখ্যা। এদিকে আপনাদের নিয়ে বিশাল এক পরিকল্পনা করেছি আমরা। ধীরে ধীরে আপনারা হয়ে উঠবেন পৃথিবীর অন্যতম ক্ষমতাশালী মানুষ। হাতের মুঠোর ভিতর থাকবে ভয়ঙ্কর একদল

পশু। আগামী দশ বছরে বদলে যাবে দেশগুলোর চেহারা। ক্ষমতার মেরুকরণ হবে। আমরা হয়ে উঠব দুনিয়ার সত্যিকারের মালিক। আমরা ছাড়া আর কেউ মিটাতে পারবে না মানুষের এই নেশার উপকরণ। বিশ্বাস করুন, এসবই হতে চলেছে—যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকেন।'

'আপনারা চাইছেন দুনিয়া জুড়ে ড্রাগ ছড়িয়ে পড়ুক, কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ-যুবক এই নেশার ভিতর ডুবে যাক?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'আপনারা যে কোনও দেশের ক্ষমতা নেবেন, কী ভাবে?' প্রায় টিটকারি দিয়ে উঠল এক ইটালিয়ান মাফিয়া ডন।

'বিভিন্ন দেশের চরিত্রহীন, লোভী আমলা থেকে শুরু করে দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ ও আর্মি বিপুল পরিমাণ টাকা পাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। গোপনে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে নাৎসি সংগঠনগুলোও। গত কয়েক মাসে অনেকটা এগিয়েছি আমরা।'

'আমাদের অবস্থান কী হবে?'

'আগেই তা বলেছি। আপনাদের রয়েছে সংগঠিত ক্রাইম অর্গানাইজেশন। আপনারা হবেন নতুন সব দেশের সেনাবাহিনী প্রধান বা রাষ্ট্রপতি। তার আগে শহরগুলোর ভিতর তৈরি করতে হবে প্রচুর খুনি। এই পরিকল্পনা ছিল কমিউনিস্ট রাশার, আমরা শুধু সেটা একটু বদলে নিয়েছি। গোলমালের ভিতর ভীত সমাজ থেকে অনেক বেশি টাকা রোজগার করা যায়। আমরা ঠিক তা-ই করব। আগামী তিন বছরে আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশের সুশীল সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা আমাদের রাজ্য শুরু করব এসব

দেশের শাসন ভার হাতে নিয়ে।'

নতুন একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'মাশাল্লাহ্! আমি মিস্টার নিকিতিন ও কাউন্টের সঙ্গে একমত। এঁরা ঠিকই বলেছেন। আমরা যদি সমাজের প্রতি স্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারি, অনেক সুবিধা। আমাদের সংগঠন ধর্মকে কাজে নামিয়ে এই একই কাজ একটু অন্য ভাবে করছে।'

'হ্যাঁ, আপনার কথা শুনে ভাল লাগছে, মুফতি মোহাম্মাদ নুহা বিন আল-দোয়াইফি,' বলল ব্ল্যাগান। 'আপনার সঙ্গে তো বহুবার আলাপ হয়েছে আমার। আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমরা সত্যিই খুশি হবো।'

এরিক স্টার্নের দিকে চাইল রানা। চেহারা বিকৃত করে সিগারেট ধরিয়েছে এফবিআই এজেন্ট। গম্ভীর হয়ে ভাবছে। ওর মনের কথা পড়তে পারছে রানা। কিছুক্ষণ পর ডিনারে ডাকা হবে সবাইকে। তখন এই পিশাচগুলোর পাশেই বসবে ওরা।

প্রায় নিঃশব্দে সুইটের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। ঘরে মউ-মউ করছে জুঁই ও গোলাপের সৌরভ। একটু আগে লম্বা শাওয়ার নিয়েছে মেরি। হাওয়ায় ভাসছে মেসনেল শ্যাম্পুর সুরভি। বিছানার উপর পড়ে রয়েছে কালো কোকো শ্যানেল ড্রেস। পরনে সোনালী টিয়ারড্রপ ইয়ারিং ও কালো সংক্ষিপ্ত পোশাক মেরির, জানালায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে দূরে। চুল এখনও ভেজা। দু' আঙুলে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট। হরিণী গ্রীবা ঘুরিয়ে চাইল, ঠোঁটে মৃদু হাসি। কী যেন ভাবছে, উদাস দুই চোখ। ঠোঁটে তুলল সিগারেট, টেনে নিল নীলচে ধোঁয়া।

রানার মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে অস্বস্তির অনুভূতি উঠে এল মাথায়। মনের গভীর থেকে কে যেন জানান দিল, এখানে যা ঘটছে সবই জানে মেরি! এ-ও জানে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ও। যদি ধরা পড়ে, মরবে। তবে এ বোকা মেয়ে জানে না, তাকেও ছাড়বে না কাউন্ট ব্ল্যাগান। একটু আগে যা শুনে এসেছে, তাতে গলা শুকিয়ে গেছে রানার।

খুব স্থির লাগছে মেরিকে। সব যদি জানত ভয়ে মানসিক রোগী হয়ে উঠত! না, আনন্দে থাকুক মেরি, ওকে কিছুই বলবে না—নির্বিকার চেহারা করে দরজা বন্ধ করল রানা। দৃঢ় পায়ে চলে এল মেরির সামনে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। ডুব দিল কালো চুলের অরণ্যে। এক মুহূর্ত পর মেরির কপালে নেমে এল ওর ঠোঁট। মৃদু চুমু দিয়ে বলল, 'চুল শুকিয়ে ড্রেস পরে নাও। ডিনারে যেতে হবে।'

চুমু দেয়ায় একটু চমকে গেছে মেরি। তবে সরে গেল না। 'ভাল ল্যাগল,' প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল। 'আবার করো তো...'

মুখ তুলে রানার চোখে চাইল মেরি। যেন টের পেল অস্থির হয়ে উঠেছে মানুষটা। একটু পিছনে হেলল গ্রীবা, ফাঁক হলো মেরির তৃষ্ণার্ত অধর। ভেজা ঠোঁট স্পর্শ করল রানার কঠোর ঠোঁটদুটো।

'ওটা সত্যিই করোনি তুমি...' হঠাৎ ক্লান্ত স্বরে বলল মেরি। 'তা-ই না?' এক পা পিছিয়ে গেল।

'কী?'

'আমার বাবা। তাকে খুন করোনি। তুমি যা বলেছ, তাই ঘটে ওখানে।'

'মিথ্যা বলিনি।'

'আমি এখন বিশ্বাস করি।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল রানা, 'উনি ছিলেন আমাদের একজন।'

'তোমাদের একজন? মানে?'

'একইসঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ও বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট। তবে বেশি ভালবাসতেন নিজ দেশকে।'

'ব্রিটেনকে নয়, বাংলাদেশকে?'

'হ্যাঁ, তা-ই।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

কেমন যেন টলে উঠল মেরি, গিয়ে বসে পড়ল খাটের কোণে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আড়ষ্ট মুখ। 'একটু খুলে বলবে, প্লিজ?'

ওর পাশে বসল রানা। গুছিয়ে নিল কথা। তারপর বলল, 'আজ থেকে সাড়ে তিন বছর আগে অদ্ভুত এক গুজব ছড়িয়ে পড়ে—কিছুদিন পর পুরো দুনিয়ার মালিক হয়ে উঠবে রাশা। সেজন্য মারণাস্ত্র ও যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। প্রতিটি দেশের সরকার হুমড়ি খেয়ে পড়বে রাশান সরকারের পায়ে। এফএসবির রিসার্চ সেকশন অদ্ভুত এক ড্রাগ আবিষ্কার করতে চলেছে। প্রতিটি দেশের তরুণ-সমাজ ধ্বংস করে দেবে তাদেরই নিজ সংস্কৃতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তথা দেশ—সব। কী ঘটছে জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রতিটি সিক্রেট সার্ভিস। সেসময় বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তোমার বাবা। জানালেন, একটা লিঙ্ক পেয়েছেন, ঢুকে পড়তে

পারেন রাশান এফএসবির ভিতর। আমাদের চিফ তাঁকে অনুমতি দিলে পেনিট্রেট করলেন তিনি। সাড়ে-তিন বছর আগে ওই সংগঠনে যোগ দিলেন। বিএসএস জানল না উনি বিশ্বাসঘাতক নন। এফএসবি যা আগেই জানত, তার বেশি কিছুই বলেননি তিনি ওদের।'

'ব্রিটিশ সরকার বাবাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবল? কাজেই সব নাগরিক অধিকার হারালাম আমরা?'

'হ্যাঁ, প্রায় তা-ই। বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে আমার বস তোমার প্রাপ্য টাকা দিতে চাইলে তুমি মানা করে দিলে। অথচ তোমার বাবা চেয়েছেন তুমি মাস্টার্স পাশ করে বাংলাদেশে ফেরো, ভাল কোনও চাকরি মিলে যেত। যোগ্য কোনও ছেলেকে বিয়ে করে সংসার করতে। তাঁর সমস্ত টাকা তোমার নামে দিয়ে দেন তিনি। সেই টাকা এখনও সুদে-আসলে বাড়ছে ব্যাঙ্কে।'

'বিশ্বাসঘাতকের টাকা আমি নিতে চাইনি।'

'আমাদের লোক কয়েকবার করে দেখা করল তোমার মা ও তোমার সঙ্গে, নানা ভাবে বোঝাতে চাইল তোমাদের উচিত টাকাগুলো নেয়া। তোমাকে ভাল চাকরি দিতে চাইল, কিন্তু জেদি মেয়ে তুমি কিছুই শুনলে না। এর বেশি কিছু বলার উপায় আমাদের ছিল না।'

'সেই লোককে আগেও দেখেছি আমার বাবার সঙ্গে। সেজন্যেই সন্দেহ হলো আমার। কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেই এড়াতে চাইল সে। মনে হলো এ-ও বিশ্বাসঘাতক। কাজেই টাকা নেব কেন আমি? ...আমার বাবা ব্রিটেনে নেই, এর পর কী

ঘটল?'

'এদিকে বিএসএস জানল না তোমার বাবা বেঈমান নন। ...আমরা এই বিষ-চক্র ধ্বংস করতে পারলে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিএসএস-এর চিফকে সব জানানো হতো।'

ছোট্ট মেয়ের মত শুনছে মেরি, রানা থামতেই বলল, 'এফএসবিঁর ভিতর ঢুকে বাবা কী করলেন?'

'একের পর এক ফাইল খুঁড়তে শুরু করলেন। এক বছর আগে তাঁর হাতে এল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। রাশা যে ড্রাগ দিয়ে জগৎকে বশ করতে চেয়েছে, সেটা আর তাদের হাতে নেই। ওই ড্রাগের আবিষ্কারক ইগোর নিকিতিন পালিয়েছে ফর্মুলা নিয়ে। এফএসবি চাইছে তাকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু স্রেফ উধাও হয়েছে বিজ্ঞানী। এর কিছুদিন পর বাজারে এল টাইফুন পাউডার। মানিক-জোড় ইগোর নিকিতিন ও কাউন্ট ব্ল্যাগান চাইল প্রতিটি দেশে ওই ড্রাগ ছড়িয়ে দিতে। তাদের ধারণা, আগামী কয়েক বছর শিকড় গাড়তে পারলে তারাই হবে দুনিয়ার হর্তা-কর্তা। ...এদিকে বসে রইলেন না তোমার বাবা। খোঁজ-খবর করতে লাগলেন। গত মাসে রাশা থেকে ভারতে গেল একদল সন্ন্যাসী, তাদের সঙ্গে মিশে চলে এলেন তিনি। নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন আরেকটা লিঙ্ক। সেটা ধরে যেতে হবে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে। যদিও জানেন না সেটা কোথায়। বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁকে চিনে ফেলেছে বিএসএস-এর এজেন্টরা। তাঁকে ধরে ব্রিটেনে নিয়ে যাবে, এটা শুনেই আমার বস জাঁনালেন, যেন আমিই তাঁকে পৌঁছে দিই ইংল্যাণ্ডে। গত তিনবছর তোমার বাবা কী

করেছেন জানানো হবে বিএসএস-এর চিফ মার্ভিন লংফেলোকে। আমি মুম্বাইয়ে গেলাম তোমার বাবাকে নিয়ে আসতে, কিন্তু জীবিত আনতে পারলাম না।'

'কারা খুন করল?'

'এফএসবি নয়, বিএসএস নয়, আমরা তো নই-ই। কিন্তু ঠিকই খুন হলেন। বহু কিছুই হতে পারে, তবে তাঁকে হত্যা করেছে তোমার খুব চেনা কেউ।' আর কিছু বলবার নেই রানার।

'ব্ল্যাগান...' মেরির ওটা কোনও প্রশ্ন নয়।

থমথমে নীরবতা নেমে এল ঘরে।

বাংলাদেশি গুপ্তচরের চোখে চেয়ে রইল মেরি, তারপর হঠাৎ বড় করে ঢোক গিলল। পরক্ষণে রানাকে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। একবার ফুঁপিয়ে উঠে মাথা রাখল রানার প্রশস্ত বুকে। চুপচাপ কাঁদছে। কেটে গেল কিছুক্ষণ, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি... আমি... আমি... রানা... ভুল করে...' আর কিছুই বলছে না, ফুঁপিয়ে চলেছে।

'আমাকে টোপ দিয়ে এনেছ ব্ল্যাগানের প্রাসাদে, এই তো?' মৃদু হাসল রানা। 'সেজন্য রাগ নেই আমার। এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত তৈরি হয়ে নাও। মনে নেই লোকটার ডিনারে যেতে হবে?'

জলে ভরা দুটো চোখ চেয়ে রইল মস্ত হৃদয়ের উদার, ভদ্র মানুষটার দিকে। ভাবছে, রানা কিছু বললে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে ইচ্ছে হয় কেন? গুটিসুটি মেরে রানার বুকে ঢুকে পড়তে চাইল মেরি। ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। একটু পর কান্না মিলিয়ে গেল মেরির। কখন যেন ওর ভেজা ঠোঁটদুটো খুঁজে নিল রানার নিষ্ঠুর ঠোঁটকে। কিছুক্ষণ পর ফিসফিস করে

বলল, 'এসো না, মনে করি আমরা বিপদে নেই?'

আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল মেরির অধর। এবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল না রানা। দু'হাতে তুলে নিল মেরিকে, নামিয়ে দিল সফেদ চাদরের বুকে। ক্রমে পাগল হয়ে উঠল দু'জন।

সুখ-সমুদ্রে ভেসে চলেছে ওরা!

সোনালী সূর্য ডুবে গেছে বহুক্ষণ। বিশাল মরুভূমির বুকে উঠেছে জ্বলজ্বলে রূপালী চাঁদ। জানালা দিয়ে আসছে দুধসাদা জ্যোৎস্না। চাদরের তলে পাশাপাশি শুয়ে আছে রানা ও মেরি, হাত ধরে রেখেছে পরস্পরের। তপ্ত সন্ধ্যা শেষে বইছে ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া।

কিছুক্ষণ পর উঠে বসল রানা। 'আমরা যাব?' ফিসফিস করে বলল মেরি।

'হ্যাঁ, যেতেই হবে।' ওয়ার্ড্রোবের সামনে চলে গেল রানা। শার্ট পরতে শুরু করল। ওকে যেন ঘিরে রেখেছে মেরির জুঁই ফুলের সুবাস।

নীরবে পোশাক পরছে ওরা। শাওয়ার, থাক না ভালবাসার জান্তব ঘ্রাণ। ওরা এসেছে এখানে প্রেমিক-প্রেমিকা হিসাবে। শেষে তা-ই তো হয়েছে। মেরিকে ব্রেসিয়ারের হুক আটকে নিতে দেখল রানা। কানে পরে নিল অশ্রু-ফোঁটার মত দুল। ধবধবে জ্যোৎস্নার আলোয় কালো স্টকিং পরে নিল মেরি, ঢাকা পড়ল স্বর্গীয় হলুদাভ উরু। রানার চোখ লক্ষ্য করেছে মেরি, লাজুক হাসল স্কুলের মেয়েদের মত।

ওকে বিপদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে, ভাবছে রানা। ওকে

রক্ষা করতে হবে। যেমন করে হোক। মেরি যেন ওর অস্তিত্বের বড় এক অংশ। বিপদ থেকে সরিয়ে দেবে, রক্ষা করবে—কিন্তু, কী ভাবে? উল্টে ওকে নিয়ে চলেছে বিপদের মুখে!

এগারো

জাঙ্গলরুমের এক পাশে নেচে চলেছে দুই বেলি-ড্যান্সার, দুই স্তন-চূড়া ও উরু-সন্ধির উপর ঝুলছে তিনটে সবুজ ও সোনালী পাতা। নর্তকীদের মানাচ্ছে না এ ঘরে। কালো-সাদা ইউনিফর্ম পরা সেনেগালের মেইডরা বিশাল সব ডিশ নিয়ে আসা-যাওয়া করছে। ডিশের উপর নানান ধরনের শেলফিশ: লবস্টার, ওয়েইস্টার, বিশাল সব কিং প্রন...

দেরিতে এসেছে বলে, ভদ্রতা করে কাউন্টের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করল রানা। লম্বা টেবিলের মাথায় বসেছে ব্ল্যাগান। তার বামে দুটো চেয়ার খালি দেখে বসে পড়ল মেরি ও রানা। ওদের উল্টো দিকে বসেছে এক লাটভিয়ান গ্যাংস্টার। পাশে তার স্বর্ণ-কেশী সঙ্গিনী। রানার দিকে চেয়ে ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে চোখ টিপল লোকটা, হাসছে। লাটভিয়ান বুঝে নিয়েছে কী কারণে দেরি হয়েছে রানার আসতে। ওপাশে বসা আরও কয়েকজনকে দেখল

রানা, তারাও হাসছে।

কাউণ্টের উল্টো দিকের আসনে ইগোর নিকিতিনকে দেখল রানা। দুই রাজা যেন ভোজে বসেছে মন্ত্রীদের নিয়ে। রাশান বিজ্ঞানীর বামে এরিক স্টার্ন, গম্ভীর চেহারা করে হুম-হাম গলদা চিংড়ি চিবিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীর চোখে-মুখে ফুর্তি ঝলমল করছে। মোটেই বোঝা যায় না এ লোক ল্যাবোরেটরির ভিতর বসে ধ্বংস করতে চাইছে সভ্যতা। তার ডানদিকে এক লোক বসেছে, টমেটোর মত বিরাট লাল নাক তার। নিকিতিনের সঙ্গে হেসে হেসে আলাপ করছে। ব্যাটা প্রচুর ভোদকা টানে, সিদ্ধান্তে এল রানা। হয়তো রাশান, কে জানে! বিজ্ঞানীর সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। অস্বস্তি বোধ করছে রানা। বার বার মন বলছে, খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে আজ!

কাউন্টকে হাসি-খুশি মনে হলো। আমোদ ভরা নাকিসুরে বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, আমার প্রিয় লবস্টার এসেছে মার্সেইর এক রেস্টুরেণ্ট থেকে। ওয়েইস্টার এসেছে ব্রিটানির উপকূল থেকে। আর আজ সকালে ধরা হয়েছে চিংড়ি, এসেছে শ্রীলঙ্কা থেকে।'

ডানদিক থেকে একটা ছায়া পড়তেই চোখ তুলল রানা। পাহাড়সমান সেই ডাগডগ, কাউণ্টের পাশে! ওর গ্লাসে ঢেলে দিল মস্ক্যাটো দে'স্তি। কাউন্ট বলতে শুরু করেছে তার কেনা ওয়াইনের গুণাগুণ। ওয়াইনের গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিল রানা। কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল জিভ। ওয়াইনের স্বাদ ধাতব মনে হলো। জিনিসটা কি ঠাণ্ডা পারদ নাকি? মন দিতে চাইল লবস্টারের মাংসে। ওটার গন্ধ বাসি পাউরুটির মত! মন বলছে, কোথায় যেন মস্ত কোনও

গোলমাল থাকতে বাধ্য! সামনে ফাঁদ! পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল রানা। বিরতি নিয়ে চাইছে কাউণ্টের দিকে। এ লোক কিছু করবে, না তার কোনও সঙ্গী?

প্লেট-ভরা ভাঙা-ফাটা শেলগুলো সরিয়ে নিল মেইডরা। মেরিকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল রানা। কাউন্ট বলে উঠল, 'আশা করি সবাই আনন্দে কাটিয়েছেন সময়টা, জেণ্টলমেন?'

নিচু স্বরে প্রশংসা এল টেবিলের চারদিক থেকে। কয়েক ঘণ্টা আগে স্টার্ন আর ও কী শুনেছে, মনে পড়ল রানার। চেহারা কিন্তু বলছে না, এই লোকগুলো খোদ ইবলিশ।

বলে চলেছে কাউন্ট: 'নির্বাচিত ব্যক্তিদেরই কেবল আমন্ত্রণ জানানো হয় এখানে আমার গেমিং-রুম ও আতিথেয়তা উপভোগ করবার জন্য। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের সঙ্গে আমার বলতে হচ্ছে, আপনাদের কেউ কেউ এই আতিথেয়তার উপযুক্ত মর্যাদা দেননি। বরং বোকামি করে নিজেদের ক্ষতি ডেকে এনেছেন। ...এদের আসল চরিত্র জেনে ফেলেছি আমরা।'

স্বাভাবিক চেহারা করে বসে রইল রানা। আগেই লক্ষ করেছে দুই দিকের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা একটা মরণ-ফাঁদ। ঘাড়ের কাছে শিরশির করছে খাটো চুলগুলো।

মাথা নামিয়ে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল মেরি।

ওয়াইনে হালকা চুমুক দিয়ে বলল কাউন্ট, 'হ্যাঁ, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই ক্যাসিনোর কয়েকজন অতিথি জঘন্য অপরাধে নিয়োজিত। এরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী।'

নিচু গুঞ্জন শুরু হলো টেবিল জুড়ে। দিয়েমেন্তে নামের এক কর্সিকান ডন বলল, 'তাদের ধরছেন না কেন, কাউন্ট? এসব ইঁদুর

কী ভাবে শেষ করতে হয়, জানা আছে আমাদের।'

'তাদের তুলে দিন আমার হাতে, আমার ছেলেরা জানে কী করতে হয় এদের,' বলল টাস ডি ভাসকনসেয়াস। 'বেশি বাড় বেড়েছে।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল কাউন্টের ঠোঁটে। ডানহাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল। 'আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নেব।'

পিছনে ডাগডগের পদশব্দ পেল রানা। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে!

'সত্যি বলতে, আমাদের অনাহূত অতিথিরা জানে না, তারা এখানে আসবার আগেই আমরা জেনে গিয়েছি তারা কারা এবং কী চায়। এরা মনে করেছে আমাদের বোকা বানাতে পেরেছে। আসল কথা, প্রতি পদে তাদের চোখে-চোখে রাখা হয়েছে। ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না তাদের।'

চোখের কোণে ডাগডগকে দেখল রানা। দানবটা ওর পাশ দিয়ে চলেছে। গলা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ঢোক গিলল না রানা। বামে পাঁচ সিট পর বসেছে গ্রেকো। স্টার্ন বলেছিল এ লোক ইটালিয়ান এজেন্ট। এখন প্রায় স্ট্রবেরির মত রং ধরেছে তার গাল। জলফি বেয়ে দরদর করে নামছে ঘাম।

'বেচারা!' মনে মনে বলল রানা। 'ধরা পড়ে গেছে!'

ইতালিয়ান এজেন্টের পিছনে গিয়ে থেমেছে ডাগডগ। হাতের তালুর দিকে চেয়ে রইল গ্রেকো। পরক্ষণে দ্রুত নড়ল ডাগডগের ডানহাত, প্রচণ্ড ঘুসি নামল গ্রেকোর চোয়ালের উপর। টেবিল ক্লথে ছিটকে পড়ল ঘন লালা, রক্ত, সঙ্গে কয়েকটা ভাঙা দাঁত। চুলে টান লাগায় সোজা হলো ওর নুয়ে পড়া মাথা। প্রায় একই মুহূর্তে

আরেকটা কী যেন হলো! ঝিলিক দিয়ে উঠল সরু একটা ছোরা। পরক্ষণে দু'ফাঁক হলো গ্রেকোর কণ্ঠ। বাম হাতের তালুতে ফলা মুছল ডাগডগ, কোমরের কালো লেদার খাপে রেখে দিল ছোরা। গ্রেকোর মাথা ঝুলছে বুকের উপর। আতঙ্কে চিল-চিৎকার শুরু করেছে ডনদের সঙ্গিনীরা। তারা জানে কী ঘটেছে, কিন্তু মন থেকে মানতে পারছে না। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ করছে গ্রেকো, শরীরটা বেতালে তড়পাচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। এবার পকেট থেকে বের করল ডাগডগ একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, ঘ্যাঁচ করে জামা ভেদ করে নিড্‌ল্‌টা গেঁথে দিল মৃতপ্রায় এজেন্টের মেরুদণ্ডে। খুব ধীরে টানছে প্লাঞ্জার। বেরিয়ে আসছে নোংরাটে হলুদ তরল।

'আপনার ল্যাবোরেটরির জন্য আরও একদাগ তরল সোনা, নিকিতিন,' হেসে উঠল কাউন্ট ব্ল্যাগান।

শেয়ালের মত হরেক সুরে কেঁদে চলেছে রূপসী মেয়েগুলো। নীরব তাদের পাশে বসা পুরুষরা, পাথরের মূর্তির মত স্থির চোখে দেখছে গ্রেকোর মৃত্যু-আক্ষেপ। তারপর হঠাৎ হাততালি শুরু করল মোটা কলোম্বো। এ প্রশংসা কাউন্টের জন্য। ডনের দেখাদেখি হাততালি দিতে শুরু করল আঁধার জগতের লোকগুলো। এদের চোখ বলছে, এ-ই তো ঠিক বিচার হয়েছে! পুরো এক মিনিট ঘড়ঘড় করল ইতালিয়ান এজেন্ট, বুক ভাসাল রক্তে, তারপর মারা গেল। নীরবতা নেমে এল ঘরে। সবার মনোযোগ কেড়ে নিল কাউন্টের নাকি কণ্ঠস্বর, 'মিস্টার স্টার্ন, কমরেড ভেদোসিভ, আপনাদের তো দেখলাম না প্রশংসা করতে! বিষয়টা কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্টার্ন। 'আমি এসবে অভ্যস্ত, কাউন্ট। নতুন কোনও খেলা দেখলে নিশ্চয়ই প্রশংসা করতাম।'

'আর আপনি, কমরেড লুদভিগ ভেদোসিভ?'

লোকটার টমেটোর মত বিরাট লাল নাক ঝুলে পড়েছে।

খিঁকখিঁক করে হেসে উঠল রাশান বিজ্ঞানী ইগোর নিকিতিন।

স্টার্ন ও ভেদোসিভের উপর স্থির হয়েছে সবার চোখ।

মুখ নত করে কোলের দিকে চেয়ে ছিল মেরি, চট্ করে একবার রানাকে দেখেই চোখ সরিয়ে নিল।

মেরি কি ওকে ফাঁসিয়ে দেয়নি? কেন? ধক-ধক করছে রানার হৃৎপিণ্ড।

'আপনাদের আর কিছু বলবার আছে?' বলল কাউন্ট।

দুই এজেন্ট নিশ্চুপ। তাদের দু'পাশে চলে গেছে দু'জন করে গার্ড। আরও দু'জন পিস্তল তাক করেছে এজেন্টদের দিকে। তন্নতন্ন করে সারা দেহ সার্চ করা হলো। ওদের দু'জনের পিস্তল চলে গেল ব্ল্যাগানের গার্ডদের পকেটে।

নিউ ইয়র্কের ডন ফেস্টুচ্চিয়ার দিকে চাইল কাউন্ট। 'আপনি নিশ্চয়ই জেনেশুনে ওই এফবিআই এজেন্টকে সঙ্গে করে এখানে আনেননি, ডন?'

মাথা নাড়ল ফেস্টুচ্চিয়া। অবাক চোখে চেয়ে রয়েছে স্টার্নের দিকে। 'এই লোক বলেছিল, এফবিআই থেকে...'

'বের করে দিয়েছে, তাই না? ওরা তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকটাকে বের করে দেবে, এটা হতে পারে?'

'গ্যাঙের হয়ে বেশ কয়েকটা কাজ করেছে...'

'আপনার বিশ্বাস অর্জনের জন্য।' গ্লাসে চুমুক দিল, 'যাই

হোক, আপনার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছি না আমি। শুধু এইটুকু বলব, আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আপনার।'

মৃদু হাসছে কাউন্ট। এরিকের দিকে ফিরল। 'কেন এসেছেন আমাদের বলবেন না? ...থাক্। না-ই বা শুনলাম। এসব আমরা আগেই জানি। আপনারা এখানে পা ফেলার আগেই জানি আপনি এফবিআইয়ের এজেন্ট, আর কমরেড লুদভিগ ভেদোসিভ এফএসবির। পাঁচ মাস ধরে আমাদের পিছু লেগেছেন আপনারা। ঠিক?'

স্টার্নের দিকে চাইল রানা। নীরবে স্বীকার করে নিল, সাহস আছে মানুষটার। পুরোপুরি নির্বিকার চেহারা। যেন থিয়েটারের হলে বসে নাটক দেখছে।

চারপাশে আবারও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এবার প্রতিশোধের দাবি উঠল। এফএসবির লুদভিগ ভেদোসিভের মুখে থুতু ছিটাল বিজ্ঞানী নিকিতিন।

'জেন্টলমেন, দয়া করে মাথা ঠাণ্ডা রাখুন,' বলে উঠল কাউন্ট। 'আসুন, আমরা সুন্দর ভাবে এই সমস্যার সমাধান করি। আগেই পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছি। কিছু কারণ আছে, যে জন্য এদের ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে আসতে দিয়েছি। এদের নিয়ে জমে উঠবে জটিল কিন্তু সহজ এক প্রতিযোগিতা। এ খেলা আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলাগুলোর একটা। মিস্টার গ্রেকো ছিল কাপুরুষ, সে আমাকে হতাশ করেছে। ...কিন্তু এরিক স্টার্ন ও লুদভিগ ভেদোসিভ, আশা করি এরা সাহসী মানুষ। ভুলে গেলে চলবে না, এদের টোপ দিয়েছি যাতে লাফিয়ে এসে হাজির হয়। এরা চাকরি নিতে এসেছে আমার কাছে! জানা কথা, এদের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড!'

টেবিল চাপড়ে সমর্থন দিল কয়েকজন।

'এদের নিয়ে কী করব আমরা, জেন্টলমেন?' বলল কাউন্ট। 'এরা দুটো দেশের দুই গুপ্তচর। বছরের পর বছর আমাদের অনেকের ক্ষতি করেছে। এদের মাফ নেই। কিন্তু আমি চাই, মৃত্যুর আগে মৃত্যু-খেলা খেলে আমাদের কিছুটা অন্তত আমোদ দিক।' হাতের ইশারা করল ব্ল্যাগান, তার গার্ডরা দু'পাশ থেকে খপ্ করে ধরল স্টার্ন ও ভেদোসিভকে, ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেল একটু দূরের এক টেবিলে। দু'পাশে মুখোমুখি বসিয়ে দেয়া হলো দু'জনকে। হঠাৎ কমে এল প্রকাণ্ড ঘরের আলো।

তা হলে এটাই কি ওদের বধ্য-ভূমি? ওই টেবিলের দিকে চাইল রানা। শুধু স্টার্ন ও ভেদোসিভের মাথার উপর জ্বলছে একটা কম পাওয়ারের এনার্জি সেভিং বাল্‌ব্।

'কী করতে চান, কাউন্ট?' জানতে চাইল ডন কলোম্বো।

'জেন্টলমেন, ইংল্যাণ্ডে ঘোড়ার রেসকে বলা হয় রাজাদের খেলা,' বলল ব্ল্যাগান। 'ইউনাইটেড স্টেটস-এ ওরা বলে গলফ ভদ্রলোকের খেলা। আমি বালগেরিয়ান, আমার দেশে সব খেলার উপর স্থান পেয়েছে একটি খেলা। অভিজাতদের কাছে সে খেলা পৃথিবীর সেরা। খেলাটির নাম, জেন্টলমেন, রাশান রুলেত।' বিরতি নিল কাউন্ট। সঙ্গে সঙ্গে হই-হই করে উঠল সবাই। হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল ব্ল্যাগান, শুরু করল, 'তো যাই হোক, মনে রাখতে হবে এটা দুনিয়ার সেরা ক্যাসিনো। অতিথিরা ইচ্ছে করলে যার যত খুশি বাজি ধরতে পারেন। স্টার্ন, ভেদোসিভ; আপনারা কে আগে খেলতে চান?'

একটা তেল-চুকচুকে কোল্ট ফোর-ফাইভ রিভলভার হাজির

হলো। বোধ হয় আগে কখনও ব্যবহার হয়নি। রাখা ছিল রাশান রুলেত খেলবার জন্যই। টেবিলের মাঝখানে রাখা হলো অস্ত্রটা।

কোল্টের উপর স্থির হলো স্টার্নের চোখ। অস্ত্র হাতে পেলে? তাতেই বা কী করবে? সিলিণ্ডারে থাকবে মাত্র দু'টো বুলেট!

ওরা নিজেদেরকে বাঁচাবে কী করে, ভাবছে রানা। দেখা যাক কী করে কাউন্ট। লোকটা একবারও ওর দিকে চাইছে না। জানে, ও কে? নাকি ওর পরিচয় গোপন করেছে মেরি?

ওদের মুখোমুখি বসা ডন ও সঙ্গিনীদের উঠে যেতে বলা হলো। চেয়ার সরিয়ে নিয়ে বসতে দেয়া হলো একটু দূরে। এবার ভাল ভাবে দেখবে সবাই খেলা।

কাউন্টের কণ্ঠে উত্তেজনা ও রক্ত-লালসা ঝরল, 'আমরা বালগেরিয়ান নিয়ম অনুযায়ী খেলা পরিচালনা করব। ওটাই, আমার বিশ্বাস সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে রোমহর্ষক হবে। সিলিণ্ডারে মাত্র দুটো বুলেট আছে, বাকি চারটে ঘর ফাঁকা। কোন্ ঘরে গুলি আছে আর কোন্ ঘর ফাঁকা, তা কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এদের একজন রিভলভার তাক করবে অপরের কপালে, তারপর ট্রিগার টিপবে। যদি কপালজোরে হ্যামারটা ফাঁকা চেম্বারে পড়ে, তা হলে গুলি করার সুযোগ পাবে দ্বিতীয়জন।' পকেট থেকে রুপালি কয়েন বের করল কাউন্ট। 'এইভাবেই চলতে থাকবে, যতক্ষণ না একজনের গুলিতে অপরজনের ঘিলু ছিটকে না বেরোয়।' ঠোঁট চাটল কাউন্ট। 'এবার টস্ করে দেখা যাক কে আগে গুলি করার সুযোগ পায়। কমরেড ভেদোসিভকে দেব হেডস্, টেইলস মিস্টার স্টার্নের, ঠিক আছে?' কয়েনের কিনারায় টোকা দিতেই শূন্যে উঠল ওটা ঘুরতে ঘুরতে। তারপর তালি

দেয়ার ভঙ্গিতে ক্যাচ ধরল সে ওটা দুই হাতের তালুর ভিতর। উপরের হাতটা তুলে চকচকে চোখে দেখল ওটা। নাকি স্বরে বলল, 'প্রথমে ফায়ার করবেন কমরেড ভেদোসিভ!'

রিভলভারটা তুলে নিল ডাগডগ, ছাতের দিকে তাক করে ক্যাচ টিপে ঘুরিয়ে দিল সিলিণ্ডার। ঘোরা থেমে যেতেই ক্যাচ ছেড়ে দিয়ে ভেদোসিভের দিকে বাড়িয়ে দিল ওটা। থমথম করছে ঘর। তারপর হঠাৎ বলে উঠল টাস ডি ভাসকনসেয়াস, 'রাশানের উপর দশ লাখ ডলার! ও এফবিআইয়ের মাথা উড়িয়ে দেবে!'

ঘরে হুলুস্থুল পড়ে গেল। যে যার মত বাজি ধরছে। লিখে নেয়া হচ্ছে সবার বেট। এর পর দেখা গেল বাজি ধরতে শুরু করেছে ডনদের সঙ্গিনীরাও! বিস্ফারিত চোখে টেবিলের দিকে চেয়ে, নিজেদের ভিতর চেঁচামেচি করছে। পরিবেশে ভাসছে লোভ ও রক্তের আদিম নেশা। সবাই উত্তেজিত!

শুধু চুপচাপ, শান্ত কাউন্টের প্রহরীরা। আরেকবার রানার দিকে চাইল মেরি, একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

ব্ল্যাগান নিশ্চয়ই বলেছে বাবা-হত্যার প্রতিশোধ নেয়া উচিত মেরির, ভাবছে রানা। তা-ই মেরি এখানে টেনে আনতে চেয়েছে ওকে। তা হলে এখনও বন্দি করছে না কেন ওকে ব্ল্যাগান? গার্ডদের বললেই তো... পেণ্ডুলামের মত এদিক-ওদিক দুলছে রানার মন। সে রাতে ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে ফাঁদ পেতেছে মেরি। ব্ল্যাগানের দরকার ছিল মড়ার খুলিটা। কিন্তু তার চেয়ে বেশি দরকার ছিল ওকে হাতের মুঠোর ভিতর পাওয়া? কেন? মন বলছে, কাউন্টের পাওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও নিজে! আর তা-ই ওকে রেখেছে সবার শেষে। যেমন সেরা গায়ককে মঞ্চে

নামানো হয় সবার শেষে! ...কিন্তু এসব নাও তো হতে পারে?

রিভলভারের বাঁট মুঠোর মধ্যে নিল ভেদোসিভ, চেহারা তিক্ত। আস্তে করে হ্যামার কক্ করল। মাত্র চার ফুট দূরে স্টার্ন। ওর নাকের ব্রিজের উপর লক্ষ্য স্থির করল রাশান, আস্তে করে মাথা নাড়ল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি দুঃখিত!'

দ্রুত শ্বাস টানছে স্টার্ন। ধুপ-ধাপ লাফ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। এবার একটা বিস্ফোরণ, সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হবে ক্র্যানিয়াম। মন চাইছে বুজে ফেলে চোখ। যার খুশি ভাবুক না ও কাপুরুষ!

'ক্লিক' করে নামল হ্যামার, গুলি হলো না।

হৈ-চৈ শুরু হলো। খেলা জমছে।

জ্বলে উঠল ঘরের সমস্ত বাতি।

হাসাহাসি কমে এলেই নতুন করে বাজি ধরতে লাগল সবাই। চেক বদলা-বদলি চলছে।

'আমি ভাল করেই জানতাম! তোমার কাছে দশ লাখ ডলার পাই, ভাসকনসেয়াস।'

'আমি এখনও বলব রাশান জিতবে, সেনিয়র কলোম্বো।'

'তিনটে চেম্বার কিন্তু এখন খালি, বাছা।'

'হোক। ওই এফবিআই মরবে।'

'আরেক চেম্বার ফাঁকা গেলে কিন্তু আবারও জিতব। কত ধরবে?'

'মরুক এরিক স্টার্ন। বাজি পনেরো লাখ ডলার।'

'আশা করি খেলা শেষ করবে রাশান এজেন্ট।'

অতি উত্তেজনায় অবশ হয়ে আসছে দেহ, ভাবছে স্টার্ন। মস্ত স্বস্তি নেমেছে মনে। তবুও ধড়াস্-ধড়াস্ করছে হৃৎপিণ্ড। কপাল

বেয়ে ভ্রূর ভিতর নামছে ঘাম, সেখান থেকে পড়ছে চোখে। ক'বার পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিল, চাইল রানার দিকে। পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য।

টেবিলের মাঝখানে রিভলভার রেখে দিল ভেদোসিভ, রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ। ওটা তুলে আর একবার ক্যাচ টিপে রেখে চেম্বার স্পিন করল ডাগডগ। গুলি ফোটার সম্ভাবনা ফিরে গেল ঠিক আগের জায়গায়। ট্রিগার টিপলে কী হবে কেউ জানে না। স্টার্নের দিকে বাড়িয়ে দিল ওটা ডাগডগ। কুচকুচে কালো অস্ত্রের দিকে চাইল স্টার্ন। রিভলভারটা নিই, ভাবছে, তারপর তাক করি কাউন্টের বুকে! কেমন হয়? সম্ভব? না! দু'পাশে গার্ড, হাতে তৈরি রয়েছে পিস্তল। আগেই ফেলে দেবে ওকে!

এখনও চেক লেখালিখি চলছে। তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

এদিকে রানা ভাবছে, এরা হারামজাদা, মড়াখেকো শকুন! মেয়েগুলো শকুনি!

স্টার্ন জানে, চারটে চেম্বার খালি, বাকি দুটোর ভিতর তাজা বুলেট। একটার উপর হ্যামার পড়লে খেলা শেষ! এই হারামিরা ভাবছে এটা অত্যন্ত উপভোগ্য, মজার একটা খেলা!

'মিস্টার স্টার্ন,' নির্দেশ দিল কাউন্ট। ' এবার আপনি কমরেড ভেদোসিভের কপালে তাক করুন।'

তা-ই করতে হবে, কিন্তু দ্বিধা খেলছে স্টার্নের মনে। অন্য কোনও উপায় আছে? এখানে ওরা দুজন কেউ কারও শত্রু নয়! বাধ্য হয়ে... হাত বাড়িয়ে রিভলভার নিল, অস্ত্রের শরীর বড় শীতল। এবার বাতি নিভে যাবে, জ্বলবে শুধু টেবিলের উপরের

সিলিঙে ঝোলানো বাতিটা। বাধ্য হয়ে মৃত্যু নিয়ে খেলতে হচ্ছে ওদের!

প্রায় সবাই চুপ হয়ে গেছে। একে একে নিভছে বাতি। গার্ডরা একটু সরে দাঁড়িয়েছে। দূরে ডাগডগকে দেখল স্টার্ন। লোকটা নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে, তারপর কাউন্টের দিকে চলল। মনে মনে মাথা নাড়ল স্টার্ন, অস্ত্র অন্য কারও দিকে তাক করলেই ওকে গুলি করবে গার্ডরা। ও মারা পড়লে কার কী লাভ? একবার যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, বাইরের দুনিয়াকে জানাতে পারবে কী ঘটছে! রাশান এজেন্টের কপাল বরাবর রিভলভার তাক করল স্টার্ন।

চার পাশের আর সব আলো নিভে গেল। শুধু মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে শক্তিশালী বাতি।

'মিস্টার স্টার্ন, ফায়ার!'

'ক্লিক' করে আওয়াজ হলো। হ্যামার পড়েছে, কিন্তু গুলি হয়নি। আবার মৃত্যুর মুখে দাঁড়াতে হবে, বুকের ভিতর শিরশির করছে স্টার্নের। আবার জ্বলে উঠল বাতি। নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগেই যেন স্টার্নকে রক্ষা করতে চাইল রানা। ওর কণ্ঠ গমগম করে উঠল, 'স্টপ দিস ননসেন্স, বাস্টার্ড্স্!'

মাসুদ রানার দিকে চাইল স্টার্ন। আরেকবার ওকে বাঁচাতে চাইছে অদ্ভুত সাহসী মানুষটা!

সবার চোখ গিয়ে পড়েছে কণ্ঠস্বরের মালিকের উপর।

ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানা! ঝটকা খেয়ে পিছনে গিয়ে পড়েছে চেয়ার। বিদ্যুদ্বেগে রানার ডানহাত ঢুকে পড়েছে জ্যাকেটের ভিতর, পিস্তল বের করেই গুলি করবে

কাউন্টকে! কিন্তু ও জানে না পিছনে প্রস্তুত রয়েছে ডাগডগ!

রিভলভার হাতে ছিটকে উঠে দাঁড়াল স্টার্ন, দ্বিধা না করেই ট্রিগার টিপল কাউন্টের মাথা লক্ষ্য করে। আবার ক্লিক! কোনও গুলি হলো না। ততক্ষণে চেয়ার ফেলে উড়ে সরে গেছে রাশান এজেন্ট। তার চোখ খুঁজছে কোনও অস্ত্র। স্টার্ন দেখল লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুই গার্ড!

হোলস্টার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে রানার ওয়ালথার। কিন্তু পিছন থেকে ওর ডান কাঁধে নেমে এল ডাগডগের পাথুরে রদ্দা! যেন হাতুড়ির বাড়ি! ধপ করে বসতে বাধ্য হলো রানা! কাঁধ থেকে ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে অকেজো ডানহাত! পিস্তল হারিয়ে গেছে টেবিলের নীচে। ব্যথা ভুলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, বামহাতে ঘুসি মারতে চাইল কাউন্টের নাকে। কিন্তু সাড়াশির মত একটা হাত ওর ঘাড় ধরেছে, এক টানে সরিয়ে নিল।

বড় দ্রুত ঘটছে সব! দু'পা সরে আবারও ট্রিগার টিপতে চাইল স্টার্ন। কিন্তু পাশ থেকে এল সাবমেশিন-গানের বাঁট, ঠাস্ করে লাগল কপালে। কাউন্টকে আর দেখতে পেল না স্টার্ন, চোখে ঝিলমিল করছে হাজার কয়েক তারা! ধড়াস্ করে পড়ল ও মেঝের উপর। কোথায় যেন চলে গেছে রিভলভার! বিশ সেকেণ্ড পর দৃষ্টি ফিরে পেল। দু'পাশে দুই গার্ড, ওর মাথা তাক করেছে আছে দুটো সাবমেশিন্-গান!

চোখে ঘোর নিয়ে চাইল স্টার্ন, ওই তো চেয়ার ছেড়ে পিছিয়ে গেল কাউন্ট! তার পায়ের কাছে পড়েছে রানা, একের পর এক লাথি পড়ছে ওর বুকে-পেটে-পিঠে! ছিটকে উঠে দাঁড়াল রানা আবার, বামহাতে ঘুসি ছুঁড়ল এক গার্ডের চোয়ালে। পরক্ষণে ল্যাং

খেয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। ওখানে ক'জন গার্ড সহ অতি ব্যস্ত ডাগডগ! মেরেই ফেলবে মানুষটাকে? নিজেকে রক্ষা করবে, তাও তো পারছে না! আবও দু'বার ধড়মড় করে উঠতে চেয়ে আবারও পড়ে গেল! এরপর আর উঠতেও পারল না! দশ সেকেণ্ড পর চোখ সরিয়ে নিল স্টার্ন, শুনছে শুধু বুটের ভারী ধুপ-ধ্যাপ লাথির আওয়াজ!

আরও পাক্কা এক মিনিট পর ভেসে এল কাউন্টের নাকি কণ্ঠস্বর: 'মিস্টার রানাকে নিয়ে পারলাম না, জেন্টলমেন! আসলে ও-ই তো ছিল খেলার প্রধান আকর্ষণ! সব পণ্ড করতে চায় লোকটা!' নিজের পায়ের দিকে চাইল কাউন্ট। আর নড়ছে না বেয়াড়া লোকটা! মুখ দিয়ে সামান্য কাতর-ধ্বনি নেই! প্রায় ভেঙচি দিয়ে উঠল ব্ল্যাগান, 'অ্যাই গাধারা, থামো! ...মাসুদ রানা অজ্ঞান, ডাগডগ?'

ঝুঁকে দেখল দানব। 'জ্বী। গলা টিপে মারব?'

'না। জ্ঞান যখন নেই, তো খামোকা মারছ কেন? সরিয়ে নিয়ে যাও। আমাকে... এই আমার গায়ে হাত তুলতে এসেছে! তবুও সোজা শাস্তিই দেব! '

'কী শাস্তি?' জানতে চাইল ডন কলোম্বো।

'ওকে মুক্ত করে দেব! ...গার্ড্স, রাশান আর আমেরিকানকে ওই টেবিলে বসিয়ে দাও। নতুন করে শুরু হোক খেলা।'

'সম্ভব না, স্যর,' আড়ষ্ট স্বরে বলল গার্ডদের একজন।

'কেন?'

'রাশান মারা গেছে, স্যর!'

'কী করে?' রাগে লাল হয়ে উঠল কাউন্টের গাল। 'ঠিক

জানো?'

'মুখে খোঁচা দিতে গিয়ে ঝটকা-ঝটকির ভিতর চোখে ঢুকেছে রিভলভারের নল, স্যর। চোখ ফুটো করে সোজা মগজে।'

'বড়ই হতাশ করলে তোমরা আমাকে,' বিরক্ত স্বরে বলল কাউন্ট। একবার মেরির দিকে চাইল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে আর বিড়বিড় করে বলছে, 'আমি দুঃখিত... রানা...

ধমকে উঠল কাউন্ট, 'স্টার্ন আর বাবুই পাখিকে নিয়ে যাও, ডাগডগ! এদের শাস্তি আজ রাত থেকেই শুরু হবে। মাসুদ রানারটা আগামীকাল থেকে!'

বারো

'একটু গোলাগুলিই সইতে পারলে না, কাপুরুষ!'

নাকের ভিতর পোড়া ডিজেল ও নিজের ঘামের গন্ধ পেল রানা। জিভে রক্তের তিক্ত স্বাদ। সারাশরীরের সবখানে খচ-খচ করছে ব্যথা। বামদিকের দুটো পাঁজর ভেঙেছে বোধ হয়। অন্তত স্প্রেইন তো হয়েছেই। স্টিলের ধাতব বেঞ্চি খোঁচা দিয়ে চলেছে

পিঠে। উঁচু-নিচু পথে লাফিয়ে চলেছে জিপ। এরা কোথায় নিয়ে চলেছে ওকে? দু'হাত বেঁধেছে। বেঞ্চে ওর দুই পাশে ইউনিফর্ম পরা দুই গার্ড, ভীষণ গম্ভীর।

'এত সহজে ধরা পড়বে, বিশ্বাস হয় না,' ওপাশের বেঞ্চে কাউন্ট। সিগারেটের নীল ধোঁয়া ছুঁড়ল রানার মুখে।

শান্ত স্বরে কথা বলছে ব্ল্যাগান। শুনলে মনে হয় রোগীকে পরামর্শ দিয়ে চলেছে ডাক্তার। তারই ভিতর টিটকারি। 'মাসুদ রানা দি গ্রেট, ঘুম ভাঙল তা হলে? আমি জানতাম তুমি এমন এক লোক, যাকে সম্মান করা যায়। কিন্তু গতকাল আমার ভুল ভেঙেছে। তোমার ফাইলে কী, আর তুমি কী—লজ্জাজনক! আমার শোনা সেই দুর্ধর্ষ গুপ্তচরটা গেল কোথায়? তুমি তো দেখি একটা বুকে হাঁটা কেঁচোরও অধম!'

চুপ করে রইল রানা। লোকটা যা খুশি বলুক। আড়ষ্ট মগজ খেলছে না। ভাবতে চাইল কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়।

'তুমি শেষ, মাসুদ রানা। তোমার টেম্পার খতম, তোমার কাছ থেকে আর কিছুই পেত না তোমার দেশ! খুব সাহসী মানুষও একসময় খয়ে যায়। তোমার আর কী দোষ! যাক, তুমি চলেছ শেষ-যাত্রায়। এই জিপ নিয়ে চলেছে তোমাকে এক মৃত্যু-উপত্যকায়। ওখানে পাবে তোমার স্রষ্টাকে।'

'তোমার বাপ ছিল নাৎসি, তুমিও নিজেও তা-ই, তুমি আবার স্রষ্টা নিয়ে বুলি কপচাচ্ছ কেন?' চাপা স্বরে বলল রানা।

'দুঃখিত, বেশি বলে ফেলেছি, তা-ই না? তুমি নিশ্চয়ই জানো, স্বর্গ নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই? দুনিয়ার সেরা জিনিস নিয়ে আমার চিন্তা। তুমি নিজেও ভালটা চেয়েছ সবসময়। ঠিক কি না?'

'না। তুমি জঘন্য এক খুনি।'

'তুমি না?'

'না। তোমার আর আমার ফারাক হচ্ছে, মানবতার স্বার্থে মাঝে-মধ্যে বাধ্য হয়ে প্রাণ নিতে হয় আমার,' বলল রানা। 'কিন্তু তুমি একটা নোংরা পেশাদার পিশাচ, অসহায় মানুষের রক্ত চেটে খাও।'

'রাজনৈতিক নেতা হলে না কেন?' হেসে ফেলল ব্ল্যাগান। 'মঞ্চে নামলেও ভালই করতে। আসলে, তুমি খুন করার লাইসেন্স পেয়েছ, আর আমি পাইনি—তোমার-আমার এটুকুই তফাৎ।'

চুপ করে রইল রানা।

'যে-কেউ আমাদের তফাৎ সহজে বুঝবে। একটা ছোট্ট গল্প শুনবে, মাসুদ রানা? আমার কিশোর বয়সের গল্প। যখন তেরো বছর বয়স, আমার বাবা নিয়ে গেল আমাকে দ্য ব্লু ডায়মণ্ডে। ওটা ছিল সোফিয়ার নামকরা পতিতালয়। বাবার শখ, নিজে সে ছেলেকে বড়দের জগতে পৌঁছে দেবে। আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। বিছানার উপর শুয়ে ছিল পতিতালয়ের সেরা দুই সুন্দরী তরুণী। তারাই আমাকে আনন্দের জগতে নেবে। কিন্তু হলো উল্টো। আমার পুরুষাঙ্গ মোটেই সাড়া দিল না। ওরা দুজন মিলে অনেক চেষ্টা করেও আমাকে উত্তেজিত করতে পারল না। আমার বাবা আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল। বেধড়ক পিটাল। পিটাতে পিটাতে বলল, আমি নাকি তাকে ভয়ঙ্কর ভাবে অপমান করেছি। তার ধারণা, আমি পুরুষত্বহীন হিজড়া। কিন্তু রানা, আমার আসল সমস্যা কেউ বুঝল না। অন্তরে আমি জানতাম: আমি না চাই নারী, না পুরুষ! এই অবস্থাটা পরে আমার অনেক

উপকারে এসেছে।'

'ভ্যাটিকানে ভর্তি হয়ে যেতে।'

'ছি-ছি, আমি এত পচে যাইনি যে ধর্মের নামে মানুষের মাথা মুড়িয়ে খাব। তা ছাড়া আমার বীর্য নেই, তা তো নয়। নিয়মিত যৌন আনন্দ পেতাম। তবে যৌনসঙ্গম বা স্ব-মেহন না করেই। বারো বছর বয়সে একদিন দেখি এক মুরগিকে ধরেছে শেয়াল। অনেক ছটফট করল, অনেক চিৎকার করল ওটা, কিন্তু কিছুতেই ছাড়া পেল না: নিষ্ঠুর শেয়াল ছিন্নভিন্ন করে খেল মুরগিটাকে। সেদিন প্রথম চরম-আনন্দ পেলাম। এর পর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, কেউ প্রচণ্ড কষ্ট পেলে চরম-আনন্দ হয় আমার। মাথার ভিতর গেঁথে গেল, আমার বয়সের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে মজা লুটছে, আর আমি পাই না আমার আনন্দের খোরাক।

'তার কিছুদিন পর পরিচয় হলো এক ছেলের সঙ্গে। তার বাবা-মা আমেরিকা থেকে সরকারী চাকরি নিয়ে এসেছে। সে ছেলে ছিল আমার চেয়ে তিন বছরের বড় । তাকে তুমি ভাল করেই চেন, মাসুদ রানা। কী করে যেন আমার সঙ্গে খাতির হয়ে গেল তার। আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটা আমরা নিজেদের হাতে তুলে নিলাম।' রানার দিকে চাইল কাউণ্ট ব্ল্যাগান। কঠোর হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'তার নাম ছিল মার্ডক শিমার ম্যাসন।'

চাপা শ্বাস ফেলল রানা। সেই খুনি! যার হাত থেকে মরতে মরতে বেঁচে গেছে ও। লোকটা সত্যিই ছিল কিল-মাস্টার!

'সে ছিল আমার প্রিয় বন্ধু, বলা যায় গুরু। তাকে খুন করেছ তুমি। কাজেই তোমার তো বেঁচে থাকা চলে না। যেদিন শুনলাম

মার্ডক নেই, সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব।'

ছলছল করে উঠল কাউন্টের চোখ দুটো।

লোকটা বদ্ধ উন্মাদ, ভাবছে রানা। একবার রেগে উঠছে, পরক্ষণে প্রায় কেঁদে ফেলছে!

'আমাদের প্রথম অপারেশন ছিল গ্রামে। আমাদের খামার-বাড়ি থেকে ডিনামাইট নিই আমরা। কাছেই ছিল রেলওয়ের এক উঁচু সেতু, ওটার নীচে পাতলাম বোমা। একটু দূরে জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে থাকলাম। ঠিক সময়ে এল ইস্তাম্বুল থেকে সোফিয়া যাওয়ার এক্সপ্রেস ট্রেন। ওহ্, রানা, আমরা দেখলাম সেতু থেকে নীচের উপত্যকায় গিয়ে পড়ল বগিগুলো! কয়েক শ' মানুষের আর্তনাদ, আহাজারি, টকটকে লাল রক্ত—সেদিন কী যে আনন্দের দিন! কিশোর বয়স, কিন্তু পেকে গেল আমাদের বুদ্ধি। শিখে গেলাম কী ভাবে প্রমাণ লুকিয়ে রাখতে হয়। একের পর এক খুন করতে লাগলাম আমরা। ...কী হলো, রানা? ভ্রূ কুঁচকে গেল? সাধারণ মানুষ মরলে অসুবিধা কী? যেই মরুক, কীসের ক্ষতি? একটু রক্ত এনে দিতে পারে অনেক আনন্দ! ...হ্যাঁ, আমার বন্ধু মার্ডক মাসে দু'মাসে আসত এই ক্যাসিনোয়। আমরা নতুন পদ্ধতি খুঁজে নিয়ে মজা করতাম! তুমি তাকে খুন করেছ! কাজেই তোমাকে বিদায় নিতে হবে।'

রানার দিকে চেয়ে রইল কাউন্ট ব্ল্যাগান। কিছুক্ষণ পর আপন মনে বলল, 'বেশি কিছু করছি না। এই ড্রাগ নিয়ে যা করতে চেয়েছে রাশানরা, প্রায় তা-ই করছি। এক জাতি অন্য জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সবাই বলি—যুদ্ধ। আমার ব্যাপার ওই

যুদ্ধের মতই। একে বলা যায় নীরব যুদ্ধ। এতে ক্ষতি কম, আর জিতছি আমি।' বহুদূরে চেয়ে রইল লোকটা। যেন মস্ত কোনও সেনাপতি, ভবিষ্যৎ দেখছে!

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর জানতে চাইল রানা, 'মেরি কোথায়? আর স্টার্ন?'

'ও, ওরা,' ঠোঁট চাটল কাউন্ট। ইস্পাতের মত দুই চোখ যেন তপ্ত লাভার টুকরো, লাল হয়ে উঠছে। 'মরতে যাচ্ছে। তুমি এক শ' ভাগ নিশ্চিত থাকতে পারো, তোমাকে মরতে হবে। একই কথা ওই স্টার্ন আর বাবুই পাখির বেলায়। প্রতিভাময়ী মেয়ে ছিল, কিন্তু শেষ হয়ে গেল তোমাকে ভালবেসে। তোমাকে মার খেতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তোমার গায়ে, যাতে নিজের গায়ে লাগে আঘাতগুলো। আ-হা-হা! আমি বুঝে গেলাম, এরপর ও হয়ে উঠবে স্রেফ একটা বোঝা।'

'ওর বাবাকে খুন করেছিলে ওর সাহায্যে আমাকে এখানে টেনে আনবার জন্য?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। ওকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছি। কাজ হাসিল, এখন মেরে টেনে নেব অ্যাড্রেনালক্রোম, সেটা দিয়ে বানাব ক'জাইলন ড্রাগ। তবে তার আগে ওরা দু'জন আমাকে প্রচুর মজা দেবে। আগে ভাঙব স্টার্নকে। আমার জুতোয় চুমু খাবে লোকটা, বার বার মৃত্যু কামনা করে মাথা কুটবে।

'আর তুমি, মাসুদ রানা, তোমার সময় ফুরিয়ে এল। পাঁচ শ' বছর পর তোমার কঙ্কালটা খুঁড়ে বের করবে আর্কিওলজিস্টরা, নিয়ে রাখবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।' দুলতে শুরু করেছে ব্ল্যাগান, কুকুরের যক্ষ্মা রোগ হলে এভাবে কাশে। ওটাই তার হাসি।

লালচে হয়ে উঠল ব্ল্যাগানের চেহারা।

হতবাক রানা টের পেল, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লোকটা। চরম-আনন্দ পেতে চলেছে!

'তুমি বদ্ধ উন্মাদ, ব্ল্যাগান। ফিরে এসে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা নেব।'

'ধন্যবাদ! কিন্তু সে সুযোগ কি তুমি পাবে? ভূত হয়ে ফিরবে ক্যাসিনোতে? সেটা সম্ভব নয়। শেষ নারীকে ভোগ করা হয়ে গেছে তোমার, রানা। আর কখনও স্কট্স-এ গিয়ে ওয়েইস্টার খাবে না, গিলবে না মদ। মহামান্য মাসুদ রানা করুণ ভাবে মরবে একা একা। তুমি থাকবে এত দূরে যে কারও সাহায্য মিলবে না। তোমার কষ্ট নিজ চোখে দেখতে পেলে খুশি হতাম, কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হবে তাতে। তবে মনের চোখে দেখব। দেখতে চাও কোথায় চলেছি?' ডাগডগের দিকে ইশারা করল কাউন্ট। জিপের পিছন থেকে তারপুলিন সরিয়ে দিল সে। তীব্র সূর্যালোক ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার চোখের উপর। অজান্তে মাথা সরিয়ে নিতে চাইল। যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে চোখে। আধ মিনিট পর সয়ে এল কড়া রশ্মি। যে দিকে চোখ যায়, শুধু মাইলের পর মাইল ঢেউ-খেলানো বালির ঢিবি। সাহারা মরুভূমির আরও গভীরে চলেছে জিপ।

ঘণ্টাখানেক পর বালির প্রান্তরে হঠাৎ ঘ্যাস-স্-স্ শব্দে থেমে গেল জিপ। রানার দু'পাশে বসা দুই গার্ডকে আরবি ভাষায় নির্দেশ দিল কাউন্ট। একজন টেনে তুলল রানার উর্ধ্বাঙ্গ, অন্যজন দুই পা। ছোরা বের করল ডাগডগ, ফড়াৎ করে ছিঁড়ল রানার শার্ট ও প্যান্ট। সরিয়ে নিল সমস্ত জামা। দারুণ মজা পেয়ে জ্বলজ্বল করে উঠল কাউন্টের মুখ। আণ্ডারওয়্যারটাও এক পোচে কেটে ফেলল

ডাগডগ। পুরো উলঙ্গ হয়ে গেল রানা। এবার একহাতে রানার মুখ হাঁ করাল সে। আঙুলে ঘ্যাচ করে কামড় বসাতে চাইল রানা, কিন্তু দানবটা বামহাতে এমন ভাবে চোয়াল ধরেছে, কামড় দেয়া সম্ভব হলো না।

'তোমার জন্য আরেকটু মজা,' বলল ব্ল্যাগান।

রানা দেখল, লোকটা বেঞ্চের নীচ থেকে বের করেছে ধাতব বাক্স। ওটা খুলতেই দেখা গেল ভিতর অংশ বরফে ভরা। ওখান থেকে চিনির ছোট্ট একটা কিউব নিল ব্ল্যাগান। 'তোমার জন্য টাইফুন পাউডার নেই, রানা। তবে পরিস্থিতি যেমন, এ জিনিস কাজে লাগবে দ্বিগুণ। এই চিনির কিউবের প্রতিটা পরতে মিশে আছে লাইসারজিক অ্যাসিড। এলএসডি।' রানার জিভের উপর রাখল সে চিনির টুকরোটা। দু'হাতে রানার মুখ আটকে ধরল ডাগডগ। টের পেল রানা, গলতে শুরু করেছে চিনি, নামছে গলা বেয়ে!

খুব ফুর্তি লাগছে কাউণ্টের। 'এখন কথা হচ্ছে, তোমার কপাল যদি ভাল থাকে, বেশিক্ষণ বাঁচবে না তুমি; খারাপ হলে টিকে থাকবে দুই থেকে তিন দিন—কষ্ট পাবে প্রতিটা মুহূর্ত।' খানিকক্ষণ যক্ষ্মাক্রান্ত কুকুরের মত কাশল ব্ল্যাগান।

'এবার মুক্ত করে দিচ্ছি তোমাকে। যদি ভাগ্য ভাল হয়, আসবে জোর হাওয়া, বালির নীচে চাপা পড়বে তুমি। নইলে লাশটা পাবে যাযাবর দস্যুরা, খাওয়াবে কুকুর দিয়ে।'

রানার মাথার চুল মুঠোয় ভরে নিল ডাগডগ, শূন্যে তুলে ফেলল অনায়াসে। তারপর জিপ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। চোখ-মুখ ভরে উঠল শুকনো বালিতে।

শুনতে পেল ব্ল্যাগানের কণ্ঠস্বর, 'গুড বাই, মিস্টার রানা! এনজয় স্লো ডেথ!' পরক্ষণে গর্জে উঠল জিপের ইঞ্জিন, রওনা হয়ে গেল গাড়ি। দ্রুত গতি তুলে ছুটছে। একমিনিট পেরুনোর আগেই মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

উঠে দাঁড়াল রানা, চার পাশে চাইল। যেদিকে চোখ যায় শুধু একের পর এক বালির ঢিবি। কমলা রঙের বালির সাগর। দক্ষিণ থেকে হাওয়া ছেড়েছে। এরইমধ্যে বুজে যাচ্ছে জিপের চাকার দাগ। চার দিগন্তে দৃষ্টি বুলিয়ে এমন কিছু পেল না, যা দেখে মনে হয় যাওয়া যায় ওদিকে। প্রকৃতি এখানে নীরস, কোথাও কোনও প্রাণের ছোঁয়া নেই। ঠোঁটে ঘাম জমছে। জিভ দিয়ে চেটে নিল রানা। যেদিক থেকে জিপ এসেছে, সেদিকে পা বাড়াল।

কিছুক্ষণ পর এক ঢিবির উপর উঠে এল। দুরু-দুরু করছে বুক, খুব অসহায় লাগছে। উপর থেকে চাইল চারপাশে। দেখবার মত কিছুই নেই। নীচে কমলা বালি, মাথার উপর নীল আকাশ। সব যেন হাজার বছর ধরে এমনই ছিল।

হাঁটতে শুরু করল রানা। এক ঢিবি থেকে নেমে উঠছে আরেক ঢিবির উপর, এই চলছে যেন সারাজীবন ধরে। বার বার চাইছে দিগন্তের দিকে। ওদিকে যদি সবুজের দেখা মিলত! কড়া রোদ ফোস্কা ফেলছে ত্বকে। পায়ের নীচে উত্তপ্ত মিহিন বালি। প্রতি পদক্ষেপে ছ্যাঁৎ করে উঠছে পায়ের তালু। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, এখন কড়-কড় করছে পাতাগুলো। হঠাৎ হোঁচট খেল রানা, ভারসাম্য হারিয়ে ধপ্ করে পড়ল বালির উপর। মুখ ভরে গেল শুকনো বালিতে।

কেমন যেন উড়ু-উড়ু করছে মন। কোথায় যেন যাওয়ার কথা

ছিল? না-ই বা গেলাম! কেমন হয় বিশ্রাম নিলে? চুপ করে শুয়ে থাকলে আরাম লাগবে! ভাল লাগছে, ও আছে নিজের বাড়িতে! ব্রেকফাস্ট শেষে সুইমিংপুলে, সাঁতার শেষে সোহানার সঙ্গে গল্প...

ঠিক তখনই চোখে পড়ল এক প্রকাণ্ড পুকুর! মাত্র এক শ' গজ দূরে! হায়, হায়! এতক্ষণ চোখে পড়েনি কেন! মরুভূমির মাঝে, নীল জল চিকচিক করছে সূর্যের আলোয়। কত গভীর ওটা? কী স্বচ্ছ! উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। বড় ক্লান্ত লাগছে। চলেছে টলতে টলতে। পানির ধারে কী অপূর্ব দৃশ্য! বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। ঝলমল করছে নীল একটা ছোট্ট রোয়িং বোট। ওটার উপর ঘুরছে এক কালো গলাছেলা শকুন! বোটের উপর থেকে ওর দিকে ঘুরে চাইল এক অদ্ভুত সুন্দরী মেয়ে। মেঘের মত দীর্ঘ চুল তার। ভেজা রক্তিম গাল। মরুভূমির হাওয়া শুকিয়ে দেবে কণাগুলো। ওই মুখ খুব পরিচিত। যেন অন্য জগৎ থেকে এসেছে! রেবেকা! আসতেই তো পারে! পায়ে শক্তি ফিরে পেয়েছে রানা, দ্রুত দৌড়াতে চাইল। ঝপাস্ করে নেমে পড়ল পানির ভিতর। বোটের দিকে চলেছে সাঁতার কেটে। কিন্তু অন্য তীরের দিকে ভেসে চলেছে বোট! কী পরিষ্কার পানি! ক'ঢোক মিষ্টি পানি তৃষ্ণা মিটিয়ে দিল, ডুব সাঁতার দিয়ে চলেছে রানা।

কিন্তু দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল বোট! প্রাণপণে সাঁতার কাটছে রানা। পৌঁছে গেল তীরে। উঠে এল পাড়ে। চারপাশে চাইল, গেল কই বোট? কোথাও তো নেই! কিন্তু অন্য কেউ আছে! মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে! মিত্রা সেন? তা-ই তো! সেই

মেয়েটা! খিলখিল করে হাসছে ওর দিকে চেয়ে! হাঁ হয়ে গেল রানা। এ কী দেখছে ও! হ্রদের পার ধরে হাঁটছে মিত্রা। ওর পায়ের কাছে মাথা খুঁড়ছে সফেদ ঢেউ। তারপর এল বিশাল এক ঢেউ! ভেসে গেল মিত্রা, আরে, ডুবে গেছে! গলা ফাটিয়ে চেঁচাল রানা, 'দাঁড়াও, মিত্রা! আমি আসছি!'

রানা দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্রদে। হাত-পা দ্রুত চলছে, কিন্তু কোথায় গেল পানি? উন্মাদের মত চারপাশে চাইল রানা। ওকে পাগল করে দেবে এরা সবাই! কোথায় চলেছে ওরা! কোথায় গেল সবাই! মাথা উঁচু করে চারদিকে চাইল রানা। হ্রদ নেই, কোথাও কেউ নেই—ও পড়ে আছে বালির এক ঢিবির কোলে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, দৌড়ে উঠল ঢিবির মাঝামাঝি। ঠিক তখনই দেখা গেল চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে এক লোক। বয়স্ক মানুষ, কিন্তু তাঁকে চিনতে ভুল হলো না।

'বড় ভুল করছ তুমি, রানা! এসো!'

ঘুরে দাঁড়ালেন মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খান, ঢিবির ওদিক বেয়ে নেমে চলেছেন। পিছনে ছুটল রানা। থমকে গেল চূড়ার উপর পৌঁছে। মিলিয়ে গেছেন চিফ! কিন্তু এটা তো একটা রেস্টুরেন্ট! গোল টেবিলে বসল রানা। এইমাত্র একা ছিল। কিন্তু এখন আর একা নয়! ওই তো রূপা! এখানে কী করছে? চোখে টলমল করছে অশ্রু!

কী বলবে বুঝে পেল না রানা। হাত তুলে মুছিয়ে দেবে পানি, ঠিক তখনই এক পাশ থেকে এল কে যেন! হাতে ঠেকল রাইফেলের শীতল ব্যারেল! হাতে ধরিয়ে দিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। নিল রানা, সাইটে চোখ রাখল। ওই যে দিঘির পাড়ে টেবিলে বসে

আছে মুফতি হানিফী। মন বলে দিল, এবার ফায়ার করো! লাশ হয়ে ধড়াস্ করে পড়ল লোকটা! চারপাশে চাইল রানা, আরও কেউ আছে? নেই কেউ। দিঘিও নেই! কাঁধ থেকে নামাতে চাইল রাইফেল। ওটাও নেই! গেল কই? এত শীত লাগছে কেন! চার পাশে বরফ, দূরে অনেক উঁচু পাহাড়! হু-হু করে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া! আসছে ভয়ঙ্কর ঝড়! জমিয়ে দেবে যেন!

'আর একটু হাঁটো, রানা!' নরম স্বরে বললেন রাহাত খান।

'না, আর হাঁটব না, স্যর,' বলতে চাইল রানা, জেদ জমছে মনে। কিন্তু গুরুজনের আদেশ মেনে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

'আমি তোমার পাশে আছি, আরেকটু হাঁটো।'

'স্যর, আপনি কোথায়?' কেউ তো নেই! ঘুরে চাইল রানা। ঠিক তখনই পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়তে লাগল। অনেক নীচে এক অতল খাদ!

তেরো

ঘুম ভেঙে গেল রানার, তবে চোখ খুলল না। চিত হয়ে পড়ে আছে। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। মরুভূমির কড়া সূর্যালোক মুখের উপর পড়ছে না। পিটপিট করে চাইল রানা, চমকে

উঠল—মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে এক ভয়ঙ্কর পিশাচ! সে জেগে আছে হাজার বছর! মুখের চামড়া কোঁচকানো, যেন প্রাচীন গুঁড়ির বাকল। কঠোর পরিশ্রম করে এ লোক। পুরানো চামড়ার ফিতার মত খসখসে চেহারা। চোখদুটো দুধসাদা, তাতে কোনও শত্রুতা নেই, স্রেফ কৌতূহল।

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা। এমন কিছু নেই যা ওর পরিচিত। চারদিক দিয়ে ঘিরে আছে মরচে রঙের কাপড়, একটু দুলছে বাতাসে। কোনও অনুভূতি ছাড়াই রানার দিকে চেয়ে রইল লোকটা।

ও ছিল মরুভূমির ভিতর, মনে পড়ল রানার। সূর্যের নীচে চুপচাপ পুড়ছিল সারাশরীর। মরছিল ধীরে ধীরে। ক্লান্তি, বড় ক্লান্তি লাগছিল। মন চাইল ঘুমিয়ে পড়তে। তারপর আর কিছুই মনে নেই।

ও এখন কোথায়?

এটা স্বর্গ বা নরক হতে পারে না। সারা শরীর দপ-দপ করছে ব্যথায়।

হড়-বড় করে কী যেন বলল লোকটা। এ ভাষা জানে না রানা। আরবি বা ইউরোপিয়ান ভাষা নয়। রানা জানতে চাইল ও কোথায়। গলা দিয়ে বেরুল শুধু, 'ক্রক্!'

গলার ভিতরটা ছিলে গেছে। ফুলে গেছে জিভ। কথা বলা কঠিন। সরে গেল লোকটা, আধ মিনিট পর ফিরে এল। হাতে কাঠের মগ, মুখের সামনে ধরল। ওটা প্রায় কেড়ে নিল রানা, ঢক-ঢক করে গিলতে চাইল পানি। পেটের ভিতর পড়েই বিদ্রোহ করল পানি, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল রানা। গলা বেয়ে আবার উঠে এল

তরল বমি হয়ে। ভিজে গেল রানার বুকে রাখা কাপড়। বমি পড়েছে বিছানায়।

বন-বন করে ঘুরছে মাথা। লজ্জা পেল রানা। নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তৃষ্ণা ওকে প্রায় জানোয়ার বানিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে প্রচণ্ড খিদে! জুতোর চামড়াসদৃশ গাল কুঁচকে উঠেছে লোকটার, হাসছে। মগ নিয়ে নিল। আবারও কী যেন বলল। কোমরে চামড়ার বেল্ট, ওটা থেকে ঝুলছে ক্যান্টিন। ওটা থেকে পানি ঢালল মগের ভিতর, বাড়িয়ে ধরল। বাম হাতে উঁচু করে ধরেছে রানার মাথা। একটু একটু করে ঠোঁটে ঢালতে লাগল পানি।

চুপচাপ শুয়ে রইল রানা, ছেলা গলার ভিতর দিয়ে পানি নামছে পেটের ভিতর। কিছুক্ষণ পর মনে হলো, শক্তি ফিরে পাচ্ছে। মগ ঠেলে সরিয়ে দিল, আস্তে করে উঠে বসতে চাইল, সম্ভব হলো না। শরীরের নানান জায়গায় ফোস্কা। নড়লে ছ্যাঁৎ করে লাগছে। আধ শোয়া হলো রানা, হাত বাড়িয়ে মগ নিয়ে চুমুক দিল।

গতবার প্রায় কিছুই দেখেনি, এবার চারপাশ দেখতে চাইল। লোকটার পরনে কালো আলখেল্লা, মাথার উপর পাগড়ি ধরনের টুপি। কোমরে বেল্টের মত সাদা ফিতা। ও আছে লাল রঙের এক তাঁবুর ভিতর। লোকটার কয়েক ফুট পিছনে দরজা, ওখান থেকে আলো আসছে। এরা সাহারা মরুভূমির যাযাবর। ওকে উদ্ধার করে এনেছে এখানে। মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে সেবা শুশ্রূষা করে।

আস্তে উঠে বসল রানা, ফ্রেঞ্চ ভাষায় নরম স্বরে বলল, 'আমি

কোথায়? আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কোনও খাবার দেয়া যায়?'

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে চাইতেই গভীর কয়েকটা খাদ তৈরি হলো কপালে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। দু'মিনিট পর আরেক লোককে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকল। এ লোকের পরনেও একই পোশাক, তবে আলখেল্লা একটু নতুন, কোমরের ফিতা খানিক মোটা। ছেঁটে রাখা দাড়ি ঢেকে রেখেছে সুদৃঢ় চোয়াল। বিদঘুটে সুরে ফ্রেঞ্চ বলল সে, 'আমাকে বলা হয়েছে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন আপনি। খুবই ভাল। আমরা যখন খুঁজে পাই, তখন মরতে বসেছিলেন আপনি।'

'আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, আমাকে বাঁচিয়েছেন। যা চান, আমার সাধ্যমত দেব।'

'ইনশাল্লাহ্! আপাতত বিশ্রাম নিন। এখন ঘুম দরকার, নইলে ফিরে পাবেন না শক্তি। বিপদের ভয় নেই, আপনি আমাদের অতিথি। আপনার কিছু লাগবে?'

'কিছু খাবার পেলে ভাল হতো।' সঙ্গীর দিকে চাইল লোকটা, কী যেন বলল। তাঁবু ছেড়ে চলে গেল প্রাচীন বুড়ো। রানা বলল, 'যদি জানতাম আমি কোথায়।'

'নিশ্চয়ই জানবেন। আমার নাম সৈয়দ আল সাদি বিন হাবিব। লোকে ডাকে ইউনূস বলে। আমি খুমরান ট্রাইবের নেতা। আপনি আছেন আমাদের ক্যাম্পে। মরুভূমির ভিতর আপনাকে উলঙ্গ পেয়েছে আমার লোক। আপনার কপাল ভাল যে এখনও বেঁচে আছেন।'

'ইউনূস, আপনাদের কাছে আমার অনেক ঋণ।'

'এ নিয়ে ভাববেন না। নিশ্চয়ই আপনাকে বলা হয়েছে আমরা মরুভূমির বনমানুষ, দস্যু, রক্ত-পিশাচ? ওরা তা-ই বলে। তবে কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। কাউকে যখন বিপদের মুখে দেখি, পাশে দাঁড়াই আমরা। একটু পর খাবার চলে আসবে। খাওয়া শেষে বিশ্রাম নেবেন। চুপচাপ শুয়ে থাকলে দ্রুত ফিরে পাবেন শক্তি। হাঁটাহাঁটি করতে চান, সুস্থ হয়ে উঠছেন, চাইছেন আলাপ করতে—তবে এখন নয়। যথাসময়ে আলাপ হবে। ঋণ পরিশোধ করবার সুযোগ পাবেন। পরে এ নিয়ে কথা হবে।'

বুড়ো হাজির হয়েছে, পাশে এক মেয়ে। তার হাতে রূপার ট্রে। ওটা রানার পাশে নামিয়ে দিল মেয়েটা। ট্রের ভিতর দুটো সিদ্ধ ডিম ও প্রচুর শুকনো মাংস। বোধ হয় ছাগলের। একটু নড়তে গিয়ে টের পেল রানা, সর্বশরীরে টনটনে ব্যথা। তবে কোনও হাড় ভাঙেনি। ত্বক ভাজা ভাজা করেছে মরুভূমির সূর্য। বুক-পেটে ব্যাণ্ডেজ, তাতে মাখানো হয়েছে সুগন্ধী মলম। খাবারের দিকে চেয়ে রাক্ষস হয়ে উঠল রানা। টের পেল জিভ বেয়ে সরসর করে নামছে লালা। ক'দিন কে জানে ও অভুক্ত! তবে ভদ্রতা বজায় রেখে মাংসের প্লেট নিল, ছোট টুকরো ফেলল মুখে। ধীরে ধীরে চিবিয়ে চলেছে।

ছাগলের মাংসের সঙ্গে রয়েছে চর্বি। বিসিআইয়ের ডাক্তাররা শুনলে হাঁ-হাঁ করে উঠতেন, কিন্তু ওর চিবাতে ভাল লাগছে। মাংসের সঙ্গে মাখানো হয়েছে লবণ, তাতেই বেড়েছে স্বাদ। মনে হলো ও বসেছে সিম্পসনে, অর্ডার দিতেই হাজির হয়েছে ভেড়ার কাটলেট, সঙ্গে শীতের সব্জি! ট্রে থেকে একটা ডিম নিল রানা, খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে কামড় বসাল। খাওয়া যে এত আনন্দের,

ভুলেই গিয়েছিল!

চুপচাপ রানাকে খেতে দেখছে ইউনূস, কিছুক্ষণ পর বলল, 'আপনি যার ভিতর দিয়ে গেছেন, তাতে বেশিরভাগ লোক মারা যেত। ওরা বাঁচলে এই মুহূর্তে জ্বরের ভিতর থাকত, দুঃস্বপ্ন দেখত। বেশিরভাগ লোক পাগল হয়ে যেত। কিন্তু আপনি নীরবে খেয়ে চলেছেন। খুব একটা কাঁপছে না হাত। সাধারণ মানুষ নন আপনি। আপনার নামটা কী, বন্ধু?'

'মাসুদ রানা।'

'কোন্ দেশের মানুষ?'

'বাংলাদেশ।'

'শুনিনি সে দেশের নাম। তবে এটুকু জানি, আপনি আপনার জাতির সেরা মানুষদের একজন। ...আপনারা কখনও অন্য জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন?'

'হ্যাঁ। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে আমাদের একদল পশুকে হারিয়ে। ওরা ছিল পাকিস্তানী বর্বর।'

'তাই? পাকিস্তানের নাম শুনেছি।'

'ওরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায় মুক্তিসেনাদের ভয়ে।'

'আমি তরুণ বয়সে মরোক্কো সেনাবাহিনিতে যোগ দিই। তবে বদলাতে পারিনি আমার নিজের খুমরান ট্রাইবের ভাগ্য। তাদের কোনও সাহায্য হয়নি তাতে। পরে মরোক্কো আর্মি ছেড়ে এসে আমার ট্রাইবকে সংগঠিত করবার চেষ্টা করছি। এখন ওরা জানে ট্রাইব হিসাবে আমাদের একসঙ্গে বাঁচতে হবে।'

'আর্মিতে থাকতেই ফ্রেঞ্চ শেখেন?'

'হ্যাঁ, ওদের পাশে থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি

আমি। আর্মিতে আমার পদ ছিল ক্যাপ্টেন।' কণ্ঠে গর্ব প্রকাশ পেল ইউনূসের। 'আমি ধরেই নিয়েছিলাম, মরোক্কো স্বাধীন হলে আমরাও স্বাধীনতা পাব। কিন্তু না। মরোক্কো স্বাধীন হলো; আমরা যা ছিলাম তা-ই থাকলাম। বুঝলাম, আমাদের ট্রাইবকে সংগঠিত করতে হবে, বাপ-দাদার ভূমি রক্ষা করতে হলে একত্রে কাজ করতে হবে। আমাদের পথ কঠিন। আমরা রক্ত দিতে রাজি, কিন্তু আধুনিক অস্ত্র নেই বলে ক্ষমতা সামান্যই—অল্প ক'জন লোক আমাদের মরুদ্যান কেড়ে নিল, ঠেকাতে পারলাম না। দেশের মরুদ্যানগুলো আমাদের বাসস্থান, এগুলো মুক্ত রাখতে হলে আর কোনও বিকল্প নেই, প্রাণপণ লড়তে হবে।'

'কাদের বিরুদ্ধে লড়তে চান?'

'ভয়ঙ্কর একদল দানবের বিরুদ্ধে, মিস্টার রানা। সবই বলব আপনাকে। আপাতত বিশ্রাম নিন। আবার যখন ঘুম থেকে উঠবেন, তখন হয়তো জানতে পারবেন সবই। বুঝবেন, ওই ক্যাসিনোর মালিক কত বড় রক্ত-চোষা।'

হৃৎস্পন্দন বেতালা হলো রানার। 'আপনি অ্যানডন ব্ল্যাগানকে চেনেন?'

'চিনি?' যাযাবর নেতার চেহারা তিক্ত হয়ে উঠল। 'ওই শুয়োর আমাদের সেরা মরুদ্যান তো নিয়েছেই, চারদিকের সমস্ত জমি চাইছে। ও চায় আমরা উড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাই। ...জানি না ও আপনার শত্রু কি মিত্র, তবে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, ও একটা বিষাক্ত ভাইপার। ধারণা করছি, ওরই লোক ছাড়া আর কে আপনাকে ফেলে দিয়ে যাবে ট্রিনিআরওয়েনে?'

'ট্রিনিআরওয়েন?'

'হাজার হাজার বছর ধরে আমরা সাহারা মরুভূমিকে ওই নামেই ডাকি। ...তার কী করেছেন, আমি জানি না। হয়তো তার মেয়েলোকের সঙ্গে মিশেছেন। তবে বিশ্বাস করুন, যা-ই করে থাকেন, আপনি ভয়ঙ্কর এক শত্রুর জন্ম দিয়েছেন। সে আমারও শত্রু। আমাদের মধ্যে চালু আছে একটি কথা—আমার শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু! আপনি বোধহয় তেমনই একজন। আমরা চাই ওই শুয়োরটাকে খুন করতে। আপনি ইচ্ছে করলে এতে সাহায্য করতে পারেন।'

'খুশি মনে,' বলল রানা।

তৃতীয় দিন ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়েছে ওর খুমরান ক্যাম্পে। পরবর্তী ক'দিন কেমন যেন তালবিহীন চলল। বারম্বার ভাঙাচোরা ঘুমে হারিয়ে গেল রানা। জেগে উঠে দেখল ওর ব্যাণ্ডেজ বদলে দেয়া হয়েছে। পাশে পেল জলচৌকির উপর সুস্বাদু খাবার ও সুপেয় পানি। সেদিন ঘুম থেকে উঠে রানার মনে হলো ও হাঁটতে পারবে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরের দুনিয়া দেখল। ক্যাম্প বলতে গোটা তিরিশেক তাঁবু। চার কোণে একজন করে প্রহরী, সাহারা মরুভূমির দিগন্তে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। কোথাও কোনও কিছু নড়ে ওঠা মানেই বিপদ! দিনে-রাতে যে-কোনও সময়ে হামলা করতে পারে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানের আততায়ীরা।

পরের রাতে ঘুম থেকে উঠে রানা বুঝল থমথম করছে চারপাশ। অনেক আগেই ডুবে গেছে সূর্য। তাঁবুর ভিতর টিমটিম জ্বলছে লণ্ঠনের শিখা। অপূর্ব দুটো চোখ দেখল রানা। বেগুনী কোনও আঙুরের মত রং ও আকৃতি ওদুটোর। গত কয়েক দিন

রানাকে সেবা করেছে এ মেয়ে। তবে ঘুমন্ত রানা ওকে দেখতে পায়নি।

প্রায় আঁধারে চেয়ে রইল রানা। এ মেয়ে খুমরান ট্রাইবের মেয়ে? বিশ্বাস হয় না। ছোট মেয়ে, চোদ্দ কি পনেরো হবে বয়স, কিন্তু এ যেন জ্যান্ত কোনও দেবী—জ্বলজ্বলে চোখ আর স্নিগ্ধ লাজুক মুখ। সবে ফুটতে শুরু করেছে যৌবন। অনেক ট্রাইবের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে এ চেহারা—আরব, বেদুইন, মিশরীয়... আরও কত কী, কে জানে। গায়ের মেয়ে-মেয়ে গন্ধ কামনা জাগায়।

রানা জেগে গেছে টের পেয়ে চমকে উঠল মেয়েটি, মনে হলো ভয় পেয়েছে। তারপর সামলে নিয়ে নরম, সুরেলা কণ্ঠে কী যেন বলল, মনে হলো খুমরান ভাষায় বলছে: ঘুমিয়ে পড়ো আহত বিদেশি, তোমার চিকিৎসা চলছে, নিশ্চিন্তে ঘুমাও। আয়ত, পেলব চোখ দুটো একবার বন্ধ করে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। নিজের বুকের উপর চোখ পড়ল রানার। বদলে দেয়া হচ্ছে ব্যাণ্ডেজ। হুকুম মেনে নিল রানা, বিনা ওজর-আপত্তিতে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। নিশ্চিন্ত মনে কাজ করছে মেয়েটি সেই সঙ্গে আপন মনে গুন গুন করে অচেনা সুর ভাঁজছে। মিষ্টি কণ্ঠের গুঞ্জন লালাবাই-এর মত কাজ করল—দুচোখ ভেঙে চলে এল ঘুম। নরম শীতল আঙুল ওর ক্ষতে মেখে দিল মলম, হালকা করে মালিশ দিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল শুশ্রূষা। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেছে যাযাবর ললনা। রানা তখন ঘুমে অচেতন।

অনেক রাতে গভীর ঘুম ভেঙে গেল রানার। সজাগ হয়ে

ভাবতে চেষ্টা করল কেন ভাঙল—শব্দ শুনেছে কোনও? বিপদ? চোখ মেলে চাইল রানা। কোথাও কেউ নেই। উঠে বসতে গিয়ে টের পেল, প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। ফিরে এসেছে শক্তি। ভাল নার্স বাছাই করেছে ইউনূস। মেয়েটি সত্যিই জাদু জানে।

গোটা পৃথিবী ঘুমাচ্ছে অকাতরে। কিন্তু ঘুম পালিয়েছে রানার। বেশ রাত হয়েছে। এখনও ভাবছে, কেন ভাঙল ঘুমটা? হঠাৎ মনে পড়ল মেরির কথা। কী ঘটল ওদের কপালে? এখনও বেঁচে আছে এরিক? নাকি খুন হয়ে গেছে পিশাচটার হাতে? আচ্ছা... ক'দিন হলো ও এখানে? জানা নেই। শরীরের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে দিল রানা, গড়িয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। বেদুইনদের হালকা এক জেলহাব্বা দেওয়া হয়েছে ওকে। পোশাকটা তুলে মাথা গলিয়ে পরে নিল রানা। বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। মৃদুমন্দ বইছে মরুভূমির শীতল হাওয়া। ভাল লাগল রানার।

এখানে কোনও সড়কের বাতি নেই, মরুভূমির বুক ভরে আলো ঢেলেছে হাজার-কোটি জ্বলজ্বলে তারা। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা আকাশ ছেয়ে আছে নেবুলা ও ছায়াপথের নক্ষত্রগুলো। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে মরুভূমির দিকে চেয়ে রইল রানা। মনে পড়ল, ছোটবেলায় অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে বাড়ির ছাতে উঠে আকাশের দিকে চাইত—যদি কোনও তারা খসে পড়ে! উত্তর আকাশে সত্যি একটা উল্কার পতন হলো। বাচ্চাদের মত ভাবল রানা, আমার আশা পূরণ হোক। আবারও ফিরতে চাই ওই ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে! জীবিত দেখতে চাই এরিক আর মেরিকে!

তাঁবুগুলোর দিকে চাইল রানা। চারপাশ নিস্তব্ধ। কেউ জেগে নেই। ধীরে ধীরে নিভছে ক্যাম্প ফায়ারের অঙ্গার। খুঁটির কাছে

বসে ঝিমাচ্ছে একদল উট। দূরের তাঁবুর পাশ দিয়ে চলেছে এক কালো মূর্তি। আরে, সেই মেয়ে! ও-ই রোজ মলম মাখিয়ে দেয় ফোস্কার উপর। এত রাতে চলেছে কোথায়?

ক্যাম্প থেকে সরে গেল মেয়েটি, মরুভূমির মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশ দেখছে। কিছুক্ষণ পর রানার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে বসে পড়ল বালির উপর। নিঃশব্দে পা বাড়াল রানা, গোপনে চলেছে। চায় না মেয়েটি চমকে উঠুক।

ছোটবেলায় যা করত রানা, আকাশের দিকে চেয়ে ঠিক তা-ই করছে মেয়েটি। হয়তো ভাবছে ও কত ক্ষুদ্র, আর কত বিশাল এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। অপেক্ষা করছে, যদি উল্কা পিণ্ড খসে পড়ে! মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিল নেকাব, কাঁধের উপর বিছিয়ে দিল দীর্ঘ চুল। শেষ তাঁবুর আড়াল পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ওর মনে হলো ও রয়েছে মস্ত এক ছবির ভিতর। সময় বলতে কিছু ছিল না কখনও। হাওয়া বইছে, মরুভূমি থেকে উঠছে মিহি বালি। এ ছাড়া চারদিকে কোনও নড়াচড়া নেই।

ঠিক তখনই আঁধারে দুটো লোককে দেখল রানা। নিঃশব্দে চলেছে মেয়েটি লক্ষ্য করে। পিছনে পৌঁছে গেল। চিৎকার করবার সুযোগ পেল না মেয়েটি, এক হাতে তার মুখ চেপে ধরল একজন। অন্যজন দাঁড়িয়ে হাসছে। প্রাণপণে মুক্ত হতে চাইছে মেয়েটি, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা বেচারির বুকের উপর ধরল ছোরা।

কখন ছুটতে শুরু করেছে, জানে না রানা—পদশব্দ আড়াল করছে নরম বালি। দুই বদমাশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে মেয়েটি। কয়েক বছর আগে এক ইন্সট্রাকটার বলেছিল, সবচেয়ে বেশি নিঃশব্দে চলা যায় বালিতে। সহজে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া

যায়। তা-ই করতে চাইছে রানা, কোমর থেকে ফিতা খুলে নিয়েছে, ওটা দু'হাতে নিয়ে পৌঁছে গেল লোক দুটোর পিছনে। যে-লোক মেয়েটির মুখ চেপে ধরেছে, তার অন্য হাত বন্দিনীর ঘাড়ে। তার দুই হাতের উপর দিয়ে গেল রানার ফিতা, এক ঝটকা দিতেই গলার উপর আটকে গেল ফাঁস। একটা পাক পেঁচিয়ে নিয়েই প্রচণ্ড টান দিল রানা। পিছাতে চাইল লোকটা। খানখান হলো নৈঃশব্দ্য। চেঁচিয়ে উঠেছে মেয়েটি।

ততক্ষণে ছোরাওয়ালার কব্জির উপর লাথি বসিয়ে দিয়েছে রানা। ছাড়া পেয়ে বাঁক নিল মেয়েটি, উড়ে চলেছে ক্যাম্পের দিকে। সঙ্গে তীক্ষ্ণ চিৎকার। তার পিছনে ছুটবে, না সঙ্গীকে সাহায্য করবে? থতমত খেল দ্বিতীয়জন, দ্রুত নড়তে গিয়ে পিছলে পড়ল বালির ভিতর। এদিকে তার সঙ্গীর কণ্ঠে চেপে বসেছে রানার ফিতা। শ্বাস আটকে ছটফট করছে লোকটা। ঝটকা-ঝটকি বেড়ে উঠতে ফিতা সরিয়ে নিল রানা, পরক্ষণে ডানহাতি ঘুসি মারল কানের পিছনে। ঝাঁকি খেল লোকটা, পরক্ষণে অজ্ঞান হয়ে ধুপ করে পড়ল বালির উপর। এদিকে ছোরাওয়ালা উঠেছে, এগুতে শুরু করেছে। অচেতন লোকটার কোমর হাতাল রানা, পেয়ে গেল যা চাইছে। খাপ থেকে একটানে তুলে নিল ছোরা। চোখের কোণে দেখল ছোরাওয়ালা বুকে গেঁথে দিতে চাইছে ছোরা। ছিটকে পিছিয়ে গেল রানা, বালির উপর গড়িয়ে দিল দেহ। দু'ফুট পিছনে বালির ভিতর গাঁথল ছোরা। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল রানা, আততায়ীর মুখোমুখি হবে। ক্যাম্পের দিক থেকে শোনা গেল চেঁচামেচি। ইউনূসের লোকজন আসছে।

রানার কাঁধে ছোরা গাঁথতে চাইল লোকটা, পরক্ষণে ওটা এল

পেট লক্ষ্য করে। দুর্বলতা খুঁজছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে রানা, কোনও টার্গেট দেবে না। উল্টো উবু হয়ে লোকটার গোড়ালি লক্ষ্য করে ছোরা চালাল। আততায়ী ছিটকে পিছিয়ে যেতেই বাতাস কাটল রানার ছোরা। টিটকারির হাসি হেসে উঠল কারা যেন। ইউনূসের লোকজন পৌঁছে গেছে। এরইমধ্যে রানা ও আততায়ীকে ঘিরে তৈরি হয়ে গেছে বড়সড় এক গোল রিং।

আরে! ওরা দেখছি মজা লুটতে চাইছে! ওরা দু'জন যেন দুই গ্ল্যাডিয়েটার। দর্শকদের সামনে লড়ছে। শত্রুর কাঁধের উপর দিয়ে ইউনূসের মুখ দেখল রানা। ওদিকে মন দিয়ে মরতেই বসল। ঘাতক টের পেয়ে গেছে ওর চোখ অন্য দিকে। এক পাশ থেকে লাফিয়ে এল সে, মাথার উপর ছোরা তুলে নামিয়ে আনতে চাইল রানার মেরুদণ্ডের পাশে, ফুসফুসে। চরকির মত ঘুরেছে রানা, একই সঙ্গে বসে পড়েছে। কাঁধের পাশ দিয়ে গেল ছোরা। অতিরিক্ত ঝুঁকেছে লোকটা, ভারসাম্য রাখতে না পেরে পিছলে পড়ছে রানার উপর। রানা দু'হাতে মাথার উপর তুলল ছোরা, লোকটার পেটের ভিতর পড়পড় করে ঢুকল চওড়া ফলা। নাড়িভুঁড়ি কেটে থামল পাঁজরে। ভয়ঙ্কর এক চিৎকার দিল আততায়ী, পরক্ষণে বিকট ভঙ্গিতে হাঁ করল মুখ। ওখান দিয়ে ছিটকে বেরুল রক্ত ও বমি। তাকে ধাক্কা দিয়ে কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে দিল রানা। দুই হাত বেয়ে টপটপ করে পড়ছে তাজা রক্ত, মুহূর্তে শুষে নিচ্ছে শুকনো বালি।

খুমরানরা হৈ-হৈ করে প্রশংসা শুরু করেছে। প্রায়-মৃত লোকটা ছটফট করছে। তলোয়ারের কোপে অজ্ঞান লোকটার কণ্ঠ ফাঁক করে দিল এক খুমরান। সবাই চেয়ে রইল দুই ঘাতকের

দিকে। দ্রুত মরছে লোক দুটো। দেহ দুটো নিস্পন্দ হয়ে গেলে সেদিকে কারও খেয়াল রইল না আর। নিজেদের ভিতর আলাপ শুরু হয়েছে।

রানার কাঁধের উপর হাত রাখল কে যেন। ঘুরে চাইল রানা। ইউনূস বলল, 'আপনি সত্যিই অসাধারণ মানুষ, মিস্টার রানা। আমার মেয়ের সম্মান রক্ষা করেছেন। শুকরিয়া আপনাকে। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।'

চোদ্দ

বিকেলে এল ইউনূস, রানাকে নিয়ে হাঁটছে ক্যাম্পের ভিতর। তার কাছেই জানা গেল, লোকগুলো এসেছিল ক্যাসিনো ব্ল্যাগান থেকে। ক্যাম্পে পুরুষ না থাকলে প্রায়ই হানা দেয় রেইডিং পার্টি, পুড়িয়ে দেয় ক্যাম্প, ধরে নিয়ে যায় নারী ও শিশু, তাড়িয়ে নেয় উট, ছাগল যা পায়। কাউন্টের নির্দেশ, এদিকের সমস্ত এলাকা মনুষ্য বিবর্জিত হতে হবে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সাহারা মরুভূমির উত্তাপ কমছে। দক্ষিণ থেকে শুরু হয়েছে ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশ হয়ে উঠছে ফ্যাকাসে লাল। তার মানে, আসছে সাহারা মরুভূমির

সাইমুম, প্রবল ধূলি-ঝড়!

আলাপ থেমে যেতে দূরে চেয়ে রইল রানা। বালির কণাগুলো লালচে মেঘে পরিণত হয়েছে। চলেছে টিফারিটি শহর লক্ষ্য করে। আনমনে ভাবল রানা, মেরি ও স্টার্নের কী হলো? ওরা কি মারা গেছে? বোধ হয় তা-ই!

স্টার্ন প্রফেশনাল এজেন্ট। ও জানত হয়তো একদিন মরবে আততায়ীর গুলিতে। কিন্তু মেরির কথা আলাদা, ও নিজেকে উৎসর্গ করেনি এসপিয়োনাজে। অপরূপা এক মেয়ে, দুর্ভাগ্য মেনে নিয়ে ফুর্তি খুঁজে বেড়িয়েছে। শেষে পা ফেলেছে অ্যানডন ব্ল্যাগানের ফাঁদে। মানুষের সবচেয়ে বেশি উদগ্র অনুভূতির অন্যতম—প্রতিশোধ-স্পৃহা। এই স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছে পিশাচটা ওর বাবাকে খুন করে—সেজন্য মেরিকে দোষ দেবে না রানা। মানুষের চালে পড়ে মানুষ কত কিছুই না করে!

এই প্রতিশোধ-স্পৃহা জ্বলছে এখন ওর নিজের বুকেও! মেরি বা স্টার্নকে রক্ষা করতে পারেনি। তবে অন্তরে জানে, ওদেরকে যে খুন করেছে, তাকে কিছুতেই বাঁচতে দেবে না ও। অথবা, নিজে মরবে মারতে গিয়ে।

'আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি,' রানার পাশ থেকে বলল ইউনূস। খুমরান নেতার কাঁধের পিছনে দিগন্তে ধীরে ডুবছে নীলচে সূর্য।

'তা-ই কী?' নিচু স্বরে বলল রানা।

'হ্যাঁ। আপনার চোখ বলছে আপনি ওই দানব ব্ল্যাগানকে খুন করতে চান। চাই আমিও। তবে আমাদের দু'জনের উদ্দেশ্য একটু ভিন্ন। আমি চাই ব্ল্যাগান মারা যাক। সে আমাদের সরিয়ে দিতে

চাইছে বাপ-দাদার জমি থেকে, মেরে ফেলতে চাইছে আমাদের সবাইকে। আর আপনি? আপনার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বিরোধ আছে। সে আপনাকে খুন করতে চেয়েছে। কিন্তু তার বাইরেও কিছু আছে। কোনও মেয়েকে নিয়ে বিরোধ?'

'বলতে পারেন। ছেলেও আছে একজন—আমার বন্ধু।'

'আমি তা-ই ধারণা করেছি। তবে আপনার একা লড়তে হবে না। আপনার সঙ্গে যাবে আমাদের ট্রাইবের সক্ষম প্রতিটি পুরুষ। ওই দানবকে শেষ করা দরকার আমাদেরও। অ্যানডন ব্ল্যাগানের পোষা খুনিরা আমাদের ভয় পায়। ভয় পায় কারণ, আমরা যখন লড়ি, কখনও পিছিয়ে যাই না। শরীরে শেষ ফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্ত লড়াই করি আমরা। খুমরান ট্রাইব কখনও হার মানেনি। তবে, আপনার সঙ্গে যাওয়ার আগে একটা কাজ করতে হবে। আপনাকে শিখিয়ে দেব কীভাবে লড়তে হয়।'

চুপচাপ চেয়ে রইল রানা লোকটার দিকে। যা বিশ্বাস করে, তা-ই বলছে মানুষটা, সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই।

'হ্যাঁ, শিখিয়ে দেব কীভাবে লড়তে হয়। গতরাতে ভাল লড়েছেন আপনি। কিন্তু আরও কিছু কৌশল জানা উচিত। আপনি বুঝবেন কীভাবে লড়ে খুমরান পুরুষ।' পাশ দিয়ে যাওয়া এক যুবককে থামাল ইউনূস, তার তলোয়ার নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল। কোমরের খাপ থেকে বের করে নিল নিজেরটা।

এসব তলোয়ারের পাত পাঁচ ইঞ্চি চওড়া। এ জিনিস আগে কখনও দেখেনি রানা। দৈর্ঘ্যে তলোয়ার তিন ফুটের বেশি। তবে অসম্ভব হালকা। হ্যাণ্ডেল থেকে শুরু করে ডগা পর্যন্ত অদ্ভুত সুন্দরভাবে ব্যালান্স করা। রানা মনে মনে বলল, এর কাছে বোধ

হয় হার মানবে সামুরাই যোদ্ধাদের কাটানা!

'আপনি সাহসী মানুষ, রানা, কিন্তু আপনি যথেষ্ট আগ্রাসী নন। আপনি চান শত্রু সামনে বাড়ুক, দেখতে চান তার দুর্বলতা কোথায়। এ নিয়ম খুমরানদের নয়। শত্রু আমাদের দুর্বলতা বুঝবার আগেই আক্রমণ করি আমরা। তা এমন ভাবে, যেন এটাই আমাদের শেষ হামলা। ...তলোয়ার হাতে আক্রমণ করুন আমাকে।'

দু'হাতে তলোয়ারের হাতল ধরল রানা, পরক্ষণে অস্ত্রটা তুলেই চালাল ইউনূসের পেট লক্ষ্য করে।

ততক্ষণে পাঁচ ফুট সরে গেছে খুমরান নেতা। মুচকি মুচকি হাসছে। 'মিস্টার রানা, বড়দের মত খেলতে হবে, নইলে মরবেন। তলোয়ারবাজি বাচ্চাদের খেলা নয়। প্রতিটি পেশি কাজে লাগান। যখন হামলা করবেন, শরীরের সব শক্তি ব্যবহার করুন। মনে মনে ভাববেন, হানছেন শেষ আঘাত। আবার হামলা করুন।'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা ইউনূসের কাছ থেকে নানান কৌশল শিখল রানা। ডুবে গেছে সূর্য। ক্যাম্পে জ্বলছে বেশ কিছু আগুন। এই আভার ভিতর লড়ছে রানা ও ইউনূস। ওদের ঘিরে জমে গেছে ভিড়। খুব দ্রুত শিখছে রানা। পরের আধ ঘণ্টায় পাঁচবার ইউনূসের বুকে তলোয়ার ঠেকিয়ে দিল। ওকে একবারও ছুঁতে পারেনি খুমরান নেতা।

শেষপর্যন্ত বামহাত তুলল ইউনূস। 'যথেষ্ট হয়েছে, মিস্টার রানা। তলোয়ারে আমি খুমরানদের মধ্যে সেরা সেই আমি স্বীকার করে নিলাম, আপনি এখন আমার চেয়ে বড় ওস্তাদ!'

রানার কাঁধে হাত রেখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ইউনূস, তারপর চলল নিজ তাঁবুর দিকে। এক মিনিট পর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল আগ্নেয়াস্ত্র হাতে। এ জিনিস আগেও দেখেছে রানা। তবে তা জাদুঘরে। ওটা যেন তলোয়ারের চেয়েও প্রাচীন!

সাড়ে পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের এক মাস্কেট ওটা। জাদুঘরে রাখা উচিত। তবে এত জং-ধরা জিনিস নেবে না কিউরেটার। আঠারো শতকের অস্ত্র। কোনও এক কলোনিয়াল লড়াইয়ে দখল করে খুমরানরা।

'এ জিনিস আগে দেখেননি?' বলল ইউনূস।

'দেখিনি বললে ভুল হবে। কিন্তু...

'এরকম বত্রিশটা আছে আমাদের হাতে। এ ছাড়া তলোয়ার। আগ্নেয়াস্ত্র বা তলোয়ার যে-কোনও মানুষকে খুন করতে পারে। বিশ্বাস করুন, অ্যানডন ব্ল্যাগানকে খুন করবে আমাদের কেউ।'

'আধুনিক কিছু নেই, বোধ হয়?'

'আশা করছি এক বছরের মধ্যে চলে আসবে কিছু। আপাতত এ-ই।' ইউনূস ধৈর্য ধরে রানাকে দেখাতে শুরু করল, কীভাবে গান-পাউডার ঢালতে হয় ব্যারেলের মুখ দিয়ে। শেষে ভরতে হয় মার্বেল আকৃতির লোহার বল। ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা, যদি লড়তেই হয়, ও নেবে তলোয়ার, ভুলেও নেবে না ওই জং-ধরা মাস্কেট। ওটা নিজের মুখের উপর বিস্ফোরিত হতে পারে। তা ছাড়া, ফায়ার করবার পর অনেকক্ষণ লাগে মাস্কেট রিলোড করতে। ততক্ষণ অসহায়ের মত থাকতে হয়।

রাতে ইউনূসের তাঁবুতে দাওয়াত দেয়া হলো রানাকে। ওখানে যোগ দিল চার বয়স্ক বুড়ো। এরা উপর পর্যায়ের নেতা।

খাবার হিসাবে দেয়া হলো ছাগলের ভাজা মাংস, রুটি, খেজুর ও ছাগলের দুধের দই। মানুষগুলোর ভিতর ভাতৃত্বের বন্ধন দেখে অবাক হলো রানা। এরা কম বয়সে হাত কেটে রক্তের ঋণে বেঁধেছে একে অপরকে। এখন আশপাশের ক্যাম্পগুলো থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে এসেছে।

আগেই একটা ম্যাপ এঁকেছে রানা, তবে পকেট থেকে বের করল না। ওই মানচিত্রে দেখিয়েছে কীভাবে ঢুকতে হবে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে। প্রথম তলা ও দ্বিতীয় তলার প্রতিটি ঘর এঁকেছে। কিন্তু ইউনূসকে বলল, একটা কাজ করতে পারে ওরা। ও যদি দক্ষিণের মৌরিতানিয়ায় পৌঁছুতে পারে, যোগাযোগ করতে পারবে ব্রিটিশ এম্ব্যাসির সঙ্গে। বিএসএস-এর চিফকে খুলে বললে সাহায্য করবেন উনি। আটলাণ্টিকে রয়েছে রয়্যাল নেভি এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার। ওখান থেকে জেট বম্বার আসতে পারে। মিশিয়ে দিতে পারবে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানকে। ইণ্টারন্যাশনাল আইন অনুযায়ী ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে না কোনও দেশ। কাজেই আপত্তি তুলবে না কেউ।

কিন্তু কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুলল ইউনূস, রেগেই গেল। সঙ্গীদের বলতেই বেগুনী হয়ে উঠল তাদের মুখ। তারা নিজেরা লড়তে চায়। কাউকে জয়ের কৃতিত্ব দিতে রাজি নয়।

সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ শেষে এক কথায় মানা করে দিল ইউনূস। 'না, ব্রিটিশ বম্বার ব্ল্যাগানকে শেষ করবে, কিন্তু আমরা তা চাই না। দরকার হলে এক হাজার বছর ধরে লড়ব আমরা ওর বিরুদ্ধে। এটা আমাদের লড়াই। আমরাই লড়ব। আপনি সঙ্গে না গেলেও।'

'তা হলে তো কোনও কথাই ওঠে না,' বলল রানা। 'আমি আছি আপনাদের সঙ্গে।'

রানার হাতে সিগারেট ধরিয়ে দিল ইউনূস। ওটা রোল করা হয়েছে মরোক্কো নিউজপেপার দিয়ে। খুব কড়া তামাক। তবে গত ক' দিনে এ জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা। এর তৃপ্তিই আলাদা! সবার কথা শেষ হয়ে যাওয়ায় রানা বলল, 'আপনারা ভাল মানুষ। ব্ল্যাগানের মার্সেনারি আছে, কিন্তু তারা টাকার বদলে কাজ করে। আপনারা লড়ছেন নিজেদের জমি উদ্ধার করতে। কাজেই, মার্সেনারিদের দশজনের বদলে আপনাদের একজনকে পাশে রাখতে চাইব আমি। আপনারা যদি একসঙ্গে থাকেন, চলে আসবে অর্ধেক জয়। বাকি অর্ধেক...'

'আরেকটা কথা ভুলে গেছেন আপনি,' বলল ইউনূস। 'আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে। ক্যাসিনোর ভিতর অংশ ভাল ভাবে দেখেছেন আপনি। কাজেই জানেন ওদের দুর্বলতা কোথায়। আপনি ম্যাপ আঁকলে আমরা ভাল ভাবে বুঝব কী করতে হবে।'

এতক্ষণে পকেট থেকে ম্যাপটা বের করল রানা, বিছিয়ে দিল সবার মাঝখানে। 'হঠাৎ আক্রমণ হলে সামলাতে পারবে না ওরা। প্রথম কথা, দেয়াল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢোকা। তা যদি পারি, ব্ল্যাগানের গার্ড ও মার্সেনারি বুঝবার আগেই ঢুকে পড়তে পারব ক্যাসিনোর ভিতর। ...কিন্তু ওই উঁচু দেয়াল টপকে ঢুকব কীভাবে? আগে দরকার গার্ডদের টাওয়ারদুটো দখল করা। এজন্য দরকার বিস্ফোরক।'

'আমাদের কাছে এক বাক্স টিএনটি আছে। আমাদের ছেলেরা চুরি করে এনেছে টেফারিটি শহর থেকে। তবে দুঃখের বিষয়

আমাদের কারও জানা নেই ওগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।'

'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। টিএনটি সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞান আছে আমার। আছে কতটা—টিএনটি?'

'দশ পাউণ্ডের মত হবে।'

'বাহ্! তা হলে ধরে নিন উড়ে গেছে টাওয়ার, গেট ভেঙে ঢুকে পড়েছি আমরা। গোটা তিরিশেক হ্যাণ্ড গ্রেনেডও তৈরি করে দেব, থাকবে যোদ্ধাদের হাতে। খালি ছুঁড়ে মারলেই বিকট শব্দে ফাটবে, প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি তো হবেই, মনোবল ভেঙে পড়বে ক্যাসিনোর ভাড়াটে গার্ডদের। ওদের চোখ এড়িয়ে দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই আর চিন্তা নেই। আমি দেখেছি দেয়ালের সবচেয়ে দুর্বল অংশ হচ্ছে গেটের বাম বা ডানদিকের দুই টাওয়ার।'

'বলে যান,' ইউনূসের ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। 'ওগুলোর ব্যবস্থা হবে। আমাদের ছেলেরা আজ রওনা হয়েছে, দেখা যাক ওরা কী নিয়ে আসে।'

পরিকল্পনার প্রাথমিক বিষয় থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় স্থান পেল ওদের এ আলোচনায়। রানার পরামর্শগুলো বিস্মিত করল পাঁচ নেতাকে। এক পর্যায়ে ইউনূস তো বলেই ফেলল, 'আমি ছিলাম মরোক্কান আর্মির একজন ক্যাপ্টেন, যুদ্ধ করেছি দশ বছর। কিন্তু, মিস্টার রানা, আপনি তো দেখছি যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে আমার চেয়েও ভাল জ্ঞান রাখেন! ভাবতেও পারিনি এতটা!'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল রানার পরিচিত এক আওয়াজ শুনে। খ্যার-খ্যার আওয়াজ করছে জিনিসটা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে

জিপগাড়ি দেখল রানা। পিছনে নাক তুলেছে মেশিনগান। সঙ্গে দুই কেস অ্যামিউনিশন, তিনটে রাইফেল ও চারটে পিস্তল। ব্ল্যাগানের চার মার্সেনারিকে বেঁধে নিয়ে এসেছে ইউনূসের ছেলেরা। মার্সেনারিদের দেখে মনে হলো দড়ি দিয়ে বাঁধা মমি—নড়ছে শুধু চোখ দুটো। জিপ ঘিরে ফেলল সবাই, বন্দিদের নিয়ে শুরু হলো হাসি-তামাশা।

'কী মনে করেন, মিস্টার রানা?' বলল ইউনূস। 'সিদ্ধান্ত ঠিক আছে তো? আপনিই ড্রাইভ করবেন?'

গতরাতে এ নিয়ে আলাপ হয়েছে ওদের, আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ওরা টিএনটির বাক্স তুলবে জিপে, তারপর প্রচণ্ড গতি তুলে গুঁতো দেবে ক্যাসিনোর গেটে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হবে গেট, সঙ্গে নেবে দু'পাশের টাওয়ার। এরপর গ্রেনেড, বন্দুক আর তলোয়ার নিয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়বে খুমরান যুবকরা। তবে ওরা সবাই জানে, এর মধ্যে 'যদি' আর 'কিন্তু' আছে মেলা। যেমনটা ভেবেছে ঠিক তেমন না-ও হতে পারে। টাওয়ার থেকে আসা বুলেট লেগে বিস্ফোরিত হতে পারে টিএনটি। জিপে করে টিএনটি নেয়ার সময় পথেই ঝাঁকিতে ফেটে যেতে পারে ওটা। সেক্ষেত্রে ইউনূস আর ওর টুকরোগুলো খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল রানার বহু লোকের চিৎকার শুনে। আশপাশের খুমরান ক্যাম্পগুলো থেকে এসেছে সক্ষম পুরুষ সবাই। রয়ে গেছে শুধু মহিলা ও শিশুরা। বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল পুব আকাশে জেগে উঠেছে লাল সূর্য। আলো পড়েছে বিশাল মরুভূমির উপর, টকটকে লাল লাগছে বালি, যেন রক্ত।

পঞ্চাশজন যুবক জড় হয়েছে ইউনূসের তাঁবুর সামনে। সবাই

উত্তেজিত, একটু পর পর সমর সঙ্গীত গেয়ে উঠছে, শত্রুর রক্ত চায় তারা। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল ইউনূস, হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। রানার পরনে তাদের মতই আলখেল্লা। কোমরের খাপে তলোয়ার। মার্সেনারিদের কাছ থেকে পাওয়া একটা পিস্তল নিল ইউনূস, রানার হাতে তুলে দিল। মেয়েরা নেমে পড়েছে নাস্তা তৈরি করতে। খাওয়ার পর টিএনটি নিয়ে পড়ল রানা। গত রাতে নাট-বল্টু-পাথর-পেরেক-চুলের কাঁটা ইত্যাদি দিয়ে ছোট ছোট কৌটায় গোটা পঞ্চাশেক হ্যাণ্ড গ্রেনেড বানিয়ে রেখেছে রানা—ক্ষতির চেয়ে ওগুলো শব্দ করবে বেশি। বাকি চার ভাগের তিন ভাগ মোম মাখানো কাগজে মুড়ে রেখে দিয়েছে বাক্সে।

এবার সাবধানে বাক্সটা তুলল জিপে। ওটা রাখল নিজের সিটের পিছনে। পাশেই তিন জেরি ক্যান ভরা পেট্রোল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে আবার একবার শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশিরে অনুভূতি নামল রানার। ক্যাসিনো ব্ল্যাগান থেকে কোনও গুলি এলে পেট্রোল বা টিএনটি বিস্ফোরিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বুঝবার আগেই ইউনূস সহ হাওয়া হয়ে যাবে ও!

একটু পর রওনা হলো কাফেলা। রানার সিটের পিছনে অবস্থান নিয়েছে ইউনূস। হাত পড়ে আছে জিপের মেশিনগানের উপর। একটার পর একটা সিগারেট জ্বালছে সে, নিজে একটা ধরালে একটা করে দিচ্ছে রানাকে। একটু এগোতেই শুরু হলো রণ-সঙ্গীত। একের পর এক বালির টিবি বেয়ে উঠছে-নামছে যেন পিঁপড়ের সারি। চলেছে সবাই টেফারিটি শহর লক্ষ্য করে।

সাহসী মানুষগুলোর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছে রানা। ওরা যেন একটা খুনে মেশিনের অংশ। নিজে একা লড়লে এমন

অনুভূতি হয় না। এখানে একজন আরেকজনের জন্য বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই লোকগুলো ওর পিঠের দিকে খেয়াল রাখবে। বদলে রানা রক্ষা করতে চাইবে তাদের।

ওদের গন্তব্য বিশ মাইল দূরে। কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে উটের কাফেলা পৌঁছুবে ওই শহরের প্রান্তে। তাতে লাগবে দশ ঘণ্টা। ততক্ষণে নেমে আসবে সন্ধ্যার কালো। আজ দমকা হাওয়া বইছে। ঘূর্ণি খেয়ে ভেসে উঠছে বালি। পিঠে পড়ে ছিল কর্কশ কাপড়, ওটা তুলে ঘাড় ও মুখ আড়াল করল রানা।

'দারুণ!' ইঞ্জিনের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল ইউনূস। 'আমরা এটাকে বলি আক্রমণের হাওয়া।'

হঠাৎ রানার মনে হলো, উন্মাদের মত চলেছে ওরা। অনুভূতিটা গালে চড় খাওয়ার মত। প্রশিক্ষিত মার্সেনারির হাতে আধুনিক মারণাস্ত্র। তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চলেছে ওরা শুধু প্রচণ্ড দুঃসাহস ও প্রাচীন অস্ত্র নিয়ে। ধীরে ধীরে চলেছে জিপ। চারপাশে চেয়ে মানুষগুলোকে দেখল রানা। ওদের বেশিরভাগের হাতে আছে মাস্কেট ও কোমরে তলোয়ার, কয়েকজনের কাঁধে দখল করা অটোম্যাটিক রাইফেল, কেউ কেউ নিয়েছে পিস্তল আর বাকিদের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে হাতবোমা! ওরা লড়তে চলেছে হাইলি ট্রেইণ্ড প্রাইভেট আর্মির বিরুদ্ধে!

আমরা বোধ হয় পাগলামি করতে চলেছি, মনে মনে বলল রানা।

ওদের সামনে অন্য কোনও পরিকল্পনা নেই। এরা কেউ জানে না আগামীদিন বাঁচবে কি না। জানতে চায়ও না। ওরা যদি খুন হয়, রক্ষা পাবে না তাদের মা-বোন-স্ত্রী ও শিশুরা। নেতাদের কথা

দিয়েছে ওরা, জান থাকতে পিছাবে না। সবাই আশা করছে সন্ধ্যার পর বেশির ভাগ মার্সেনারি থাকবে ক্যাসিনোর তাস-ঘরে। কিন্তু তা যদি না হয়? আজই হবে খুমরান ট্রাইবের শেষ দিন। পালাতে চাইলেও পারবে না কেউ। জেনে-বুঝে মৃত্যুর দিকে চলেছে সবাই।

তিক্ত হাসল রানা। এরা সত্যিকারের যোদ্ধা! ক্ষতি কী এই সাহসী মানুষগুলোর পাশে থেকে মরলে?

এর চেয়ে ভাল মৃত্যু কোন পুরুষ আশা করতে পারে?

পনেরো

টেফারিটি শহরের যত কাছে পৌঁছুচ্ছে রানা, টের পাচ্ছে আঁকড়ে আসছে বুক। এ সাধারণ ভয় নয়, এমন হয় প্রতিটি সৈনিকের। এটা ব্যথা বা মৃত্যুর ভয় নয়। এই ভয়ই রাত জাগায় সৈনিককে যুদ্ধক্ষেত্রে। যেন ছোট না হতে হয় সহযোদ্ধার কাছে। দ্বিধায় পড়ে ট্রিগার টিপতে দেরি করার ভয়, পাশের জন মৃত্যুকে পরোয়া না করে চলেছে শত্রু লাইনের দিকে, অথচ নিজে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নালায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়!

শহর থেকে আধ মাইল দূরে পৌঁছে গেল কাফেলা। ওখানে শেষ বারের মত বিশ্রাম নেয়া হলো। বালির শেষ টিবির কাছে

বেঁধে রাখা হয়েছে উটের পাল। ততক্ষণে ডুবে গেছে সূর্য। ঝিরঝিরে হাওয়া উড়িয়ে চলেছে সাহারার বালি। আকাশে চাঁদ নেই। দূরে দেখা গেল কিছু টিমটিমে বাতি। ওটাই শহর। নক্ষত্রের আলোয় পুবে আবছা চোখে পড়ল ক্যাসিনো ব্ল্যাগানের প্রকাণ্ড গম্বুজ। শেষ ঢিবি পেরিয়ে কয়েক শ' গজ দূরে কাঁচা রাস্তা। এক অংশ গেছে টেফারিটি শহরের দিকে, অন্য অংশ গিয়ে ঠেকেছে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে।

এক কুড়ি খুমরান যুবক রওনা হয়ে গেল টেফারিটি শহর লক্ষ্য করে। গত ক'দিন চোখ রেখে জানা গেছে, ওই শহর পাহারা দেয় ছ'জন সশস্ত্র মার্সেনারি, সঙ্গে জিপগাড়ি। ইউনূসের ছেলেরা অস্ত্র ও জিপ কেড়ে নিতে চাইছে। টেফারিটির খুমরান যুবকদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানে। ততক্ষণে শুরু হয়ে যাবে ওখানে পুরোদস্তুর লড়াই।

ছেলেরা চলে যাওয়ার পর রওনা হলো অন্যরা। ওরা যেন শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য। কোনও হৈ-চৈ নেই। দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে চলেছে গন্তব্য লক্ষ্য করে। এদিকে জিপ নিয়ে পিছিয়ে পড়ল রানা। ইঞ্জিন বন্ধ, ইউনূসের সঙ্গে শেষ কথাগুলো সেরে নেবে। ক্যাসিনোর পঞ্চাশ গজ দূরে থামবে যোদ্ধারা, সরে থাকবে রাস্তা থেকে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আসবে রানার জিপ।

এক যুবকের কাছ থেকে ধার নেয়া ঘড়ি একটু পর পর দেখছে ইউনূস। সময় আসতেই ইশারা করল সে। ইঞ্জিন চালু করল রানা। গিয়ারের ডাণ্ডার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধেছে স্টিয়ারিং হুইল, দড়ির আরেক প্রান্ত গিঁঠ দিয়েছে সিটের পায়ার সঙ্গে। নড়বে না স্টিয়ারিং হুইল। সোজা গিয়ে গুঁতো দেবে জিপ গেটে।

এবার রওনা হয়ে গেল রানা। দ্রুত গতি তুলছে, বালির ঢিবি পাশ কাটিয়ে দেখতে দেখতে গিয়ে পড়ল কাঁচা রাস্তার উপর। সোজা সামনে ক্যাসিনো ব্ল্যাগানের গেট!

ওটা দূর থেকে প্রকাণ্ড মনে হলো। গেটের ওপাশে কয়েকজন গার্ড। প্রচণ্ড গতি তুলে ছুটছে জিপ।

'এইবার!' কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল ইউনূস। গেট ও দূরের ক্যাসিনো লক্ষ্য করে চালু করতে চলেছে মেশিনগান। পরক্ষণে নাইন এমএম ট্রেসার বুলেট আগুনে রং নিয়ে আঁধার ভেদ করে ছুটল। লক্ষ্য: গেটের দু'পাশের টাওয়ার। তাড়াহুড়ো করে আড়াল নিল গার্ডরা। চিৎকার শোনা গেল। রিএনফোর্সমেন্ট চাইছে তারা। গেটের ডানদিক তাক করেছে রানা। ধসিয়ে দিতে চায় গেট ও ওদিকের টাওয়ার। মেঝের সঙ্গে চেপে ধরেছে অ্যাক্সেলারেটার।

পাল্টা গুলি আসতে শুরু করেছে। মাথার উপর দিয়ে গেল প্রথম দফা বুলেটের ঝাপটা। চোখের সামনে চওড়া হয়ে উঠছে গেট। আর মাত্র ত্রিশ গজ দূরে ওটা! মাথার উপর বামহাত তুলল রানা, ইউনূসকে ইশারা করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জিপ থেকে। একই সঙ্গে উড়াল দিয়েছে ইউনূস। কয়েক সেকেণ্ড বাতাসে ভেসে রইল ওরা, তারপর পড়ল রাস্তার উপর। দ্রুত গড়িয়ে চলেছে দেহ, পাঁচ সেকেণ্ড পর থেমে গেল। দু'হাতে মাথা ঢাকতে চাইল রানা।

পরক্ষণে শুনতে পেল প্রচণ্ড বজ্রপাতের মত বিস্ফোরণের আওয়াজ। থরথর করে কাঁপছে জমিন। আকাশে উঠে গেল আগুনের বিশাল কুণ্ডলী। টিএনটি ফেটেছে, সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে পেট্রোল। ফাটছে মেশিনগানের অ্যামিউনিশন, ছুটছে দিগ্বিদিক। বিধ্বস্ত হয়েছে ডানদিকের টাওয়ার, সঙ্গে নিয়েছে গেট

ও বামদিকের টাওয়ারটাও। পাথরের খণ্ড, সিমেন্টের টুকরো ও ধুলোয় চোখ চলে না। চারপাশ আঁধার। মাথা উঁচু করে দেখতে চাইল বধির রানা। বাগান থেকে এল অটোম্যাটিক রাইফেলের ঝলকানি। ছুটে আসছে খুমরান যুবকরা। গর্জে উঠছে মাস্কেট। আর মাঝে মাঝে জোর আওয়াজ করে ফাটছে রানার তৈরি হ্যাণ্ড গ্রেনেড। চারপাশে আলখেল্লা দেখল রানা। বিধ্বস্ত টাওয়ার ও গেট দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকছে সবাই। ক্যাসিনো থেকেও গুলি আসছে, কিন্তু থামছে না কেউ।

মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ইউনূস। টেনে তুলল রানা। 'চলুন!' বলেই ছুটতে শুরু করল পিস্তল হাতে। জবাবে কী যেন বলল ইউনূস, কিছুই শুনতে পেল না রানা। কানের ভিতর ঢন-ঢন করে বাজছে ঘণ্টি। ছুটছে দু'জন পতিত গেটের দিকে। ওটা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল বাগানের ভিতর, চলেছে ক্যাসিনো লক্ষ্য করে।

ঠিক তখনই দিনের মত ফকফকা হয়ে উঠল চারপাশ। বাগানে জ্বলে উঠেছে দুই হাজার ওয়াটের বারোটা বালব। চার বার গুলি করে তিনটে বাতি নিভাতে পারল রানা। হঠাৎ টের পেল ফিরেছে শ্রবণ-শক্তি। দু'পাশ থেকে গর্জে উঠছে মাস্কেট। একে একে নিভছে বাতি। সামনেই এক যুবককে চমকে উঠতে দেখল রানা, তারপর পড়ে গেল মাটিতে। বুক-পেট ছিন্নভিন্ন হয়েছে গুলিতে। গানফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে দুটো বুলেট পাঠাল রানা। ওদিক থেকে পাল্টা গুলি এল না। পিছাতে শুরু করেছে গার্ডরা। হঠাৎ কম্পাউণ্ডের পিছন থেকে ভেসে এল সম্মিলিত চিৎকার। ঝনঝন করে ভাঙছে একতলার জানালাগুলো। ওদিক থেকে আসছে মাস্কেটের গর্জন।

'ছেলেরা টেফারিটি থেকে ফিরেছে,' রানার পাশে ছুটছে ইউনূস, হাতে তলোয়ার।

'এত দ্রুত?'

'মই পেলে দেয়ালে উঠতে কতক্ষণ? বোঝা যাচ্ছে, সঙ্গে এনেছে আরও অনেককে!'

অত্যাচারিতের প্রতিশোধ হয় ভয়ঙ্কর, ভাবল রানা!

ক্যাসিনোর দোতলা থেকে মাইকে ভেসে এল ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজি নির্দেশ। ডাকছে মার্সেনারিদের। দু'দিক থেকে আক্রমণ করা হয়েছে তাদের। গার্ড ও মার্সেনারিদের শান্ত থাকতে বলা হচ্ছে। গোলাগুলির ভিতর চেঁচিয়ে উঠল ইউনূস, নিজ ভাষায় কী যেন বলে চলেছে। হাত থেকে মাস্কেট ফেলে দিল তিন যুবক, ছুটল ক্যাসিনোর দিকে। তাদের সঙ্গীরা কাভারিং ফায়ার দিচ্ছে। খোলা জানালাগুলো দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে গ্রেনেড। ছুটন্ত তিন যুবকের একজন আর কখনও গন্তব্যে পৌঁছবে না। অন্য দু'জন সার্কাসের অ্যাক্রোব্যাটের মত পিলার বেয়ে উঠে গেল দোতলার ব্যালকনিতে। রানা দেখতে পেল ওখানে ঝিক করে উঠেছে দুটো তলোয়ার। আধ মিনিট পর ধুপ করে নামল দুই মার্সেনারির লাশ।

অস্ত্রের জোর বাড়ছে খুমরানদের।

খালি হয়ে গেছে রানার পিস্তলের ক্লিপ। শেষ স্পেয়ার ম্যাগাজিন ভরে নিয়ে উড়ে চলল ও প্রধান দরজা লক্ষ্য করে। পিছনে আসছে ইউনূস। দোতলা থেকে বুলেট আসছে, কানের পাশ কেটে বিঁধছে মাটিতে। রানা শুধু জানে, খুঁজে বের করতে হবে মেরি ও এরিককে। যদি বেঁচে থাকে!

ক্যাসিনোর সদর দরজা আধ-খোলা। ধাক্কা দিয়ে এক কবাট

সরিয়ে দিল রানা। কোনও গুলি এল না। ওর পর রিসেপশনে ঢুকে পড়ল ইউনূস। থমকে গেল ওখানেই। চোখ গিয়ে পড়েছে বোফোর্স অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গানের উপর। ওটার সামনে অর্ধচন্দ্রের মত সাজানো শেল। একপলক ইউনূসকে দেখল রানা, তারপর পিস্তল বাগিয়ে ছুটল গেমিংরুম লক্ষ্য করে। সতর্ক চোখে দেখছে কেউ সামনে আছে কি না। মাত্র ক'দিন আগে এখানে এসেছে, কিন্তু মনে হলো কখনও আসেনি। চারপাশের দেয়ালে কুৎসিত রুচির নানান নিদর্শন রেখেছে অ্যানডন ব্ল্যাগান।

এক লোককে প্রথম গেমিংরুমের মুখে দেখল রানা। সমাহিত চেহারা, মনে হলো কিছুতে কিছু যায় আসে না তার। দানবীয় ডাগডগ! পরনে বাটলারের ইউনিফর্ম, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। আলখেল্লা পরিহিত রানার হাতে পিস্তল, কিন্তু দেখেও যেন দেখছে না সে।

হঠাৎ মনে হলো কথা বলে উঠেছে ক্যাসিনোর দেয়াল। 'ও, তুমি তা হলে যাযাবর সেজেছ, মিস্টার রানা! বুঝতে পারছি তোমার গায়ে দুর্গন্ধ, গোসল করবার সুবিধা দিতাম, কিন্তু যাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছ, তাদের কারণে সুযোগ দেব না।' লুকানো স্পিকারে ভেসে এসেছে কাউন্টের কণ্ঠ। নিশ্চয়ই কোনও ক্যামেরা থেকে দেখছে। লোকটা আছে কোথায়?

রানার চোখ খুঁজছে কাউন্টকে, ঠিক তখনই বৈদ্যুতিক আলো পড়ে ঝিক্ করে উঠল ইস্পাতের পাত। রানার ডান বাহু চিরে দিয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝেতে পড়ল ছোরা, হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পিস্তল। নিজেকে গাল দিল রানা, মস্ত ভুল করেছে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে। ডাগডগের দ্বিতীয় ছোরা এল সোজা

রানার কপাল লক্ষ্য করে। ঝট্ করে মাথা সরিয়ে নিল রানা। কানের পাশ দিয়ে গেল ছোরা। এবার কোমর থেকে একটানে বের করে আনল রানা তীক্ষ্ণ-ধার তলোয়ার। আবারও কাউন্টের ধাতব খ্যানখ্যানে নাকি কণ্ঠে ভেসে এল যক্ষ্মারোগাক্রান্ত কুকুরের কাশি। বলল, 'মাসুদ রানা, তুমি ভেবেছ তলোয়ার দিয়ে কাবু করবে ডাগডগকে? দেখা যাক! আমি অবশ্য থাকছি না, ম্যারাক্যাশ থেকে আসছে হেলিকপ্টার, আমাকে নিয়ে যাবে নিরাপদ জায়গায়। মৃত্যুর জন্য তৈরি হও, স্পাই সাহেব। ডাগডগের দায়িত্বে রেখে গেলাম তোমাকে।'

পাশের দেয়াল থেকে একটানে এক তলোয়ার তুলে নিয়েছে ডাগডগ। উত্তর ইউরোপিয়ান জিনিস। সাঁই করে চালাল ডাগডগ ওটা। হামলার গতি এতই তীব্র, পিছাতে গিয়ে গেমিংরুমে ঢুকে পড়ল রানা। তবে ঝনাৎ করে ঠেকিয়ে দিল ফলা।

দ্বিতীয় হামলাও একই ভাবে ঠেকাল রানা, পরক্ষণে আক্রমণে গেল নিজে। চিরে গেল ডাগডগের পোশাক, তবে দেহে লাগল না। আবার স্ল্যাশ করল ডাগডগ, মিস করায় ঝুঁকে এল সামনে। সেই অবস্থাতেই এক পা সামনে বেড়ে চালাল বাম কনুই। চোয়ালে লাগল রানার। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল ও, কোমর ঠেকল রুলেত টেবিলে। সবুজ বেইযে ছিটকে গেল চিপসগুলো। বেশিরভাগ ঝরঝর করে পড়ছে মেঝের উপর। লাফিয়ে সরে গেল রানা। ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে ডাগডগ, পেটে গেঁথে দিতে চাইল তলোযার। বামহাতে একটা চেয়ার তুলে নিয়েছে রানা, ওটা যেন ঢাল। আবারও তলোয়ার চালিয়েছে ডাগডগ, কিন্তু অ্যান্টিক তলোয়ার গেঁথে গেল চেয়ারের কাঠে। বুঝে ফেলল রানা, এবারই

সুযোগ ওর। প্রতিপক্ষের চোখ খেয়াল করেছে ডাগডগ, সে-ও জানে সামনে মহাবিপদ!

দানবের গলা সই করে তলোয়ার চালাল রানা। বিশালদেহী লোকটা তখন কাঠের ভিতর থেকে তলোয়ার বের করতে চাইছে। তারই ফাঁকে সরিয়ে নিল মাথা। কণ্ঠের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল খুমরানি ফলা। আর ঝুঁকি নিল না ডাগডগ, ছেড়ে দিল তলোয়ারের বাঁট। রানা তলোয়ারটা ফিরিয়ে আনবার আগেই প্রচণ্ড এক ডানহাতি ঘুসি লাগিয়ে দিল ওর চোয়ালে। মেঝের উপর ছিটকে পড়ল রানা। তলোয়ার সহ চেয়ারটা এবার তুলে নিল দৈত্যটা, আছড়ে ফেলল মেঝের উপর। দু'বার আছাড় দিতেই ফেটে গেল চেয়ার, মুক্ত হয়ে গেল তলোয়ার।

লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলাল রানার, টের পেল ওর পেট লক্ষ্য করে নেমে আসছে তলোয়ার! বিদ্যুদ্বেগে শরীরটা বামে গড়িয়ে দিল রানা, সেই সঙ্গে খুমরানি দিয়ে বাড়ি মেরে লক্ষ্যভ্রষ্ট করল শত্রুকে। পরক্ষণে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। অনেক ঝুঁকে এসেছে ডাগডগ, সে নড়বার আগেই নিজের তলোয়ার দিয়ে পর পর দু'বার খোঁচা দিল রানা—একবার কণ্ঠনালীর উপর, পরের বার ফুসফুস বরাবর। ডাগডগের কণ্ঠনালী থেকে ছিটকে বেরুল রক্ত আর লালচে ফেনা। কয়েক সেকেণ্ড টলল সে, তারপর ধুপ করে পড়ল বিশাল ধড়টা মেঝের উপর। গলাকাটা মুরগীর মত লাফাচ্ছে শরীর, কণ্ঠ থেকে বেরুচ্ছে বিদঘুটে ঘড়ঘড় শব্দ।

এই প্রথম রানা খেয়াল করল একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে চার খুমরান যুবক, হাতে অটোম্যাটিক রাইফেল। কখন যেন পিছন জানালা ভেঙে ঢুকেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ক্যাসিনোর অতিথি ও

স্টাফরা থরথর করে কাঁপছে দেয়ালের কাছে। অনেকে ঢুকেছে জুয়ার টেবিলের নীচে।

পাশের টেবিলের নীচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল লাস ভেগাসের গ্যাংস্টার টাস ডি ভাসকনসেয়াস। হাতে সাদা এক রুমাল, অনবরত নেড়ে চলেছে। 'প্লিজ, প্লিজ, আমাকে খুন করবেন না। আপনি যা চান, আমি তা-ই...'

লোকটার শার্টের কলার ধরে টেনে তুলল রানা, পরক্ষণে বিরাশি শিক্কার এক ঘুসি বসিয়ে দিল নাকের উপর। পিছলে গেল হাত, খটাং আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। চোয়ালের হাড় চুরমার হয়েছে। ধপাস্ করে পড়ল সে মেঝের উপর। পরের মুহূর্তে একের পর এক লাথি পড়ল তার পাঁজরের উপর। রানার স্পষ্ট মনে আছে, এ লোক বাজি ধরছিল স্টার্ন ও লুদভিগের উপর। রাবারের মত টান খাওয়া ঠোঁটে ছিল চওড়া হাসি। 'বাবা গো!' কাতর স্বরে গোঙাতে শুরু করেছে স্টার এখন।

পাছায় শেষ এক লাথি দিয়ে সরে গেল রানা, অতিথিদের উপর বুলিয়ে চলেছে চোখ। বারের সামনে পড়ে রয়েছে ইগোর নিকিতিন। এখন আর তাকে মহা পরাক্রমশালী বিজ্ঞানী মনে হচ্ছে না। মৃত্যু ভয়ে কাতর। শার্টের বুকে ছোপ-ছোপ রক্ত। বোধ হয় সাহস দেখাতে গিয়ে গুলি খেয়েছে খুমরানদের। কাউন্ট যেখানেই যাক, ফেলে গেছে অতিথি ও নিকিতিনকে।

বিজ্ঞানীর মাথার পাশে দাঁড়াতেই ফিসফিস করে বলল সে, 'একটু দেরি করে ফেলেছেন।'

'তা-ই তো দেখছি।'

ব্যথায় কুঁচকে উঠেছে নিকিতিনের চেহারা। 'আমাকে মেরে

ফেলুন। জানি আপনি তা-ই করবেন এখন। খুন করুন আমাকে।'

'এখনই নয়।' লোকটার কোটের ভিতর পকেট খুঁজল রানা। লাইটার পেয়ে বসল পাশে। খুলে ফেলল নিকিতিনের ডান জুতো ও মোজা। লাইটার জ্বেলে ধরল পায়ের তালুর নীচে। 'আমার কিছু তথ্য দরকার, ভাইয়া। তুমি ওগুলো জানো।'

'আমাকে অত্যাচার করে লাভ হবে না, মিস্টার রানা। একটা কথাও বের করতে পারবেন না আমার মুখ থেকে। হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। এমনিতেই মরে যাচ্ছি।'

'মর্ তুই, শুয়োরের বাচ্চা,' মনে মনে বলল রানা। লাইটার সরিয়ে নিল রানা। মুখে বলল, 'নিকিতিন, ডাগডগ আর তোমাকে ফেলে গেছে ব্ল্যাগান। নিশ্চয়ই জানো কোথায় গেছে?'

'আমার একটু উপকার করুন, রানা, তারপর সবই বলব। আমার কোমরের পাশে একটা পিস্তল পড়ে আছে। আমি চাই, সব কথা বলার পর আপনি আমার মগজ উড়িয়ে দেবেন।' রানা মাথা দোলাতেই শুরু করল, 'স্টার্ন আর মেরি বেঁচে আছে এখনও। তবে প্রায় মৃত। সময় নষ্ট না করলে, ওদের বাঁচাতে পারবেন। সবই জানাব, তবে তার আগে আমার কপালে ঠেক করতে হবে পিস্তল।'

বেঁচে আছে এরিক ও মেরি? দ্বিধা করল না রানা, হাতড়ে তুলে নিল ওয়াইরিজিন পিওয়াই নাইন এমএম অটোম্যাটিকটা। আমোদ বা করুণা কিছুই নেই ওর মনে, পিস্তলটা নিকিতিনের কপালের পাশে ধরল রানা।

'ধন্যবাদ,' শান্ত স্বরে বলল পথচ্যুত বিজ্ঞানী। 'ব্ল্যাগানের স্টাডি রুমে গেলে পাবেন একটা জাপানিজ কেণ্ডো আর্মার। ওই

সুটের মুখোশের ভিতর পাবেন একটা লিভার। ওটা খুলে দেবে জাঙ্গলরুমের দরজা। ওই ঘরের ভিতর আছে মেরি ও স্টার্ন। ওখানে আছে ব্ল্যাগানও। এবার দয়া করে...' আর কিছু বলতে পারল না বিজ্ঞানী, তার আগেই আস্তে করে ট্রিগার টিপেছে রানা। চোখ বুজে ফেলেছে নিকিতিন, কিন্তু পরক্ষণে চোখ মেলে চাইল রানার দিকে। রাশান ভাষায় গালি দিতে গিয়ে খাবি খেল। শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নিয়েছে রানা পিস্তলের নল, গুলি করেছে কার্পেটের ভিতর। লোকটা এত সহজে মারা পড়ুক, তা চাইছে না। কষ্ট সহ্য করে রক্তশূন্য হয়ে মরুক।

চেঁচাতে শুরু করেছে নিকিতিন। তবে তা কয়েক মিনিটের জন্য। এরপর ধীরে ধীরে কমে এল চিৎকার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। হঠাৎ একটা হেঁচকি তুলে থমকে গেল। নৈঃশব্দ্য নেমে এল গেমিংরুমে। বাইরে কমে আসছে গুলির আওয়াজ। উঠে দাঁড়াল রানা, পিস্তল হাতে ছুটতে শুরু করেছে। বেরিয়ে এসে আরও দুটো গেমিংরুম পেরুল, তারপর ঢুকে পড়ল ব্ল্যাগানের স্টাডিরুমে। গ্লাস কেসের ভিতর আর্মার সুট রেখেছে ব্ল্যাগান। পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি দিতেই ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল কাঁচ। হেলমেটের ভিতর হাত ভরে দিল রানা, লিভার পেয়েই টেনে দিল।

'ক্লিক' আওয়াজ হলো, দুই পাশে সরে গেল দেয়ালের প্যানেল।

দৃঢ় পায়ে ঢুকল রানা জাঙ্গলরুমে ।

ষোলো

এ ঘরে যখন দ্বিতীয়বার আসে রানা, চারপাশে ছিল উৎসবের আমেজ। আলাপ করেছে অনেকে, ছিল গ্লাসের টুং-টাং আওয়াজ। কিন্তু এখন চারদিক থমথমে। কাঁচের কফিনের ভিতর মৃত ও প্রায়-মৃত প্রাণীগুলো কেমন যেন মর্গের পরিবেশ এনেছে এ ঘরে। কিন্তু লুকানোর জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা কোথায় অ্যানডন ব্ল্যাগানের?

'এসো, রানা। লজ্জা কীসের?' এবার ধাতব মনে হলো না কাউণ্টের নাকী কণ্ঠস্বর। মাত্র বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানা এক পা বাড়াতেই সড়াৎ করে বন্ধ হয়ে গেল পিছনের দরজা। 'তুমি বন্দি হয়েছ, রানা। যাযাবর বনমানুষগুলো রক্ষা করতে পারবে না তোমাকে।'

অ্যানডন ব্ল্যাগানের বুকে পিস্তল তাক করল রানা। ওর দিকে চেয়ে শিরশির করছে বুকের ভিতর। ঘরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছে লোকটা।

দশ ফুট উপরে ঝুলিয়ে রেখেছে স্টার্ন ও মেরিকে। ধাতব আংটা দিয়ে আটকে দিয়েছে হাত-পা। ধূসর সুপের মত রং

ধরেছে স্টার্নের মুখ। বাম বাহুর সঙ্গে ক্যাথেটার, তার সঙ্গে সরু এক টিউব। চায়নিজ এক কার্পেটের উপর রেখেছে এক বাউল, তার ভিতর গিয়ে নেমেছে নল। খুদে রক্ত-বিন্দু নামছে টিউব বেয়ে, জমছে বাউলের ভিতর।

মোটামুটি আট পাইন্ট রক্ত থাকে মানুষের দেহে। বাউল দেখে মনে হলো, বের করে নেওয়া হয়েছে চার পাইন্ট। মৃদু শ্বাস চলছে স্টার্নের। একটু উঁচু হচ্ছে বুক। ফ্যাকাসে মুখ বলছে ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে সে।

এদিকে মেরি পুরোপুরি সচেতন, মনে হলো বেশ কয়েকদিন ঘুমাতে পারেনি। ওর বাহুর ক্যাথেটারের টিউব নেমেছে মেঝেতে রাখা ছোট এক বাউলের ভিতর। বিন্দু বিন্দু করে জমছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের তরল। ঘরের চারদিকে চাইছে মেরি, চোখ বিস্ফারিত, কিছুই যেন বুঝছে না। বাম ঠোঁটের কোনা থেকে ঝরছে লালা। দুধের মত সাদা সেই ত্বক এখন ফ্যাকাসে লাল হয়ে উঠেছে। কুচকুচে কালো চুলগুলো এলোমেলো। শেষ বার যখন রানার সঙ্গে দেখা হয় ওর, সেই পোশাক এখনও পরে আছে। কালো খুদে ড্রেস নানা জায়গায় ছিঁড়েছে। লিপস্টিক ও আই শ্যাডো জাবড়ে গেছে পুরো মুখে। ও যেন সেই আত্মবিশ্বাসী মেয়েটি নয়, শামুকের মত গুটিয়ে গেছে কীসের এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। জলাতঙ্ক হলে ঠিক এভাবে চারদিকে চায় বন্যপ্রাণী। ওর দেহে কোনও ধরনের রাসায়নিক বিষ মিশিয়ে চলেছে অ্যানডন ব্ল্যাগান!

'মাসুদ রানা, তুমি বোধ হয় ভাবছ আমি অসুস্থ মনের কোনও পিশাচ,' জ্বলজ্বল করে উঠল কাউন্টের চোখ। দাঁতে দাঁত

চেপে ধরেছে রানা, ঝট্ করে তুলল পিস্তল।

ঠিক তখনই চমকে গেল ওরা প্রচণ্ড আওয়াজে। দাগা হয়েছে বোফোর্স অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্ট গান! থরথর করে কাঁপতে লাগল পুরো বাড়ি! কী যেন ভেঙে পড়ছে! দশ সেকেণ্ড পর সব আওয়াজ থেমে গেল। কাউন্টের বুকে পিস্তল তাক করল রানা। কিন্তু বামহাত তুলে ইশারা করল ব্ল্যাগান, মাথা কাত করে দেখিয়ে দিল ডানহাত রেখেছে একটা লিভারের উপর।

'তোমার সাহসিকতা দেখে খুব ভাল লাগল, রানা। কিন্তু হিরো হওয়ার আগে একটু ভেবে দেখো। আমাকে গুলি করলে ফলাফল: মিস্টার স্টার্ন ও মেরি মারা পড়বে। লিভার টানলেই ওরা শেষ! মিস্টার স্টার্ন অনেক রক্ত হারিয়েছে। সব মিলে আন্দাজ পাঁচ পাইন্ট রক্ত। তার সঙ্গে যখন তোমার দেখা হয়, তারপর থেকে ধমনী থেকে খুব ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে রক্ত। তুমি কি জানো থ্রি কোয়ার্টার রক্ত হারানোর পরও মানুষ বাঁচতে পারে? আশ্চর্য বলতে হয়! কিন্তু তার বেশি হলে শেষ! মিস্টার স্টার্ন আর বেশি হারালে মারা পড়বে। ম্যারাক্যাশের ডাক্তারদের জানিয়ে দিয়ো, তার রক্তের গ্রুপ এবি নেগেটিভ। এ থেকে বুঝতেই পারছ, কত দয়ালু লোক আমি। কিন্তু যদি বাধ্য করো, লিভার টেনে দেব। সঙ্গে সঙ্গে আরেক ক্যাথেটার হয়ে দেহে ঢুকে যাবে ভয়ঙ্কর এক নার্ভ এজেন্ট। ফলাফল: সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে মিস্টার স্টার্ন। এবার অন্য দিক চিন্তা করে দেখো। আমাদের বাবুই পাখি অ্যাড্রেনালক্রোমে ভরা এক মিষ্টি মেয়ে! তুমি তো চলে গেলে, কিন্তু অনেক মজা দিয়েছে সে। ওর শরীরে আর কিছু নেই বললেই চলে। গত ক'দিন ঘুমাতে পারেনি, শক্ত

খাবার খেতে পারেনি। প্রথম তিনদিন কতবার বলেছে, “আমাকে মেরে ফেলুন! মেরে ফেলুন! পায়ে ধরি!” কিন্তু আমি দয়ালু মানুষ, তা-ই কী করি? এরপর থেকে বেচারি পাগল হতে লাগল। এখন আর কোনও কথা বলতে পারে না। তবে বেঁচে তো আছে! এখন কথা হচ্ছে, আমি যদি লিভারটা টেনে দিই, ওই একই নার্ভ এজেন্ট ঢুকবে ওর রক্তে। যে মৃত্যু এত চেয়েছে, সেটা পাবে তৎক্ষণাৎ! যাই হোক, যদি চাও গুলি করতে পারো আমাকে। কিন্তু তোমার দুই বন্ধুকে হারাবে। এবার আরেক কাজ করতে পারো, আমার দিকে ছুঁড়ে দিতে পারো পিস্তলটা।’

মুহূর্ত দ্বিধা করল না রানা, নামিয়ে নিল পিস্তল। ওটা মেঝের উপর রাখল, লাথি দিয়ে পাঠিয়ে দিল কাউন্টের দিকে। কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল লোকটা।

আবারও গর্জে উঠেছে বোফোর্স অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান। কান ফাটানো আওয়াজে চারপাশ কাঁপতে লাগল। একতলা ও দোতলার সব ছাত ভেঙে পড়ছে। আওয়াজটা থেমে যেতেই বলল কাউন্ট, ‘বলতেই হয়, এরা আমার সম্পত্তি নষ্ট করছে। তা করুক। আবার যখন ফিরব, ওদের সবাই খুন হবে।’ কাঁধ ঝাঁকাল সে। ‘মিস্টার রানা, আমার এই যে আবিষ্কার, এ নিয়ে আমি খুবই খুশি। প্রতিদিন এখানে এসেছি, খেয়াল করে দেখেছি ওরা কী করে। স্টার্ন ধীরে ধীরে মরছে, পাগল হয়ে উঠছে আমার বাবুই পাখি! আগেই বলেছি, তুমি হয়তো ভাববে আমি অসুস্থ মনের মানুষ। কিন্তু এর বেশি দয়া করতে পারত কেউ? তুমি ঝট্ করে পিস্তল বের করো, এক মুহূর্তে শেষ করে দাও শত্রুকে। কিন্তু আসলে, যাকে মারবে, তাকে ধীরে খুন করাই

আনন্দের। আস্তে আস্তে মরছে, ভাবছে কত কথা, বিনা ব্যথায় হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে! তুমি বলতে পারো আমি স্টার্ন ও মেরিকে নির্যাতন করেছি। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আমি ওদের উপকার করছি। বেশিরভাগ মানুষ ভাগ্যকে মেনে না নিয়ে মারা পড়ে। কিন্তু এখানে এক লোককে দেখতে পাচ্ছ তুমি, সে জানে তার চলে যাওয়ার সময় এসেছে। ওর উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেয়া। এদিকে, বলতেই হয়, খুব মজা পেয়েছি আমি মেরির মন ভেঙে দিতে গিয়ে। সবসময় বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু কত আনন্দের কথা যে ওকে জীবনের বন্ধন থেকে উদ্ধার করছি আমি। আর কোনও কষ্ট থাকবে না। আর এই আবিষ্কার আমাকে দিয়েছে আরেকটা অকল্পনীয় মজা, আবারও দেখা পেলাম তোমার। তোমাকে মরুভূমির ভিতর রেখে এসে খুব খারাপ লেগেছিল। তোমার জন্য ভাল ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু হাতে সময় নেই। তোমাকে চট্ করেই বিদায় দিতে হবে।'

ঘরের আলো গিয়ে পড়েছে বাইরের ব্যালকনির উপর, ওদিকে চাইল রানা। ক'দিন আগে ওখানে আলাপ করেছে স্টার্নের সঙ্গে। এখন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন গার্ড, মনে হলো নার্ভাস। গোলাগুলির আওয়াজ মিলিয়ে গেছে। দূর থেকে ভেসে এল হেলিকপ্টারের আওয়াজ। কান পাতল রানা। মন বলছে, একটা নয়, দুটো কপ্টার আসছে। সাতদিন পেরিয়ে গেছে বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কথা ছিল, সপ্তম দিন সোহেলের নেতৃত্বে আসবে দশজন এজেন্ট। সিমুস ও বেট্রেগুকে বন্দি করে নিয়ে আসবে এই ক্যাসিনোয়। তারাই কী

আসছে?

ভাবতে শুরু করেছে রানা, এই পরিস্থিতিতে কিছু করবার নেই ওর। ঠিক তখনই ব্যালকনির কাছ থেকে শুরু হলো নতুন করে গোলাগুলি! মাত্র দু'সেকেণ্ড চলল গুলি, ততক্ষণে ধুপ-ধাপ করে পড়েছে তিন গার্ডের লাশ। একবার কাউন্টের দিকে চাইল রানা। এই প্রথম লোকটাকে বিচলিত মনে হলো। ব্যালকনির উপর উঠে এসেছে আলখেল্লা পরা এক লোক! মুখে আলো পড়তেই চিনল রানা। সৈয়দ সাদি আল বিন হাবিব ওরফে ইউনূস! তলোয়ার হাতে তেড়ে আসতে শুরু করেছে সে। কাউন্টকে শেষ করবে। প্রায় উড়ে এসে ঢুকে পড়ল জাঙ্গলরুমের ভিতর। তাড়াতাড়ি বলে উঠল রানা, 'থামুন! ইউনূস! প্লিজ, কাউন্টকে ধরতে যাবেন না। ও লিভার টেনে দিলে মারা পড়বে আমার বন্ধুরা।'

মস্ত লড়াকু থমকে গেছে কাউন্টের দশ ফুট দূরে। একবার চারপাশ দেখল, তিক্ততা ফুটে উঠেছে চেহারায়। যেদিকে চোখ যায় মৃত জানোয়ার। তার চেয়ে খারাপ, দেয়ালের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছে প্রায়-মৃত দু'জনকে! তীব্র ঘৃণা নিয়ে কাউন্টের দিকে চাইল ইউনূস।

খলখল করে হেসে উঠল কাউন্ট ব্ল্যাগান, অনেক কাছে চলে এসেছে হেলিকপ্টার। 'বেট্রেণ্ডকে বললাম, দুটো কপ্টার লাগবে না,' বলল সে। 'অতিথিদের নেব না, তবুও চলে এসেছে। যাক্! কী লজ্জা! মিস্টার রানা, তা হলে তুমি এই ধরনের পশুর সঙ্গে মেশো? উচিত ছিল তোমার মরুভূমির ভিতর মরে পড়ে থাকা! নিজেকে এত অপমানিত হতে হতো না।'

'শুয়োরটা কী বলছে?' রানার দিকে চাইল ইউনূস।

ফ্রেঞ্চ বলতে শুরু করল ব্ল্যাগান, 'আমি বলছি মেজর রানার উচিত ছিল মরে পড়ে থাকা, তা হলে তোমাদের মত জানোয়ারের সঙ্গে মিশতে হতো না ওকে।'

'শুয়োরের বাচ্চা! তুই তো কোনও মানুষের বাচ্চাই না! তুই আমার যত আত্মীয়-বন্ধু খুন করেছিস, সেজন্য মরতে হবে তোকে!'

'ফুহ্! ওদের খুন করেছি? ওদের বাঁচিয়ে দিয়েছি। কুকুরের মত বাঁচার চেয়ে তোমার আল্লাহর সঙ্গে গল্প করছে এখন—সেটাই ভাল না? ভাল খুমরান কোন্‌টা, না, যেটা মরেছে। নইলে পেতাম অ্যাড্রেনালক্রোম? ও জিনিস মেলে শুধু মরা লোকের মেরুদণ্ডে, পিনেল গ্ল্যাণ্ডের ভিতর। তোদের মত নোংরা লোকগুলো ছিল আমার গবেষণার পশু।'

আর শুনতে পারল না ইউনূস, প্রচণ্ড রাগে একপাশ থেকে আরেক পাশে চালাল তলোয়ার। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল একটা কাঁচের তৈরি খাঁচা। হেসে উঠল কাউন্ট, ইংরেজিতে রানাকে বলল, 'প্রায় পৌঁছে গেছে হেলিকপ্টার। আমার জিনিস যত খুশি ভাঙো! আপাতত খণ্ড যুদ্ধে জিতেছ। কিন্তু মনে রেখো, মূল যুদ্ধে জিতব আমি।'

খাঁচা ভেঙে যেতেই নড়ে উঠেছে ফ্যালকন, বিস্তৃত করে দিল দুই ডানা। টের পেয়েছে মুক্তি মিলতে চলেছে। একবার টলে উঠল, পরক্ষণে ভেসে উঠল বাতাসে। দ্রুত চলেছে কাউণ্টের দিকে। লোকটা বুঝে উঠবার আগেই ফ্যালকন গিয়ে নামল তার মুখের উপর। তীক্ষ্ণ নখর ও বাঁকা ঠোঁট খুঁজে পেল নরম মাংস!

ভয়ঙ্কর এক চিৎকার দিল অ্যানডন ব্ল্যাগান! তার চোখদুটো, নাক, ও ঠোঁট ছিঁড়ে নিয়েছে ফ্যালকন!

মুগ্ধ হয়ে ফ্যালকনের দিকে চেয়ে রইল ইউনূস, যে এতদিন অত্যাচার করেছে, তার উপর চরম প্রতিশোধ নিচ্ছে বিশাল পাখিটা! আরেকবার খামচি দিয়ে নেমে পড়ল ইউনূসের পাশে। ঠোঁট ও নখরে টকটকে লাল রক্ত, বসে রইল গর্বিত ভঙ্গিতে। আকাশে তুলে রেখেছে ঠোঁট। ততক্ষণে কাউন্টের সামনে হাজির হয়েছে ইউনূস, এক ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে দিল লিভারের কাছ থেকে।

'তুই যেমন অমানুষ, তেমনি হারলি আরেক অমানুষের কাছে, শুয়োরের বাচ্চা!' ব্ল্যাগানের মুখের উপর থুতু ছিটাল ইউনূস। খুমরান ভাষায় কী যেন বলল কয়েক সেকেণ্ড, পা রাখল লোকটার বুকের উপর, তারপর দু'হাতে তুলল তলোয়ার, নামিয়ে আনল গলার উপর। কচ্ করে কাটা পড়ল ব্ল্যাগানের মাথা। আবার ভেসে উঠল ফ্যালকন, খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল, আঁধার আকাশে মিলিয়ে গেল মরুভূমির ভিতর। রানার দিকে চাইল ইউনূস।

'আমি তো আপনাকে বলেছি, মাত্র একজন জিততে পারে। এবার আসুন, আপনার বন্ধুদের উদ্ধার করি।'

ঘরে এসে বাড়ি লাগছে জোর হাওয়া। ধুব-ধুব আওয়াজে বাইরে নামছে হেলিকপ্টার। ওদিকে চেয়ে ককপিটে সিমুস ও বেট্রেগুকে দেখতে পেল রানা।

'ইউনূস, আপনি আপনার ছেলেদের বলুন, আমার বন্ধুদের নামানোর ব্যবস্থা করুক। আমি দেখি পাইলটদের কী করা

যায়।' ব্যালকনির দিকে ছুটল রানা। আগেই কুড়িয়ে নিয়েছে পিস্তল। ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে নামল ও, ছুটল লনের দিকে। ওর সঙ্গে ছুটল ছ'জন খুমরান যুবা। কিন্তু পিছন থেকে তাদের ডেকে নিল ইউনূস। অন্যরা ব্ল্যাগানের মার্সেনারিদের পরপারে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত।

এদিকে নেমে পড়েছে হেলিকপ্টার, বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। একে একে নামল সিমুস ও বেট্রেঙও। তাদের পরে যাকে দেখল রানা, তাকে দেখে হাসি এসে গেল ওর ঠোঁটে। ওর প্রাণের বন্ধু।

'ওরে শালা! তুই মরলে আমাকে মেরে যেতি!' চড়া কণ্ঠে বলল সোহেল। 'খ্যাপা বুড়ো আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে খেত!'

'পরে কথা বলব রে,' বলল রানা।

'এদিকের কী খবর? ধোঁয়া-টোঁয়া দেখলাম। কমাণ্ডোদের কাজ কী?'

'কাজ প্রায় শেষ,' বলল রানা। 'ওদের বল্, ক্যাসিনোর যারা বেঁচে আছে, যেন তাদের বন্দি করে। অনেকগুলো ডন আছে আণ্ডারওয়ার্ল্ডের, খুমরানদের হাতে ওদের খুন হতে দেয়া যাবে না। ওদের তুলে দিতে হবে যার যার দেশের সরকারের হাতে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। 'সিমুস আর বেট্রেঙের কী করি?'

'আর সবার সঙ্গে বন্দি করে রাখতে বল,' বলল রানা। খানিক দূরে নেমে পড়েছে আরেকটা কপ্টার, ওটা বেশ বড়। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বাংলাদেশি দশজন কমাণ্ডো।

দ্রুত পায়ে তাদের কাছে চলে গেল সোহেল, জরুরি নির্দেশ

দিল। ছুটল তারা ব্ল্যাগানের অতিথিদের বন্দি করতে। তার আগেই আটকা পড়েছে সিমুস ও বেট্রেণ্ড, তাদের নিয়ে চলেছে বেদুইনরা! মাথা কাটবে। বাধা দিল না রানা, হয়তো মানত না খুমরানরা। সোহেলকে পাশে নিয়ে ব্যালকনির দিকে ফিরছে রানা, দেখল ওখান থেকে নামিয়ে দেয়া হলো এরিক স্টার্ন ও মেরিকে।

গলা উঁচিয়ে বলল ইউনূস, 'আপনার বন্ধুরা শক্ত মানুষ, রানা। এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু দেরি করলে...' রানার পাশে হাতকাটা লোকটাকে দেখে ভ্রূ নাচাল সে। 'ইনি কে? সঙ্গে কারা?'

'আমাদের বন্ধু। ওরা সবাইকে বন্দি করবে।'

'তার মানে, ব্ল্যাগানের লোকগুলো বেঁচে গেল?' বলল ইউনূস। 'নইলে গলা কেটে মরুভূমির ভিতর পুঁতে দিতাম।'

'এবার যেতে হয়, ইউনূস,' বলল রানা। 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

'তা-ই কী? আমিও ভুলব না আপনাকে, বন্ধু।'

ছ'জন খুমরান যুবক হেলিকপ্টারে তুলে ফেলেছে স্টার্ন ও মেরিকে। সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'তুই কি আমার সঙ্গে ফিরবি, না আর সবার সঙ্গে?'

'বসের নির্দেশ, ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। তবে সঙ্গে একজনকে দিয়ে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। পরে কথা হবে।' দ্রুত পায়ে কপ্টারে গিয়ে উঠল রানা। চালু করল ইঞ্জিন। দৌড়াতে দৌড়াতে এসে উঠল এক জুনিয়ার এজেন্ট। ভুলে গেছে রানা সামরিক বাহিনীতে

নেই, খটাস্ করে স্যালিউট দিল। দু'মিনিট পেরুনোর আগেই মাটি ছাড়ল যান্ত্রিক-ফড়িং। সোজা গিয়ে নামবে ম্যারাক্যাশের স্প্যানিশ হাসপাতালের লনে। অল্টিচ্যুড বাড়তেই ক্যাসিনো ব্ল্যাগানের দিকে চাইল রানা। ইউনূসের শেল-এর হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে বিশাল গম্বুজ। আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে দোতলায়। লাল শিখা লকলক করে চাটছে দেয়ালগুলো। যেমন খুশি ফূর্তি করবার প্রাসাদ আর নেই ওটা। উত্তরদিকে হেলিকপ্টারের নাক তাক করল রানা, রওনা হয়ে গেল।

সতেরো

কিছুক্ষণ আগে ঢাকা পেরিয়ে জয়দেবপুর পিছনে ফেলেছে রানা। আরও খানিক গেলে ভাওয়াল গড়ের রাজপ্রাসাদ। তবে বামে ইঁটের খোয়া বিছানো সরু পথে পড়ল রানার প্রিমিয়ো। দু'পাশে গজারি ও শাল গাছের সারি। এক চিলতে আকাশ দেখা যায়, নীলের বুকে সাদা মেঘ উড়ে চলেছে। ওটার সঙ্গে চলেছে রানার মনও। আজ তিন মাস পর হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাবে মেরি। বাঁকা পথে আরও খানিক যাওয়ার পর খোলা গেট পড়ল। এই কম্পাউণ্ড তিন একরের উপর। কিছু অংশ জংলা, বাকি অংশে

বাগান ও প্রকাণ্ড এক দোতলা বাড়ি। পনেরো বছর আগে তৈরি করা হয়েছে ওটা বিসিআই ও সামরিক বাহিনীর জন্য। ওখানে রাখা হয় মানসিক রোগীদের। সমস্ত ব্যবস্থা দুনিয়ার সেরা হাসপাতালের মত। মোসাদ রানাকে পি-সেভেন ভিএম ডোজ দেয়ার পর এখানেই চিকিৎসা হয় ওর। এই হাসপাতাল কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখেন ডক্টর অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তিন মাস! ভাবছে রানা। বেশির ভাগ সময়টা কেটেছে মেরির দোজখে। ও যখন কপ্টার নিয়ে ম্যারাক্যাশের দিকে চলেছে, এমনও মনে হয়েছে, বেচারিকে গুলি করে মুক্তি দেবে এই কষ্ট থেকে! ম্যারাক্যাশে মেরিকে সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন স্প্যানিশ ডাক্তাররা। তাঁরা জানিয়ে দেন এই রোগী কখনও সুস্থ হবে না। দু'দিন হাসপাতালে রাখবার পর মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের নির্দেশে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় মেরিকে। ডক্টর অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ চারজন সাইকিয়াট্রিস্ট বুঝে নেন ওকে। তাঁরা জানান, একটু সম্ভাবনা আছে, হতেও পারে মেরি সুস্থ।

এদিকে দেড় সপ্তাহ পর প্রায় সুস্থ হয়ে ম্যারাক্যাশ ছাড়ে এরিক স্টার্ন। রানা ভেবেছিল, বড় দেরি হয়েছে, বুঝি বাঁচানো গেল না মানুষটাকে। ম্যারাক্যাশে পৌঁছতেই আধ ঘণ্টার মধ্যে ব্লাড ট্র্যান্সফিউশান সম্ভব হয় শুধু রানার জন্য। স্টার্নকে দেয়া হয় ওর রক্ত। সানফ্রান্সিসকো ফিরবার আগে রানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে, বার বার বলেছে, আবারও নতুন করে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাকে দেয়া হয়েছে সিলভার স্টার।

যখনই সম্ভব হয়েছে, এ হাসপাতালে এসে মেরির সঙ্গে দেখা করে গেছে রানা। কিছুদিন পর বুক থেকে মস্ত এক পাথর নেমেছে ওর। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে মেরি। আগের মত চিৎকার করে না, কথা শোনে, বলে, বই পড়ে, লিখতেও পারে। এখন আর চায় না আত্মহত্যা করতে। রানার সঙ্গে হাঁটতে বেরিয়ে অনেক কথাই বলেছে। ওর বাবার কথা, ওর মা'র কথা, ওদের ছোট্ট পরিবারের কথা। হু-হু করে কেঁদেছে তখন।

প্রকাণ্ড গাড়ি-বারান্দার ভিতর থামল রানার প্রিমিয়ো। পুরানো রোগীকে অভ্যর্থনা দিতে নিজে এসেছেন ডক্টর অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দু'জন হ্যাণ্ডশেক শেষে রানাকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন ডাক্তার। করিডোরগুলো মেহগনি কাঠের প্যানেল করা, যেমন হয় ব্রিটিশ হাসপাতালের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী। লাউঞ্জে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার, হাতের ইশারা করে আরামদায়ক চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

'চা চলবে, মিস্টার রানা?'

'না। থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু অন্য কিছু...'

'আমার অফিসের কেবিনেটে ব্র্যাণ্ডি পাবেন। দেব?'

'অনেক ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে নয়। তবে ধূমপান?'

'না, না, সেটা অসম্ভব!' কঠোর হয়ে উঠল ডাক্তারের চেহারা। কলিং বেল টিপলেন। প্রায় দৌড়ে হাজির হলো এক মেল নার্স। 'কবীর, মিস সিদ্দিকিকে বলো, মিস্টার রানা এসেছেন ওঁকে নিয়ে যেতে।'

বাগান থেকে আসছে গোলাপ, টগর ও বকুল ফুলের সুবাস। তার চেয়ে অনেক ভাল লাগত সিগারেট জ্বালতে পারলে, ভাবল

রানা। হাসপাতাল কখনও ভাল লাগে না ওর। প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল রানা। কখন যেন চলে গেছেন ডাক্তার।

পাঁচ মিনিট পর শুনতে পেল রানা হাই হিলের শব্দ। লাল পেন্সিল স্কার্ট আর লাল ব্লাউয পরেছে মেরি, তাজা গোলাপের মত লাগছে ওকে। কাঁধ ছাড়িয়েছে কুচকুচে কালো পনিটেইল করা চুল। চকচক করছে নীল চোখদুটো, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

মেরি নতুন করে বাঁচতে শিখছে, ভাবল রানা।

দশ মিনিট পর কাগজপত্র সই করে বেরিয়ে এল রানা ও মেরি। প্রিমিয়ো নিয়ে ঢাকা শহরের দিকে চলেছে। কোনও কথা বলছে না কেউ। কিছুক্ষণ পর দুটো এনভেলপ বাড়িয়ে দিল রানা।

'কী এগুলো?' জানতে চাইল মেরি।

'খুলে দেখো।'

ওরা মরোক্কো থেকে ফিরবার পর প্রচণ্ড আলোড়ন হয় দুনিয়া জুড়ে, ভাবছে রানা। নার্কোটিক ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে গোটা দুনিয়ার আইন-সংস্থা। বিসিআইয়ের এজেন্টরা গ্যাংস্টার ও ডনদের তুলে দেয় তাদের নিজ নিজ দেশের পুলিশের হাতে। চাপের মুখে তথ্য দেয় লোকগুলো। এর পর বিচারের সামনে দাঁড় করানো হয়নি তাদের। স্রেফ হারিয়ে গেছে। এদের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে, নীচের স্তরের লোকগুলো এখনও মাথা তুলতে পারেনি। পারবে না আরও বহু দিন।

'মিউ! মিয়াও!'

চমকে গেছে মেরি। পিছনের সিটে ঘুমিয়ে ছিল পারস্যের হুলিয়ান, মেরির গলা শুনে হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়েই এক

লাফে উঠে এসেছে ওর কোলে।

'ওকে পেলে কোথায়?'

'লণ্ডন থেকে আনিয়েছি তোমার জন্য। এতদিন আমার বিছানা দখল করে ছিল।'

'এবার তোমার খাটের দখল নেব আমি।'

'আবার আমার সেই চেয়ারে ঘুম?'

'জী না।' রানার চোখে চাইল মেরি, চিকচিক করছে নীল চোখ। 'আমার ফ্ল্যাটটা বেচে দেব।'

'কেন?'

'আমি লণ্ডনে ফিরছি না। এখানেই কিনব একটা।'

'বিএসএস কিন্তু চিঠিতে লিখেছে ওরা খুব খুশি হবে তুমি ওদের চাকরিতে যোগ দিলে।'

'কেন? তাদের এই বদান্যতার কারণ?'

'আমার বস্ বিএসএস চিফকে বোঝাতে পেরেছেন যে আসলে তোমার আব্বা ডাবল্ এজেন্ট ছিলেন না, বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের যৌথ স্বার্থে ডিফেক্ট করার ভান করেছিলেন। তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য মারভিন লংফেলো এখন খুবই অনুতপ্ত। তিনি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে চান।'

'বিসিআই চাকরি দিতে চাইছে, সেটাই নেব।'

'বেতন কিন্তু ওদের তুলনায় অনেক কম।'

'আমার বাবা যে দেশকে ভালবেসেছেন, তাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তা ছাড়া ওখানে কে-ই বা আছে আমার!'

'এই তোমার সিদ্ধান্ত?'

'হ্যাঁ। আরও আছে।'

'আর কী?'

'তুমি জানো, তুমিই আমার জীবনের প্রথম পুরুষ?' রানাকে মাথা দোলাতে দেখে বলল, 'সেদিন তুমি আমাকে পাগল করে দিয়েছিলে।'

'তা-ই নাকি?'

'হ্যাঁ। তবে এটাও জানি, তোমাকে বেঁধে রাখা আমার সাধ্যের বাইরে। তোমার মত আমিও চাই বাঁধনমুক্ত থাকতে।'

'দ্যাটস্ গুড!'

'এবার গাড়ি রাখো, রানা! আমি আবার পাগল হতে চাই!'

'বেশ তো, চলো ঘরে ফিরি...'

'না। এখন!'

'এখন? এই ভর সকালে? এই জঙ্গলের ভিতর...' কথা শেষ করল না রানা, কারণ ততক্ষণে শয়তানি ঢুকে পড়েছে নিজের মনেও। গতি কমে গেছে গাড়ির। ডান সারির গাছের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল প্রিমিয়ো। সড়ক থেকে দূরে, কেউ নেই এখানে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। হুলিয়ানকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল মেরি, ও থাকলে নাকি লজ্জা লাগবে। ওটার আপত্তি নেই মনিবকে ছেড়ে যেতে—নেমেই চোখ পড়েছে এক গেছো ইঁদুরের উপর। খুব সাবধানে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে সেদিকে।

হাসল মানব-মানবী পরস্পরের চোখে চোখ রেখে। এই প্রথম লক্ষ করল রানা, হাসলে অপূর্ব সুন্দর লাগে মেরিকে।

লিভার টেনে দিতেই মেরির সিটের হেলান গিয়ে ঠেকল পিছনের সিটে।

দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিল মেরি রানার

মাথা। 'উহ্, পাগল হয়ে যাব, রানা!'

খানিক পর সত্যিই পাগল হয়ে গেল দু'জন একে অপরকে নিয়ে। কারও খেয়াল নেই, প্রবল আপত্তি জানাতে শুরু করেছে প্রিমিয়োর শক অ্যাবযর্ভারগুলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

শেষ